মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
মে-১৯৯৮

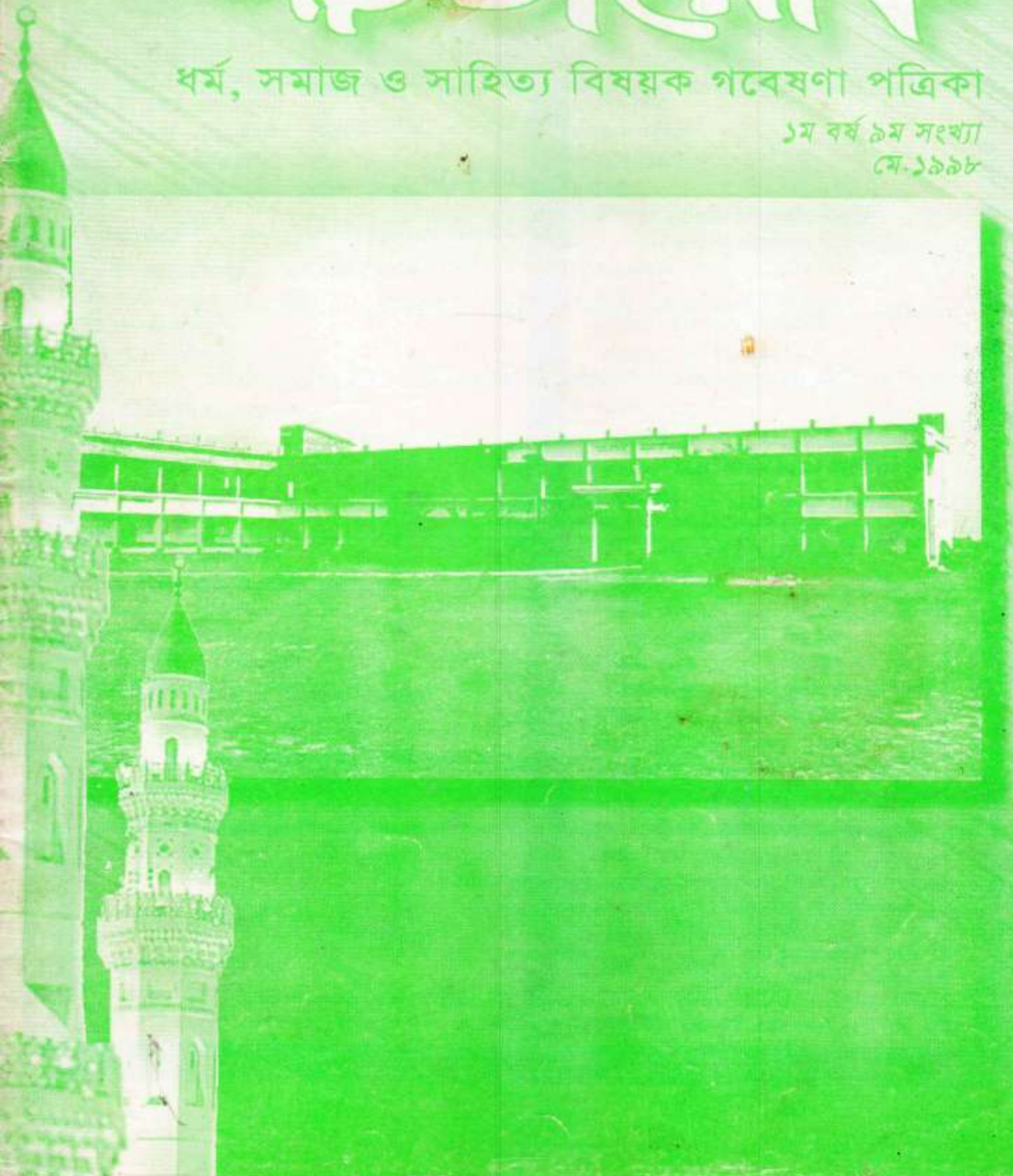

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা
মুহাররম ১৪১৯ হিঃ
বৈশাখ ১৪০৫ বাং
মে ১৯৯৮ ইং

সম্পাদক
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
অলিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয়
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৬
- প্রবন্ধ ঃ
  - আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় ১০
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - অন্ধ অনুকরণ ১৭
    -মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহী বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ২০
    -আব্দুস সামাদ সালাফী
- চিকিৎসা জগত
  - ক্যান্সার ২২
    - ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
- ছাহাবা চরিত ২৩
  সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)
    -মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩০
- হাদীছের গল্প ৩১
    -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- কবিতা ৩২-৩৩
  জিহাদের ডাক -এস, এম, আমজাদ হোসায়েন
  দিশারী -মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
  বিপ্লবী ঝাণ্ডা -হোসনেআরা আফরোয
  ডিমান বা যৌতুক -মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
  মেয়াদী জীবন -আব্দুল হাকীম গোলদার
  ফুল -এস, এম, আমজাদ হোসায়েন
  হামদ - ছিদ্দীকুর রহমান
- সোনামণিদের পাতা ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৭
- প্রশ্নোত্তর

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

কল্যাণমুখী প্রশাসন

আদর্শকে কেন্দ্র করেই মানুষের সার্বিক জীবন আবর্তিত হয়। আদর্শহীন মানুষ এমনকি নিজ পরিবারের সদস্যদের নিকটেও অবিশ্বস্ত ও অশ্রদ্ধার পাত্র। অনুরূপভাবে একটি জাতি উন্নত হয় তার আদর্শনিষ্ঠার কারণে। জাতিকে নীতি ও কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্যই প্রয়োজন আদর্শবান ও কল্যাণমুখী প্রশাসন।

হাত, পা বা মাথা সবকিছু পরস্পরে পৃথক হ'লেও তারা একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এমনিভাবে ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন পৃথক হ'লেও তার কোনটিই মানুষের জীবনসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ মানুষের নিজ আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী চলে। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনে কল্যাণের পথ দেখায়। মুসলিমের নিকটে তাই ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি অচল। এক্ষণে প্রশ্ন হলঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যেখানে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে তাহ'লে কার পদচারণা চলছে? জওয়াব অতি পরিষ্কার.....।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিজস্ব কোন আদর্শ না থাকার ফলেই সম্ভবতঃ এদেশ চলে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জনের কথায়। একদিকে সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুণরায় সরকারী হুকুমে তা বাতিল করণ। একদিকে খুন-ধর্ষণ, ছিনতাই-রাহাজানির বিরুদ্ধে তার স্বরে চিৎকার, অন্যদিকে ডিশ এ্যান্টেনার মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিসিআর-ভিসিপি, রঙিন টেলিভিশন ও ব্লু ফিল্মের নীল দংশন। একদিকে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ সরগরম, অন্যদিকে সূদ-জুয়া-হাউজী-লটারীর সরকারী অনুমোদন ও গরীবের রক্ত শোষণ। একদিকে বলা হচ্ছে চাই আইনের শাসন, অন্যদিকে আইনের রক্ষকরাই আইন ভঙ্গের চ্যাম্পিয়ন। বলা হচ্ছে 'পানি সমস্যার সমাধান, অমুক নেত্রীর অবদান'। দেখা যাচ্ছে পানিহীনতায় দেশ মরুভূমি হচ্ছে। একটি বিশেষ দলকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, তারাই আবার দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভিনদেশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বলা হচ্ছে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই, অথচ চর দখলের মত হল দখল করা হচ্ছে। পাখির মত ছাত্র হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি নিরীহ গাভী পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষিত জ্ঞানী লোকদের অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হয়ে নিহতের তালিকায় শামিল হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির লালিত-পালিত ছাত্র নামধারী দলীয় সন্ত্রাসী ও মূর্খ পুলিশ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রভোষ্ট পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে লাঠিপেটা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ প্রশাসনের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সহ ৭০ জন প্রশাসনিক পদাধিকারী সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধ্যাপককে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হ'তে নীরবে চলে যেতে হচ্ছে। এসবই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দিকনির্দেশনাহীন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

এদিকে ঢাকার একটি পরিচিত সাপ্তাহিকের সুপরিচিত সম্পাদক বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা' বন্ধের সরকারী ঘোষণাতে খুবই নাখোশ হয়েছেন এবং 'বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও ওই সব মৌলবাদী দলগুলোর চরিত্রে কোনো পার্থক্য নেই' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা আধুনিক সমাজের সুন্দর প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার ভেতর সৌন্দর্যের বাইরে অন্য কিছু খোজার মত অশ্লীল লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে সীমিত। বাংলাদেশের সুস্থ সুন্দর আধুনিক প্রজন্মের কেউই এর বিপক্ষে নয়'।

কথায় বলে 'জণ্ডিসের রোগী সবকিছুকে হলুদ দেখে'। সম্মানিত সম্পাদক ছাহেব এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নিজের ঘরের স্ত্রী- কন্যাদেরকে মডেল হিসাবে বের করে এনে দাঁড় করাতে পারবেন কি? নারী ও পুরুষের স্বভাবগত চরিত্রে যে বিপরীত মুখী সম্পর্ক আছে তা কি তিনি অস্বীকার করবেন? নেগেটিভ ও পজেটিভ দু'টি তারের (ক্যাবল) উপরে যদি পর্দা না থাকে, তাহ'লে কি শর্ট সার্কিট হয়ে আগুণ ধরে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়? আগুণের ক্রিয়া জ্বালানো, পানির ক্রিয়া নিভানো -এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যাবে কি? বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। একে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি? প্রতিদিন সকালে দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালে আমরা কি এসবের নোংরা চিত্র দেখতে পাই না? পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত সম্পর্ক আছে বলেই সমাজ-সংসার আজও টিকে আছে। এই প্রতিক্রিয়ার পর্দা উঠানোটাই হ'ল প্রকৃত অশ্লীলতা। তবে কি প্রতিক্রিয়াহীন, শ্লীল-অশ্লীল ও ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদহীন পশুর সমাজে পরিণত হওয়ার জন্য সম্মানিত সম্পাদক ছাহেব নিজে একজন মুসলমান হ'য়েও আমাদেরকে সেই উপদেশ দিচ্ছেন?

মূলতঃ রাজনীতিকগণ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগণ হ'তে নিম্নপদস্থ ব্যক্তি ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ নাগরিকগণ যেন নীতিহীনতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। চরিত্রহীন জাতি পশুর চাইতে অধম। 'যেমন খুশী তেমন সাজ' এটা কোন রাষ্ট্রীয় নীতি হ'তে পারে না। অধঃপতিত এই সমাজকে বাঁচাতে গেলে তাই প্রয়োজন দেশপ্রেমিক নীতিবান ও কল্যাণ-মুখী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। চাই সুনির্দিষ্ট আদর্শিক মানদণ্ড। সে মানদণ্ড হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান 'ইসলাম'। আসুন অতি বুদ্ধিমান হওয়ার দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র বিধানের নিকটে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করি ও তা নিরপেক্ষ ও নিরাপোষ ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সেদিকে কান দিবেন কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

ঐক্যের ভিত্তি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَّ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

১. উচ্চারণঃ 'ওয়া'তাছেমূ বে হাবলিল্লা-হি জামী'আওঁ অলা তাফাররাকূ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

২.অনুবাদঃ তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি করেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পরে ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দান করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজ নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হ'তে পার'। -আলে ইমরান ১০৪।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ 'ওয়া 'তাছেমূ' -এবং তোমরা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আদেশ সূচক ক্রিয়া বহুবচন। ২. 'বেহাবলিল্লা-হে'- আল্লাহ্র রজ্জুকে। 'হাবলুন' অর্থ রজ্জু বা অঙ্গীকার। 'হাবলুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র রজ্জু কিংবা তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার। ৩. 'জামী'আন' -সমবেত ভাবে। ৪. লা তাফার্রাকূ- তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। 'ফারকুন' অর্থ পার্থক্য। সেখান থেকে নিষেধ সূচক ক্রিয়া পদে 'অলা তাফার্রাকু' তোমরা পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ৫.'ওয়ায্ কুরূ -এবং তোমরা স্মরণ কর। ৬. 'ইয কুনতুম আ'দা-আন' -যখন তোমরা ছিলে পরস্পরে শত্রু। ৭. 'ফাআল্লাফা বায়না কুলূবিকুম' -অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে মহব্বত পয়দা করেন ৮. 'ফা আছবাহতুম' -অতঃপর তোমরা হয়ে গেলে ৯. 'ইখওয়ানান'- ভাই ভাই ১০. 'ওয়া কুনতুম'-এবং তোমরা ছিলে ১১. 'ফা আনক্বাযাকুম মিনহা'- অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দান করেন ১২. 'কাযা-লেকা' -এভাবে ১৩. 'ইয়ুবাইয়েনুল্লা-হু লাকুম' -বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্য ১৪. 'লা'আল্লাকুম' -যাতে তোমরা ১৫. 'তাহতাদূন'-তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ মুসলিম উম্মাহ্র শক্তির ভিত্তি মূলতঃ দু'টি। তাক্বওয়া ও ইত্তিহাদ তথা আল্লাহ ভীতি ও ঐক্য। অত্র সূরার ১০২ আয়াতে 'তাক্বওয়া'-এর নির্দেশ দানের পর ১০৩ আয়াতে আল্লাহপাক আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ প্রদান করেন। কেননা বিচ্ছিন্নতায় ধ্বংস ও ঐক্যে মুক্তি নিহিত।

মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর'। আল্লাহ্র রজ্জু বলতে হযরত আলী, ইবনু মাসঊদ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الأرض 'হাবলুল্লাহ হ'ল আল্লাহ্র কিতাব যা আসমান হ'তে যমীনে প্রসারিত'। ইমাম তাবারীর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৩৯৭ পৃঃ। হযরত আলী (রাঃ) থেকে কুরআনের বিশেষণ বর্ণনায় মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে هو حبل الله المتين وصراط المستقيم 'কুরআন হ'ল আল্লাহ্র মযবুত রশি ও তাঁর 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' বা সিধা রাস্তা।

অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব বা তাঁর প্রদত্ত 'ছিরাতে মুস্তা মুস্তাক্বীম' হ'ল মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে যত বেশী মযবুত ভাবে আকড়ে ধরা যাবে, তত বেশী ঐক্য সুদৃঢ় হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ঐসব রাস্তা যা মওজুদ রয়েছে এগুলিতে শয়তান রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্র রাস্তার দিকে দৌড়ে এসো। তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবুত করে ধর। কেননা আল্লাহ্র রজ্জু হ'ল 'কুরআন'।[১] ছহীহ হাদীছে এসেছে যে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উহাদরণ এমন যে, তার দু'পার্শ্বে খোলা দরজা সমূহ রয়েছে। তাদের প্রত্যেকটির মুখে পর্দা ঝুলানো আছে। যখনই বান্দা ঐ পর্দা ঠেলে ভিতরে যেতে চায়, তখনই রাস্তার মাথা হ'তে একজন আহবানকারী ডেকে বলেন, 'খবরদার, পর্দা ঠেলে ঢুকোনা। সোজা রাস্তা ধরে চলে এসো। রাসূল (ছাঃ) বলেন, উক্ত আহবান কারী হ'ল কুরআন এবং তার উপর থেকে উপদেশ দানকারী হ'ল প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত উপদেশদাতা'।[২]

১. ইবনু কাছীর ১/৩৯৭।

২.আহমাদ, রাযীন, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯১।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্র রজ্জুকে কঠিনভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ দানের সাথে সাথে ولاتفرقوا বলে 'ফির্কায় ফির্কায় বিভক্ত' হ'তে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ছহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদের তিনটি ব্যাপারে খুশী ও তিনটি ব্যাপারে নাখোশ। যে তিনটি ব্যাপারে খুশী, সে তিনটি হ'ল এই যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। দুই-তোমরা হাবলুল্লাহ-কে কঠিনভাবে আকড়ে ধরবে ও বিচ্ছিন্ন হবেনা। তিন-আল্লাহ তোমাদের শাসনভার যার উপরে অর্পণ করেছেন, তাকে তোমরা উপদেশ দান করবে। অতঃপর যে তিনটি বিষয়ে ক্রোধান্বিত, সে তিনটি বিষয় হ'ল বাজে কথা বলা, বেশী বেশী প্রশ্ন করা ও মালের অপচয় করা'। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইহুদীগণ ৭১ বা ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে। নাছারাগণও তদ্রুপ। কিন্তু আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে'। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি ছহীহ (কুরতুবী ৪/১৫৯)। তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, 'সকল ফের্কাই জাহান্নামী, মাত্র একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ বল্লেন তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বল্লেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে আছি'।[৩]

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ঐক্য চায়। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য যে, মানব জাতি চিরকাল বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এমনকি দু'জন লোকও যে কোথাও সকল বিষয়ে একমত আছে এমন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাহ'লে আয়াতে বর্ণিত ঐক্যের তাৎপর্য কি হ'তে পারে?

ইখতেলাফ বা মতানৈক্য মূলতঃ দু'ধরণের। এক- স্বভাবগত মতবিরোধ, যা জ্ঞান ও বুঝের পার্থক্যের কারণে পরস্পরে হয়ে থাকে। এই ইখতেলাফ অপরিহার্য। বরং বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানের এই পার্থক্যের কারণেই গুণী-নির্গুণ, দক্ষ-অদক্ষ, ভাল-মন্দ চিহ্নিত হয় এবং যোগ্য ও জ্ঞানীদের দ্বারা জগত সংসার পরিচালিত হয়। বিশ্ব সমাজ পরিচালনার জন্য মানুষের জ্ঞানের এই পার্থক্য আল্লাহ্র এক অতুলনীয় সৃষ্টিকৌশল। যেমন তিনি বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ، إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، هود -١١٨

'যদি আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করতেন, তবে সকল মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত, যাদের উপরে আপনার প্রভু অনুগ্রহ করেছেন। বরং এজন্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে' (হূদ ১১৮)।

হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) বলেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তারা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত যারা ঈমান ও হেদায়াতের অনুসারী হয়েছে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে'। হাসান বাছরী, আতা, মুক্বাতিল প্রমুখ বলেন, এই ইখতেলাফের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন'।[৪]

অর্থাৎ সাধারণ ইখতেলাফ নিন্দনীয় নয়। সেকারণ পারস্পরিক মতবিনিময় ও পরামর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ এসেছে পবিত্র কুরআনে (আলে ইমরান ১৫৯)। যাতে একজনের জ্ঞান দ্বারা অন্যজন উপকৃত হ'তে পারে। হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মাধ্যমে একটি বিচার অনুষ্ঠানের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দাঊদ (আঃ)-এর ফায়ছালার উপরে তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ)-এর প্রদত্ত ফায়ছালাকে আল্লাহ পাক অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا 'বিষয়টিতে আমরা সুলায়মানকে সঠিক বুঝ দান করেছিলাম। আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম' (আম্বিয়া ৭৯)। বুঝা গেল যে, জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে মতপার্থক্য নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয়।

২. নিন্দনীয় ইখতেলাফঃ যখন ব্যক্তিগত বা দুনিয়াবী স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার করা হবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে দ্বীনের অপব্যাখ্যা বা দূরতম ব্যাখ্যা করা হবে এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি হবে। ইহুদী-নাছারাদের আলেমদের মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করেছিল। এমনকি তারা খোদ তাওরাত ও ইনজীলের পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 'ইহুদীদের মধ্যে একদল আছে যারা আল্লাহ্র কালেমা সমূহ তার স্থান হ'তে পরিবর্তন করে এবং বলে যে, আমরা শুনলাম ও অবাধ্যতা করলাম' (নিসা ৪৬)। অনুরূপ বক্তব্য এসেছে সূরায়ে বাক্বারাহ ৭৫,৭৯ এবং মায়েদাহ ১৩ ও ৪১ আয়াতে।

৩. আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮।

৪. কুরতুবী ৯/১১৪-১৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম উম্মাহ খেলাফতে রাশেদাহ্র স্বর্ণযুগের শেষ দিকে বলা চলে ৩৭ হিজরীর পর থেকে বিভিন্ন যুক্তিবাদী পণ্ডিতদের অপব্যাখ্যা, দূরতম ব্যাখ্যা ও কুটতর্কের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মতবিরোধের সূত্র ধরে ধর্মীয় আকীদাগত মত বিরোধের সূচনা হ'তে থাকে। এভাবেই পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় একে একে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফের্কা। বিগত উম্মতগুলির ন্যায় তারাও পারস্পরিক সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়।এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, لَيَأْتِيَنَّ على امتى كما اتى على بنى إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل 'আমার উম্মতের অবস্থা বনী ইস্রাঈলের মত হবে একজোড়া জুতার পারস্পরিক সমতার ন্যায়'।[৫]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা শরীয়তের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে ইখতেলাফকে হারাম করা হয়নি। কেননা সেখানে ইখতেলাফের মূল কারণ হ'ল শারঈ বিধানের তাৎপর্য উদ্ধার করা। বুঝের তারতম্যের কারণে এটা হয়ে থাকে। যেমন ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। .....আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন ঐসব ইখতেলাফ যা ফাসাদের কারণ হয়'।[৬] মোটকথা ইজতিহাদী বিষয়ে মতভেদ নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যখনই স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ঐ ইজতিহাদী ফৎওয়া পরিত্যাগ করে হাদীছের অনুসারী হ'তে হবে। কিন্তু যদি বিপরীত হয় এবং নিজের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়াকে ছহীহ হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার কিংবা দূরতম ব্যাখ্যা দিয়ে হাদীছকে এড়িয়ে চলা হয়, তবে তা হবে কাঠোরভাবে নিন্দনীয়। যে বিষয়ে সকল মুজতাহিদ বিদ্বান উম্মতকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। কেননা ফেকহী মূলনীতি রয়েছে এই মর্মে যে, إذا ورد الأثر بطل النظر 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে'।

আল্লাহপাক 'হাবলুল্লাহ'কে মানবজাতির ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ, কোন ব্যক্তি বা বংশ মানব ঐক্যের ভিত্তি নয়। এমনকি কুরআন আগমনের পরে বিগত কোন ইলাহী গ্রন্থ আর এখন মানব জাতির ঐক্যের মানদণ্ড নয়। অতএব

কুরআন ও কুরআনী বিধানকে মযবুতভাবে আকড়ে ধরার মধ্যেই ঐক্যের ভিত্তি নিহিত। এরপর

যারা আকড়ে ধরেন, সেই জনসমষ্টিই হ'ল প্রকৃত অর্থে 'জামা'আত' বা সংগঠন। তাদের সংখ্যা যতই কম হৌক না কেন,তারাই হবেন ইনশাআল্লাহ জান্নাতী।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন كلهم فى النار إلا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما أنا عليه و أصحابى 'সকল দলই জাহান্নামী হবে একটি দল ব্যতিত। ছাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, তারা কারা? তিনি বল্লেন, যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি' (তিরমিযী)। আবুদাঊদের অন্য বর্ণনায় এসেছে وهى الجماعة। 'এটাই হ'ল জামা'আত'।[৭] হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তিকেই জামা'আত বলা হয় যদিও তুমি একাকী হও'।[৮]

সকলেই নিজেকে হকপন্থী বলে দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃত হকপন্থী বা আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কারী তারাই হবেন, যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সার্বিক জীবনে নিঃশর্ত ভাবে মেনে চলেন বা মানতে প্রস্তুত থাকেন এবং জনগণকে সেদিকে দাওয়াত দেন। সবকিছুর উর্ধে অহি-র বিধানকে স্থান দেন। সেজন্য জান-মাল, সময়- শ্রম, চিন্তা-গবেষণা সবকিছুকে উৎসর্গ করেন। কেয়ামত যত ঘনিয়ে আসবে ততই তাদের সংখ্যা কমতে থাকবে। আমাদেরকে তাদের সাথেই থাকতে হবে ও সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করতে হবে। কেননা মুসলিম উম্মাহ্কে সাবধান করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আগমনের পরেও পরস্পরে মতভেদ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব' (আলে ইমরান ১০৫)। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে স্পষ্টভাবে কোন বিষয় প্রাপ্ত হওয়ার পরে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে আর কোনরূপ দলাদলির অবকাশ থাকেনা। যদি থাকে তবে সেটা স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থেই হ'তে পারে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'সকল মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সুসংবাদতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে এবং তাঁদের সাথে নাযিল করলেন সত্য গ্রন্থ, যাতে মানুষ তাদের ইখতেলাফী বিষয় সমূহ সমাধান করতে পারে।

কিন্তু পরিষ্কার দলীলসমূহ এসে যাওয়ার পরে কিতাবের ব্যাপারে নিজেদের পারস্পরিক যিদ বশতঃ মতভেদ করেছে তারাই, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ ঈমানদারগণকে হেদায়াত দান করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন' (বাক্বারাহ ২১৩)। আমরা কি পারিনা ব্যক্তি হিংসা, যিদ, আত্মম্ভরিতা, আত্মঅহংকার, পরশ্রীকাতরতা সবকিছু কুরবানী দিয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী উম্মাহ হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে? আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন! আমীন!!

৫. তিরমিযী, সনদ হাসান, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯।
৬. তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৫৯।
৭. মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ।
৮. ইবনু আসাকির, সনদ ছহীহ; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৭৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

জামা'আত গঠন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

عن الحارث الأشعريّ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-

অনুবাদঃ হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। ১- জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমান বের হ'য়ে গেল, তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'য়ে গেল, যতক্ষণ না সে ফিরে অসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহবান করল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[১]

উপরোক্ত হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হ'য়ে সুশৃংখল ভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দান করা হয়েছে। 'নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে একটি জামা'আত বা সংগঠন বলে (الجماعة ما اجتمع من الناس على هدف تحت إمارة)।

ইসলামের প্রচার-প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত জামা'আত গঠিত হ'লে তাকে 'ইসলামী জামা'আত' বলা হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী আদর্শের প্রচার- প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি যদি লক্ষ্য হয় এবং তা যদি মুসলমানদের দ্বারাও গঠিত হয়, তবে তাকে জাহেলিয়াতের সংগঠন বলা হয়। এইসব সংগঠনে যোগদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হ'লেও তাকে অত্র হাদীছে 'জাহান্নামীদের দলভুক্ত' বলে গণ্য করা হয়েছে।

১. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- আলবানী, 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জামা'আত গঠনের মূল লক্ষ্য হ'ল 'দ্বীনে হক -এর প্রচার-প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানো ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।' এই প্রচেষ্টা চালানোর জন্য পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে নির্দেশ এসেছে যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা আহবান জানাবে কল্যাণের প্রতি এবং নির্দেশ দেবে ভাল কাজের ও নিষেধ করবে অন্যায় কাজ হ'তে। বস্তুতঃপক্ষে তারাই হ'ল সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)। এই দলের শ্রেষ্ঠ হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম অতঃপর তাবেঈনে এযাম অতঃপর মুহাদ্দেছীন ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তী হাদীছপন্থী বিদ্বানমণ্ডলী ও আম জনসাধারণ। হাদীছ বিরোধী কোন ব্যক্তি কখনোই এই দলভুক্ত নয়।

এক্ষণে এই দল বিশ্বব্যাপী একটাই হ'তে পারে আক্বীদা ও আমলগত ঐক্যের কারণে। কিন্তু বাস্তব অর্থে সমাজ সংস্কারক এই দলের অস্তিত্ব প্রত্যেক জনপদেই নির্দিষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে থাকতে হবে। যাকে কুরআনে 'উলুল আমর' (নিসা ৫৯) বলা হয়েছে। সর্বত্র এই দলের অস্তিত্ব না থাকলে বাতিল জয়লাভ করবে। সমাজ ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হবে। নিজেও এক সময় বাতিলের স্রোতে হারিয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه ابن ماجه والترمذى و صححه باب الأمر بالمعروف، مشكوة للألبانى ح/٥١٤٢

'যখন লোকেরা কোন অন্যায় কর্ম হ'তে দেখে অথচ তার প্রতিরোধ করে না, সত্বর আল্লাহ তাদের সকলের উপরে তার গযবকে ব্যাপক করে দেবেন'।[২]

প্রয়োজনীয়তাঃ

নিজের ও সমাজের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির প্রয়োজনেই জামা'আত গঠন ও তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন একান্ত যরূরী। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ব্যক্তিকে নিয়ে যেমন সমাজ, সমাজকে নিয়ে তেমনি ব্যক্তি। নোংরা ও বিষাক্ত পানিতে যেমন সুন্দর ও স্বচ্ছ একটি মাছ বেঁচে থাকতে পারেনা, তেমনি নোংরা ও বিষাক্ত সমাজে একটি সুন্দর ও ফুটফুটে শিশু ভাল হয়ে বেঁচে থাকতে পারেনা।

২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত,'আমর বিল মারূফ' অধ্যায়, হা/৫১৪২।

http://islaminonesite.wordpress.com

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গঠন করেছে ও সমাজের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শাসিত হয়েছে। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদা লোকদের ডেকে বলেন,

انكم تقرءون هذه الآية: يايها الذين آمنو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه ابن ماجه والترمذى وصححه-

'হে জনগণ! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক। যেখানে বলা হয়েছে-'হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন অন্যেরা কেউ পথভ্রষ্ট হ'লে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই' (মায়েদাহ ১০৫)। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা কোন অন্যায়কর্ম হ'তে দেখে, অথচ তা প্রতিরোধ করেনা, সত্বর আল্লাহ তাদের উপরে তাঁর গযবকে ব্যাপক করে দিবেন'।[৩] বলা বাহুল্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত সামাজিক প্রতিরোধ সম্ভব নয়। নবী রাসূলগণ এলাহী শক্তি বলে একাই যথেষ্ট ছিলেন। তা সত্ত্বেও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে দ্বীনের পথে আহবান জানিয়েছেন। তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেছেন। বদর- ওহোদ-খন্দকের পরীক্ষা দিয়ে বাতিল শক্তির প্রত্যক্ষ মুকাবিলা করেছেন। তবেই দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ ইসলামের ন্যায়নিষ্ঠ শাসন উপহার পেয়েছে। আজও যেসব দেশে ইসলামের কিছুটা হ'লেও শাসন ব্যবস্থা টিকে আছে, পৃথিবীর যে কোন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের চাইতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃংখলা সেখানে অনেক বেশী আছে। এটা স্রেফ ইসলামেরই বরকত।

মূলনীতিঃ

জামা'আত গঠনের মূলনীতি হ'ল 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' বা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল আল্লাহ্র 'অহি'।

ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সিদ্ধান্ত অহি-র বিধানের অনুকূলে হ'লে তা মানা চলবে। নইলে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা আল্লাহ্র অবাধ্যতায় বান্দার প্রতি কোন আনুগত্য নেই। সংগঠনের নেতা ও কর্মীর মধ্যে সম্পর্কের মূলনীতি হবে 'আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগ্যু ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ্র জন্য অবন্ধুতা (*)। অত্র মূলনীতির অনুসরণে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জামা'আতবদ্ধ ভাবে প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

৩. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী মিশকাত হা/৫১৪২।

* আবুদাঊদ, আহমাদ, তাবারানী, মিশ, হা/৩২, ৫০১৩, ২১।

জামা'আত -এর প্রকারভেদঃ

জামা'আত দু' প্রকারের। জামা'আতে আম্মাহ ও জামা'আতে খাছ্ছাহ। প্রথমটি হ'ল ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন বা আধুনিক পরিভাষায় রাষ্ট্রীয় সংগঠন। এই জামা'আতের আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান ইসলামী বিধান মতে দেশ শাসন করবেন। প্রজাপালন করবেন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। এই ইমারতকে 'ইমারতে মুলকী' বা রাষ্ট্রীয় ইমারত বলা হয়। এই আমীরের বিরূদ্ধাচরণ করে পৃথক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হত্যাযোগ্য অপরাধ। যেমন বলা হয়েছে, إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه مسلم عن أبى سعيد

'যখন দুই খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে, তখন শেষের জনকে কতল করে ফেল'।[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشُقَّ عصاكم او يفرِّق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم عن عَرْفَجَةَ-

'যখন তোমাদের শাসনভার এক জনের উপরে ন্যস্ত থাকবে, এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় বা তোমাদের জামা'আতকে বিভক্ত করতে চায়, তাহ'লে তাকে কতল করে দাও'।[৫]

এই 'আমীর' যদি বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী হয়, তবে কেয়ামতের দিন তার জন্য 'দীর্ঘ ঝাণ্ডা' উড়ানো হবে ও তার জন্য জান্নাত হারাম করা হবে।[৬]

২য়ঃ জামা'আতে খাছ্ছাহ বা বিশেষ সংগঠনঃ

দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঈমানদারদের বিশেষ বিশেষ জামা'আত কায়েম করা যরূরী। কোন স্থানে তিন জন মুমিন থাকলেও এক জনকে 'আমীর' নিয়োগ করে এই ধরণের কল্যাণ মুখী জামা'আত গঠন করা যাবে। এই জামা'আত যত বড় হবে দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের পরিধি তত বৃদ্ধি পাবে। সমাজে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يد الله على الجماعة رواه الترمذى عن ابن عباس وصححه الألبانى 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে।[৭]

৪. মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৭৬।
৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৮।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৭, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬।
৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩ হাশিয়া আলবানী।

http://islaminonesite.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ رواه احمد- 'একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত কোন তিন জন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়'। আহমাদ, সনদ ছহীহ, নায়লুল আওত্বার 'আক্বিয়াহ ও আহকাম' অধ্যায়।

বিশেষ জামা'আত সর্বাবস্থায় যরূরীঃ

ইসলামী শাসনের বর্তমানে বা অবর্তমানে সর্বাবস্থায় জামা'আতে খাছছাহ কায়েম করা এবং সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করা যরূরী। বরং বলা যেতে পারে যে, নিরন্তর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমেই সমাজে এখনও দ্বীন টিকে আছে। নইলে রাষ্ট্রের পক্ষে খুছূছী দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তার তেমন কোন প্রভাব জনগণের মধ্যে পড়েনা। এর পরেও বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র অনৈসলামী বিধান মতে শাসিত হচ্ছে এবং কোটি কোটি মুসলমান অমুসলিম দেশ সমূহে বসবাস করছেন। এমত প্রেক্ষাপটে খাছ খাছ জামা'আত বা ইসলামী সংগঠনগুলির ব্যাপক প্রচেষ্টা ব্যতীত ইসলামী অনুশাসন টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ما من نبى بعثه الله فى أمته قبلى.....رواه مسلم عن ابن مسعود (رض)- 'আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যাদের একদল সাহায্যকারী ছিলনা। তারা নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করত ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। অতঃপর তাদের পরবর্তী প্রজন্মে এমন সব লোক আসলো, যারা এমন কথা বলত, যা তারা করত না এবং এমন সব কাজ করত, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতঃপর যারা তাদের সঙ্গে হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা যবান দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে, তারাও মুমিন। এর বাইরে ঈমানের সরিষা দানাও নেই -মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭। নবীদের এই সাহায্যকারী দলই ছিলেন, স্ব স্ব যুগের খাছ খাছ কল্যাণমুখী জামা'আত। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই দল সমূহের অস্তিত্ব না থাকায় ঐ সব উম্মত ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যায়। ফলে পুনরায় নবী আসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু আখেরী নবী (ছাঃ) -এর আগমনের পরে আর নবী আসবেন না। এখন এ গুরু দায়িত্ব বহণ করতে হবে উম্মতের উলামা, শাসকবৃন্দ এবং খাছ খাছ ইসলামী জামা'আত সমূহকে। কিয়ামত পর্যন্ত এই হকপন্থী দলের অস্তিত্ব বজায় থাকবে বলে হাদীছে ঘোষণা করা হয়েছে।[৮] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল ঐ দল কারা? তিনি জওয়াবে বললেন, إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ- 'যদি তারা আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানিনা তারা কারা? ইমাম নববী বলেন, এই দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সময়ে থাকতে পারে' (মুসলিম শরীফে উক্ত হাদীছের ভাষ্য)।

অতএব শুধু রাষ্ট্র নয় বরং প্রত্যেক মুমিনের উপরে ফরয দায়িত্ব হ'ল সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য এবং ইসলামের স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্য কাফির, মুশরিক বিদ'আতী ও মুনাফিকদের দিনরাতের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো (আনফাল ৬০)। বলা চলে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে এই বিশেষ জামা'আতগুলিই ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রেখেছে। এই বিশেষ জামা'আতের আমীর নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় আমীর নন। অতএব তিনি যেনাকারীর শাস্তি, খুনীর ক্বেছাছ, চোরের হাত কাটা, মদ্যপের বেত্রাঘাত ইত্যাদি শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না। কিন্তু অবশ্যই শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন এবং স্বীয় মামূরকে সর্বদা দ্বীনের পথে ধরে রাখতে প্রচেষ্টা চালাবেন। আর এজন্যে মামূরকে আমীরের হাতে শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে হবে এবং মামূরকে আমীরের শারঈ নির্দেশ সাধ্যপক্ষে মেনে চলতে সর্বদা বাধ্য থাকতে হবে। শারঈ কারণ ব্যতীত বায়'আতের অবমাননা করলে ও আনুগত্য ছিন্ন করলে কঠিন গুনাহের ভাগীদার হ'তে হবে (ফাৎহ ১০)। এই ইমারতকে 'ইমারতে শারঈ' বলা হয়। ইমারতে শারঈ-র পথ বেয়েই 'ইমারতে মুলকী' কায়েম হওয়া সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে 'ইমারতে শারঈ'-র মালিক ছিলেন এবং হজ্জের মৌসুমে ১ম ও ২য় আক্বাবায় মদীনার লোকদের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু মাদানী জীবনে ইসলামী শাসন কায়েম হওয়ার ফলে 'ইমারতে মুলকী'র অধিকারী হন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করেন।

এই সকল বিশেষ জামা'আত বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সহায়ক হিসাবে গণ্য হবে। কখনোই রাষ্ট্রবিরোধী বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বিরোধী হবে না। تعاونوا على البر والتقوى -'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর' (মায়েদাহ ২) আল্লাহ পাকের এই অমোঘ নির্দেশ পালনে তারা পরস্পরে সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করবে। বরং দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এবং নেকী উপার্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৭৬; মুসলিম হা/১৯২০; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬; তিরমিযী মিশকাত হা/৬২৮৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

আপন দু'ভাইয়ের দেহ পৃথক হ'লেও পরস্পরের সাহায্যে যেমন শক্তিশালী রক্ষাব্যূহ রচনায় সক্ষম হয়। তেমনি ভাবে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন পরস্পরের সহযোগিতায় শক্তিশালী ইসলামী সমাজ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোথাও কোন দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ করতেন কিংবা সৈন্যদল প্রেরণ করতেন, তাদের জন্য পৃথক পৃথক 'আমীর' নিয়োগ করতেন। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনছারগণ সকলে মুসলমান হ'লেও তাদের পৃথক বৈশিষ্ট্যগত নাম পবিত্র কুরআনেও স্বীকৃতি পেয়েছে (তওবাহ ১১৭; হাশর ৮, ৯)। পৃথক দল হ'লেও তারা ইসলামের স্বার্থে ছিলেন একাত্মা। পরস্পরে দীর্ঘ সংঘাত বিক্ষুব্ধ আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান হওয়ার পরেও তাদের পৃথক গোত্রীয় পরিচয় মুছে দেওয়া হয়নি। আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) ও খাযরাজ নেতা সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) উভয়ে ছিলেন জালীলুল কদর ছাহাবী। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিল খাযরাজ গোত্রের। মা আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে সে অপবাদ রটায়। তাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দারুনভাবে মর্মাহত হয়ে একদিন তার বিরুদ্ধে জনগণের সাহায্য চাইলে আউস নেতা হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বলে ওঠেন যে, 'সে আমার গোত্রের হ'লে তাকে কতল করতাম'। এতে খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন **উবাদাহ** (রাঃ) ক্ষুব্ধ হন। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে লড়াই বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) তখন মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান। পরে তিনি উভয় দলকে শান্ত করেন (বুখারী পৃঃ ৬৯৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলকে নিষিদ্ধ করলেন না বা দলনেতাকে বরখাস্ত করলেন না। বরং উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে নেকীর কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের উভয় দলই ইসলামের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ)-কে মদীনার ইহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব দেন ও তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন (বুখারী পৃঃ ৫৭৬), তখন খাযরাজ গোত্রের লোকেরা অনুরূপ বড় কোন নেকীর কাজের দায়িত্ব চাইল।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে খায়বরের ইহুদী নেতা সাল্লাম বিন আবিল হুক্বাইক্ব-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেন। ফলে আব্দুল্লাহ বিন আতীক (রাঃ)[১০]-এর নেতৃত্বে তাদের একটি দল গিয়ে কার্য সম্পাদন করেন।[১১] এইভাবে ইসলামের স্বার্থে যেকোন নেকীর কাজে ইসলামী সংগঠনগুলি ছওয়াবের নিয়তে প্রতিযোগিতা করবে। তাতে ইসলামের উপকার হবে ও মুসলিম উম্মাহ্র শক্তি বৃদ্ধি হবে। মুনাফিক ও কুফরী শক্তি অবদমিত হবে। জানা-অজানা শত্রুরা ভীত হবে (আনফাল ৬০)।

দলাদলি নিষিদ্ধঃ

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতীত দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে দলাদলি ও আপোষে হিংসা-হানাহানি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

ولا تجسّسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا (متفق عليه)-

'তোমরা পরস্পরে ছিদ্রান্বেষণ করোনা, হিংসা করোনা, বিদ্বেষ করোনা, চক্রান্ত করোনা। তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১২]

মোট কথা ধর্মীয় দল হোক বা রাজনৈতিক দল হোক পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। আয়াতে বর্ণিত 'অলা তাফার্রাক্বূ'- 'তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়োনা' একথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।*

অতএব প্রত্যেক মুমিনকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রজ্জু কুরআন তথা আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে কঠিন ভাবে ও সমবেত ভাবে আকড়ে ধরতে হবে ও সর্বদা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। হিংসা ও বিদ্বেষ সর্বস্ব দলাদলি করা চলবে না। তাতে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। ইসলাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সত্য দ্বীনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও পরস্পরের সহযোগী হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!!

৯. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) ৪/৩৩-৩৪ পৃঃ।

১০. আল-ইছাবাহ ক্রমিক নং ৪৮০৭; বায়হাক্বী 'উতাইক' বলেছেন।-দালায়েল ৪/৩৩-৩৪।

১১. বুখারী পৃঃ ৫৭৭।

১২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮।

** [এর অর্থ এটা নয় যে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমরা আমাকে বা আমার দলকে বজ্র মুষ্টিতে ধারণ কর। কেননা সকল ইসলামী দলই মূলতঃ এই আয়াতটিকে স্ব স্ব দলীয় ঐক্যের স্বার্থে ব্যবহার করতে প্রয়াস পান। অথচ উক্ত আয়াতে 'হাবলুল্লাহ' তথা অহি-র বিধানকে সমবেত ভাবে আকড়ে ধরতে বলা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়। বরং এটাই বলা যেতে পারে যে, যদি আমার বা আমার দলের মধ্যে 'হাবলুল্লাহ'-র যথাযথ অনুসরণ আছে বলে আপনি মনে করেন, তবে আমার বা আমার দলে যুক্ত হয়ে শক্তিবৃদ্ধি করুন।]*

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ পাক বার মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সে চারটি মাস হ'ল মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। এই মাসগুলিতে লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلاَ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 'এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না' (তওবা ৩৬)।

ফযীলতঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত'।[১]

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, .. و صيام يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يكفر السنة التى قبله رواه مسلم 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে'।[২]

৩. মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية و كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصومه فلما قدم المدينة صامه و أمر الناس بصيامه فلما فُرض رمضانُ قال: من شآء صامه و من شآء تركه رواه البخارى – 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দান কালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إن هذا يوم عاشوراء و لم يكتب الله عليكم صيامه و أنا صائم فمن شآء فليصم و من شآء فليفطر متفق عليه – 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫.(ক) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون و قومه فصام موسى شكراً فنحن نصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصام –(ص) و أمر بصيامه 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন ও ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়।*

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*

৩. *বুখারী ফাৎহুল বারী সহ কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭, হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*

৪. *বুখারী, ফৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায় হা/১১২৯।*

৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*

৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফৎহ সহ হা/২০০৪।*

http://islaminonesite.wordpress.com

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইহুদী ও নাছারাগণ এই দিনকে খুবই সম্মান [illegible]তে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فإذا كان العام المُقْبِلُ إن شاء الله صمنا اليومَ التاسِعَ، وفى رواية لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومَنَّ التاسعَ–

'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صوموا يوم عاشوراء و خالفوا اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما رواه البيهقى– 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফেরাউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরীয়তে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য নিয়মিত পালিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন। এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৫) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯]

মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হোসায়েনের ভুয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরে হোসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হোসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হোসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহীদল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

ওদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠি পেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসুখের

৭. মুসলিম হা/১১৩৪।

৮. বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৮৭। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/ ২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ।অতএব ৯,১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯,১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

৯. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তি'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ ১ম সংস্করণ ১৩৮৯/১৯৬৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।

সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। হযরত ওমর, হযরত ওছমান, হযরত মু'আবিয়া, হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল কদর ছাহাবীকে বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয় ইত্যাদি।

এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হোসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে ঐ সব বিদ'আতী অনুষ্ঠানের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম। তাছাড়া ভূয়া কবর যেয়ারত করা মূর্তি পূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, من زار قبرا بلا مقبور كأنما عبد الصنم رواه البيهقى والطبرانى- 'যে ব্যক্তি ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তিকে পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোক গাঁথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী।

অধিকন্তু ঐ সব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টি কর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হোসায়েন কবরে রূহের আগমণ কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে শিরক।

বিদ'আতের সূচনাঃ

আব্বাসীয় খলীফা মুস্তাকফী বিল্লাহ্‌র সময়ে (৯৪৪-৪৬ খৃঃ) তাঁর কট্টর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বুইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইয্‌যুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস -আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাঁথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।[১১]

বলা বাহুল্য শী'আ নেতা মুইয্‌যুদ্দৌলার চালু করা এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে আজও ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারত সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় চলছে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

হক ও বাতিলের লড়াই?

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা যেকোন নিরপেক্ষ মুমিনের হৃদয়কে ব্যথিত করে। কিন্তু তাই বলে এটাকে হক ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করা চলে কি? যদি তাই করতে হয়, তবে হোসায়েন (রাঃ)-কে কুফায় যেতে নিষেধকারী এবং ইয়াযীদের হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণকারী বাকী সকল ছাহাবীকে আমরা কি বলব? যাঁরা হোসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ার পরেও কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ঐ সময়ে জীবিত প্রায় ৬০ জন ছাহাবীসহ তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের হাতে বায়'আত করেন।[১২]

কেবলমাত্র মদীনার চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ও হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين। 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।[১৩]

হুসায়েন (রাঃ) ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) দু'জনেই মদীনা

---

১০. বায়হাক্বী, তাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাহ্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ ১৫।

১১. ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; গৃহীতঃ মাহে মুহাররম পৃঃ ১৮-২০।

১২. ইবনু রাজাব, যায়লু তাবাক্বা-তিল হানাবিলাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৪ বর্ণনাঃ আব্দুল গণী মাকদেসী (৬০১-৭০০ হিঃ)।

১৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৫০।

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে মক্কায় চলে যান। সেখানে কূফা থেকে দলে দলে লোক এসে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় যেয়ে তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে থাকে। কূফার নেতাদের কাছ থেকে ১৫০টি লিখিত অনুরোধ পত্র তাঁর নিকটে পৌঁছে। তিনি স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। সেখানে ১২ থেকে ১৮ হাযার লোক হুসায়েনের পক্ষে মুসলিম -এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে। মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ) সরল মনে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠান। সেই পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) হজ্জের একদিন পূর্বে সপরিবারে মক্কা হ'তে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমনের খবর জানতে পেরে কূফার গভর্ণর নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) জনগণকে ডেকে বিশৃংখলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। কোনরূপ কঠোরতা প্রয়োগ করা হ'তে তিনি বিরত থাকেন। ফলে কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি পদচ্যুত হন ও বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে একই সাথে কূফার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি প্রথমেই মুসলিম বিন আক্বীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। অতঃপর সকল কূফাবাসী হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে হুসায়েন (রাঃ) কূফার সন্নিকটে পৌঁছে যান। ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাপতি তাঁর গতিরোধ করে। সমস্ত ঘটনা বুঝতে পরে হযরত হোসায়েন (রাঃ) তখন ইবনে যিয়াদের নিকটে তিনটি সন্ধি প্রস্তাব পাঠান। ১- তাঁকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ২- তাঁকে সীমান্তের কোন এক স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ৩- তাঁকে ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক।[১৪]

দুষ্টমতি ইবনে যিয়াদ উক্ত প্রস্তাব সমূহ নাকচ করে দেন ও প্রথমে ইয়াযীদের পক্ষে তার হাতে বায়'আত করার নির্দেশ পাঠান। হুসায়েন (রাঃ) সঙ্গত কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করেন ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে তিনি সপরিবারে নির্মম ভাবে নিহত হন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)।

প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত পুরুষ সদস্য হযরত আলী বিন হুসায়েন ওরফে 'যয়নুল আবেদীন' (রাঃ)-এর পুত্র শী'আদের সম্মানিত ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়েন (রাঃ) ওরফে ইমাম বাকের (রাঃ)-এর সাক্ষ্য ঠিক অনুরূপ, যা হাফেয ইবনু হাজার স্বীয় গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব'-য়ে (২য় খণ্ড পৃঃ ৩০১-৩০৫) এবং হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় 'আল-বিদয়াহ ওয়ান নিহায়াহ'-তে (৮ম খণ্ড পৃঃ ১৯৮-২০০) তাবারীর বরাতে উল্লেখ করেছেন।

১৪. ইবনুহাজার, আল-ইছাবাহ ২য় খন্ড পৃঃ ২৫২।

ইমাম বাকের বলেন, যখন বিরোধী পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে হুসায়েনের কোলে শিশুপুত্রের বক্ষ ভেদ করে, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসীদের দায়ী করে বলেন,

اللهم أحكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا-

'হে আল্লাহ! তুমি ফায়ছালা কর আমাদের মধ্যে ও ঐ কওমের মধ্যে, যারা আমাদেরকে সাহায্যের নাম করে ডেকে এনে হত্যা করছে'।[১৫]

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের একটি দুঃখজনক পরিণতি। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবল মাত্র হুসায়েনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসায়েন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ তার পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসায়েনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। ইতিপূর্বে হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীদের সাথে ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে ৪৯ মতান্তরে ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। যখন হুসায়েন (রাঃ) -এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন لعن الله ابن مرجانة يعنى عبيد الله بن زياد، أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين (مختصر منهاج السنة ١/ ٣٥٠)- 'ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করুন! আল্লাহ্র কসম যদি হুসায়েনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই ওঁকে হত্যা করত না'। তিনি আরও বলেন যে, হুসায়েনের কতল ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম'।[১৬]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইয়াযীদ আরও বলেন যে, 'ইবনে যিয়াদের উপরে আল্লাহ লা'নত করুন! সে হুসায়েনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন অথবা কোন এক

১৫. তাহযীব ২/৩০৪ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৮/১৯৯ পৃঃ।

১৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল কাওছার ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯১) ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫০; একই মর্মে বর্ণনা এসেছে, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮ম খন্ড পৃঃ ১৭৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম সীমান্তে গিয়ে আমৃত্যু কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁকে হত্যা করে। এর ফলে সে আমাকে মুসলমানদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভাল ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসায়েন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনে যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তাকে মন্দ করুন ও তার উপরে গযব নাযিল করুন'।[১৭]

হুসায়েন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন।[১৮]

যে তিন দিন হুসায়েন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন, সে তিন দিন সকাল ও সন্ধ্যায় হুসায়েনের দুই ছেলে আলী (ওরফে 'যয়নুল আবেদীন') এবং ওমর বিন হুসায়েনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর করতেন'।[১৯]

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ বিনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة– 'আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তেমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাংখী দেখেছি। তিনি 'ফিকহ' সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ'।[২০]

সমুদ্র যুদ্ধ এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا.... وقال: اول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم... رواه البخارى عن أم حرام (رض)– 'আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা সমুদ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে'।.....অতঃপর তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা রোমকদের রাজধানীতে অভিযান করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে'।[২১]

মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে ১ম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হিঃ) ৫১ (মতান্তরে ৪৯) হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে ১ম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত যুদ্ধে ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) মারা যান ও কনস্টান্টিনোপলের সিংহ দরজার মুখে তাঁকে কবর দেওয়ার অছিয়ত করেন। অতঃপর সেভাবেই তাঁকে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, রোমকরা পরে ঐ কবরের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[২২]

২৭ হিজরীর ১ম যুদ্ধে মু'আবিয়া (রাঃ) রোমকদের 'ক্বাবরাছ' (قبرص) জয় করেন। অতঃপর ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী জয় করে ফিরে এসে ইয়াযীদ হজ্জ ব্রত পালন করেন।[২৩]

ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন।[২৪]

এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমূখ খ্যাতনামা ছাহাবী বৃন্দ।[২৫]

মৃত্যুকালে মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে অছিয়ত করে বলেছিলেন, فان خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحما ما مثله و حقا عظيما– 'যদি তিনি তোমার বিরুদ্ধে উত্থান করেন ও তুমি তাঁর উপরে বিজয়ী হও, তাহ'লে তুমি তাঁকে ক্ষমা করবে। কেননা তাঁর রয়েছে রক্ত সম্পর্ক, যা অতুলনীয় এবং রয়েছে মহান অধিকার'।[২৬]

---

১৭. *আল-বিদায়াহ ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৩৫।*
১৮. *মিনহাজুস সুন্নাহ ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫০।*
১৯. *আল-বিদায়াহ ৮ম খন্ড পৃঃ১৯৭।*
২০. *আল-বিদায়াহ ৮ম খন্ড পৃঃ ২৩৬।*
২১. *বুখারী, 'জিহাদ' অধ্যায় 'রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই' পরিচ্ছেদ (মীরাট- ভারতঃ ১৩১৮ হিঃ) ১ম খন্ড পৃঃ ৪০৯-১০।*
২২. *ফৎহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ১২০-২১।*
২৩. *আল বিদায়াহ ৮/২৩২ পৃঃ।*
২৪. *আল বিদায়াহ ৮/১৫৩ পৃঃ।*
২৫. *তারীখে ইবনুল আছীর ৩/২২৭ পৃঃ-এর বরাতে 'মাহে মুহাররম' পৃঃ ৬৩।*
২৬. *তারীখে ইবনে খলদুন (বৈরুতঃ ১৩৯১/১৯৭১) ৩য় খন্ড পৃঃ১৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ইবুন আসাকির স্বীয় 'তারীখে' ইয়াযীদ-এর মন্দ স্বভাবের বর্ণনায় যে সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, وقد أورد ابن عساكر أحاديث فى ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منه شئ 'ইয়াযীদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে ইবনু আসাকির বর্ণিত উক্তি সমূহের সবগুলিই জাল। যার একটিও সত্য নয়'।[২৭]

মাত্র ৪০ বছর বয়সে মৃত্যু কালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, اللهم لا تواخذنى بما لم أحبه ولم أردّه وأحكم بينى و بين عبيد الله بن زياد- 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন'।[২৮]

ইযায়ীদ স্থীয় আংটিতে খোদাই করেছিলেন, آمنت بالله العظيم 'আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপরে যিনি মহান'।[২৯]

উপসংহারঃ

শাহাদাতে কারবালার বিষয়ে দু'টি চরমপন্থী দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একদল হুসায়েন (রাঃ) সমর্থক কুফার উগ্র শী'আ ও তাদের অনুসারী ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ। যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতকে ওমর, ওছমান, আলী, তালহা, যোবায়ের প্রমুখ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবীদের শাহাদতের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই দলের শীর্ষে ছিলেন মোখতার ছাক্বাফী।

২য় দল কূফার নাছেবী ফের্কার কিছু লোক, যারা আলী (রাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত। এরা হোসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতে খুশী হয়েছিল ও তাঁকে ইসলামের প্রথম বিদ্রোহী ও ঐক্য বিনষ্টকারী হিসাবে অখ্যায়িত করেছিল। এমনকি তারা 'আশূরার দিন খুশী হয়ে ভাল খানাপিনা করলে ও পরিবারের উপরে বেশী বেশী খরচ করলে সারা বছর প্রাচূর্যের মধ্যে থাকা যাবে'-বলে মিথ্যা হাদীছ বানিয়ে প্রচার করেছিল। তারা এই দিনকে ঈদের দিন গণ্য করে চোখে সুর্মা লাগিয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করে ভাল খানাপিনা করে ও রাস্তায় আনন্দ স্ফূর্তি করে।[৩০]

এই দলেরই লোক ছিল ইরাকের পরবর্তী নিষ্ঠুর উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী। মোখতার বিন ওবায়েদ আল-কাযযাব ছাক্বাফী (১-৬৭) এবং হুসায়েন বিদ্বেষী নাছেবীদের নেতা নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী (৪১-৯৫) দু'জনেই ছিলেন একই গোত্রের লোক। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, أن فى ثقيف كذابا و مُبيرا رواه مسلم- 'অতিসত্বর ছাক্বাফী গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী ঘাতকের জন্ম হবে'।[৩১]

উপরোক্ত দুই চরম পন্থী দলের উত্থানের ফলে দু'ধরণের বিদ'আত চালু হয়েছে ১- ঐদিন শোক ও মর্সিয়ার বিদ'আত ২- ঐদিন খুশী ও আনন্দ প্রকাশের বিদ'আত।

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল এই যে, হুসায়েন (রাঃ) মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বিভক্ত করার বিষয়ে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ছহীহ হাদীছটি[৩২] তাঁর উপরে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি প্রকাশ্যে কখনোই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বরং মদীনার গর্ভণরের প্রস্তাবের জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, إن مثلى لا يبايع سراً... ولكن إذا اجتمع الناس دعوتنا معهم 'আমার মত ব্যক্তি গোপনে বায়'আত করতে পারেনা।.. বরং যখন লোকজন সমবেত হবে, তখন আপনি আমাদের ডাকবেন'[৩৩]

এরপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানে কূফাবাসীদের নিরন্তর আহবানে তিনি সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে তিনি ইয়াযীদের নিকটে বায়'আত করা সহ তিনটি প্রস্তাব পাঠান। অতএব পূর্বে তাঁর বিদ্রোহ প্রমাণিত হয়নি এবং শেষে বরং তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়।

হুসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ায় ছাহাবায়ে কেরাম চরম ভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হন। কূফায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় জলীলুল কদর ছাহাবীগণ তাঁকে বারবার নিষেধ করেছিলেন। এমনকি আলী (রাঃ) ও হাসান

---

২৭. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৪ পৃঃ।
২৮. আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃঃ।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. আল-বিদায়াহ ৮/২০৪।
৩১. মুসলিম, 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায় হা/২৫৪৫।
৩২. মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৭৬-৭৭।
৩৩. আল বিদায়াহ ৮/১৫০।

http://islaminonesite.wordpress.com

(রাঃ)-এর সাথে কূফাবাসীদের পূর্বেকার বিশ্বাসঘাতকতার কথাও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমরের বারবার তাকাদা সত্ত্বেও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেন এই বলে, استودعك الله من قتيل 'হে নিহত! আল্লাহ্র যিম্মায় আপনাকে সোপর্দ করলাম'।[৩৪] হুসায়েনের শাহাদাতের পরে জনৈক ইরাকী হযরত ইবনু ওমরের কাছে ইহরাম অবস্থায় মাছি মারা যাবে কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, يا أهل العراق تسألونى عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال النبى صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاى فى الدنيا رواه البخارى- 'হে ইরাকীগণ! তোমরা আমার নিকটে মাছি হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? অথচ তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নাতিকে হত্যা করেছ। যাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'এ দু'ভাই দুনিয়াতে আমার সুগন্ধি'।[৩৫] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হুসায়েন (রাঃ) -এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শী'আদের ন্যায় ঐদিনকে শোক দিবস মনে করে না। দুঃখ প্রকাশের ইসলামী রীতি হ'ল ইন্না লিল্লাহ.....পাঠ করা (বাক্বারা ১৫৫-৫৬) ও তাদের জন্য দো'আ করা। শোকের নামে বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[৩৬]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[৩৭] বনী ইস্রাঈলরা তাদের অসংখ্য নবীকে হত্যা করেছে। মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে ছালাতরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। ওছমান গণী (রাঃ) ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বয়সে নিজ গৃহে কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় পরিবারবর্গের সামনে নিষ্ঠুর ভাবে শহীদ হয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) ফজরের জামা'আতে যাওয়ার পথে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর বিরোধীরা 'কাফের' বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। যদিও হোসায়েন (রাঃ) -কে তাঁর হত্যাকারীরা কখনো 'কাফের' বলেনি।

হাসান (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আশারায়ে মুবাশশারাহ্র অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব হযরত ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁদের কারু মৃত্যু হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যুর চাইতে কম শোকাবহ ছিলনা। কিন্তু কারু জন্য দিনক্ষন নির্ধারণ করে মাতম করার ও সরকারী ছুটি ঘোষণা করে শোক দিবস পালন করার কোন নিয়ম ইসলামী শরীয়তে কোন কালে ছিলনা বা আজকের যুগেও নেই। কেউ করলেও তা গ্রহণীয় হবেনা।

সম্মান প্রকাশের জন্য উপমহাদেশে ছাহাবীদের নামের পূর্বে 'হযরত' বলা হয় ও শেষে দো'আ হিসাবে 'রাযিয়াল্লা-হু আন্হু' বলা হয় ও সংক্ষেপে (রাঃ) লেখা হয়। কিন্তু হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর নামের পূর্বে 'ইমাম' ও শেষে 'আলাইহিস সালাম' বলা হচ্ছে এবং সংক্ষেপে (আঃ) লেখা হচ্ছে। শী'আদের আক্বীদা মতে 'ইমাম'গণ মা'ছূম বা নিষ্পাপ। হুসায়েন (রাঃ) তাদের বারো ইমামের অন্যতম। তাদের আকীদামতে নবীদের ন্যায় 'ইমাম' গণ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মনোনীত হন। সেকারণ নবীদের ন্যায় ইমামদের নামের শেষে তারা (আঃ) বলেন। আহলে সুন্নাত -এর আকীদা মতে ছাহাবীগণ 'মাছূম' বা নিষ্পাপ নন এবং তাঁরা নবীদের সমপর্যায়ভুক্ত নন। অতএব সুন্নী আলেম ও বিদ্বানদের উচিত হবে শী'আদের সূক্ষ্ম চতুরতা হ'তে দূরে থাকা, যেন আমাদের ভাষার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার না হয়। ইয়াযীদ-কে আমরা কখনোই 'মালঊন' বা অভিশপ্ত বলব না। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করি। ইমাম গায্যালী বলেন, 'হোসায়েনকে তিনি হত্যা করেননি, হত্যা করার হুকুম দেননি, হত্যা করায় খুশীও হননি। এমনকি ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাদলের নেতা ওমর বিন সা'দ সহ বহু সৈন্য হোসায়েন (রাঃ)-কে হত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক পর্যায়ে অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কূফার বীর সন্তান হোর বিন ইয়াযীদ পক্ষত্যাগ করে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হন। ইবনে যিয়াদের কঠোর নির্দেশ ও শিমার বিন যিল জাওশান-এর নিষ্ঠুরতাই ছিল এই হত্যাকান্ডের জন্য মূলতঃ দায়ী।

অতএব আমাদেরকে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে ও প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আকীদা-বিশ্বাস ও রসম -রেওয়াজ হ'তে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিখুঁত ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।।

---

৩৪. আল-বিদ'য়াহ ৮/১৬২-৬৩ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০৭ পৃঃ।

৩৫. বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩০।

৩৬. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।

৩৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্ধ অনুকরণ

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম *

মুসলিম সমাজের পথভ্রষ্টতার সবচাইতে বড় ও মারাত্মক কারণটি হ'ল ব্যক্তি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ। মুসলিম মাত্রই কুরআন-হাদীছ তথা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) -এর কথা বিনা বাক্য ব্যায়ে মান্য করতে বাধ্য। এছাড়া অন্য কোন মণীষী তিনি যত বড়ই হোন না কেন তাঁর কথা কুরআন ও হাদীছের সাথে না মিললে তা অনুসরণ করা কোনক্রমেই বৈধ হ'তে পারে না। মহান আল্লাহ তো আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ 'এ তো সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই' (আল-বাকারা ২)। হাদীছ শরীফে এসেছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেনঃ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ (ص) 'সর্বোত্তম কথা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত ....'(মুসলিম) অতএব কুরআন বা ছহীহ হাদীছের সাথে ছাহাবী, তাবেঈ, তাবা তাবেঈ বা ইমামদের কথা সংঘর্ষিত হ'লে শরীয়তে মুকাদ্দাছায় এদের কথার কোন মূল্য নেই। এমন জলজ্যান্ত সূত্র থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর লোক কুরআন-হাদীছের তোয়াক্কা না করে অবলীলাক্রমে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে। এতে যে অগোচরে ব্যক্তিপূজা হয়ে যাচ্ছে তা কেউ চিন্তা করেও দেখছে না। মহান আল্লাহ অন্ধ অনুসরণকারী কাফিরদের প্রসঙ্গে বলেছেন, وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ- 'তাদেরকে যখন বলা হয় যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষরা নিরেট মূর্খ হ'লেও এবং সঠিক পথ না পেলেও' (বাকারা ১৭০)।

কাজেই অন্ধ অনুকরণ তো একমাত্র কাফিরদেরই শোভা পায়। কোন মুসলিমের পক্ষে তা কখনো কাম্য হ'তে পারে না। তবে হাঁ পূর্বপুরুষদের কথা ও কাজ তখনই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য হবে, যখন তা কুরআন ও হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, প্রেমতলী ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

অনেকেই বলবেন, আমরা তো কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ নই। আর সঙ্গত কারণেই যথাস্থান থেকে সঠিক খোঁজ-খবর নেয়ার মত যোগ্যতাও আমাদের নেই। তাই আমরা সমসাময়িক কালের আলেম-ওলামাদের অনুসৃত কর্মপন্থারই অনুসরণ করে থাকি। হাঁ, কথা ঠিক আছে। মহান আল্লাহ্র নির্দেশও অনুরূপ! আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- 'তোমরা যদি না জান, তাহ'লে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও' (আন-নাহ্ল ৪৩)। তবে কারো অনুসরণ করতে হ'লে তার প্রদর্শিত মত ও পথের অনুকূলে কুরআন ও হাদীছে কোন দলীল আছে কি-না তা জেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ দলীল বিহীন কথা মূল্যহীন ও পরিত্যাজ্য।

অন্ধানুকরণ থেকেই শিরক ও বিদ'আতের জন্ম। অথচ শিরক ও বিদ'আত তো সমস্ত আমলকেই বরবাদ করে দেবে। নিম্নে আমরা নমুনা হিসেবে অন্ধানুকরণের ছত্র ছায়ায় মুসলিম সমাজে অতি সমাদরে পালিত অগণিত শিরক ও বিদ'আতের পুঞ্জিভূত আখড়া থেকে সামান্য ক'টি মাত্র পেশ করছি। সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখুন ও আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করুন। অন্ধানুকরণের আসক্তিতে আপনি যদি বুঁদ হ'য়ে না থাকেন, আর আপনার বিবেকের আয়না স্বচ্ছ থেকে থাকে, তাহ'লে অবশ্যই আপনার বিবেক সাড়া দেবে ও সিধাপথ আপনার সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠবে।

শিখা চিরন্তন/ শিখা অনির্বাণঃ

স্বাধীনতা লাভ একটি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জাতি স্বাধীনতা দিবস ও বছরটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। কিন্তু তা সীমাতিক্রম করে ও অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণে নয়। শিখা চিরন্তন বা শিখা অনির্বাণ প্রজ্জ্বলন অগ্নিপূজকদের প্রকাশ্য অনুকরণ। নবী করীম (ছাঃ) মক্কা থেকে ইয়াছরিবে হিজরত করে যে সাফল্যের দ্বার উদঘাটন করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এর জন্য এধরণের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বরং ইয়াছরিবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'মদীনাতুন্নবী' বা নবী নগরী। আর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে উক্ত ঘটনার স্মরনে হিজরী সন চালু করেন। স্বীয় জন্মভূমি মক্কা বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে জয় করেও মহানবী (ছাঃ) স্বাধীনতার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির বিভেদ সৃষ্টি না করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষণা দিলেন لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 'আজকের দিনে তোমাদের কোন প্রতিশোধ নেই'। আর আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে তা নিজেদের জাতীয় সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অগ্নিপূজকদের অন্ধ অনুকরণে হচ্ছে। চিরন্তন সত্তা

http://islaminonesite.wordpress.com

তো একজনই। আর তিনি হ'লেন মহা রাজাধিরাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এরপর অন্য কিছুকে চিরন্তন মনে করা নিঃসন্দেহে শিরক। মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা শুনুন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। আর আপনার পালনকর্তার সত্তাই স্থায়ীত্ব লাভ করবে, যিনি মহা প্রতাপশালী ও মহিমাময়' (আর-রাহমান ২৬ ও ২৭)। অনুরূপভাবে শিখা অনির্বাণও হচ্ছে আল্লাহ্‌র নূর, যা কোন দিনই নির্বাপিত হবে না।

শহীদ মিনার স্থাপনঃ

যাঁরা দেশ ও জাতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা যে আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের কাছ থেকে আমাদের নেয়ার আছে অনেক কিছুই। তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে আত্মনিয়োগ করাই আমাদের কাম্য। তবে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাতে গিয়ে এমন কিছু করা কি যুক্তিসংগত হবে, যার অবস্থান শরীয়তে মোটেই খুঁজে পাওয়া যাবে না? ইসলামের বড় শহীদ তো হযরত হামযা (রাঃ)। কিন্তু তার জন্যে রাসূল পাক (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কি করেছেন? ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম জিহাদ বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী ছাহাবীদের নিমিত্তে কি একটিমাত্র স্মৃতি সৌধও নির্মাণ করা যেত না? শহীদদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের নিরবতা পালন, শহীদ মিনার স্থাপন ও সেসব শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম শিরক। তাঁদের জন্যে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা ব্যতীত অন্য কিছুই বৈধ হ'তে পারে না। এছাড়া বর্তমানে যা কিছুই করা হচ্ছে সবই বিধর্মী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। শহীদ প্রসংগ নিয়ে আমাদের দেশে যা কিছু করা হচ্ছে তার প্রায় সবই খৃষ্টানদের অনুকরণে, যাদেরকে সূরা আল-ফাতিহায় 'মাগযূব' বা ক্রোধপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। যারা ইসলামের চির শত্রু, তাদের অন্ধ অনুসরণ করা কোন বিবেকের রায়?

চেহ্‌লাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠানঃ

মৃত ব্যক্তির ইন্তিকালের চল্লিশ দিনে মহা ধুমধামের সাথে ভোজনোৎসব পালন সম্ভবতঃ হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি থেকেই আগত। শরীয়তে এর কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। লোক দেখাদেখি সমাজে এটা এতদূর বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে যে, অনেকেই একে ফরয-ওয়াজিবের মতই গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সামর্থ না থাকলে চাঁদা উঠিয়েও তা আদায় করে মনের স্বাদ মিটাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিভাষায় এর নাম রাখা হয়েছে 'কাম বের করার অনুষ্ঠান' কেউ বলেন, 'খানা' বা 'কুলখানি'র অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের চিত্র বড়ই করুণ। প্রথমতঃ কেউ তো 'হাফেয' ডেকে সারা রাত ধরে মাইক যোগে কুরআন খতমের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে গুণাহ কামাইয়ের পথ করে দিচ্ছে। কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব। কিন্তু এলাকাবাসী সবাই কি নিজ নিজ কাজকাম বন্ধ রেখে তা শুনতে পারে? তাহ'লে হাতে ধরে সকলকে গুণাহের শিকারে পরিণত করা হ'ল না কি? সারা দিনের কর্মক্লান্ত রিকশা চালকের পক্ষে কি কুরআন পাঠ শুনতে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করবে না? একজন রোগীর কাছে তা কি শ্রুতিমধুর লাগবে, না শ্রুতিকটু ঠেকবে? এমতাবস্থায় ছওয়াব কামাইয়ের পরিবর্তে বহু লোককে গুণাহের শিকারে পরিণত করায় এর আয়োজকের ঘাড়ে সবার গুণাহ্‌ চাপবে।

দ্বিতীয়তঃ কেউ আবার মজুরীর বিনিময়ে কুরআন পড়িয়ে নিয়ে ছওয়াব রেসানীর ব্যবস্থা করছে। মকুরী নেওয়ার ফলে এতে পাঠকের নিজেরই কোন ছওয়াব হয় না। নিজেই ছওয়াব থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি অপরকে কি দিবে? এর পরেও এই ছওয়াব লেন-দেনের দলীল কোথায়?

'চল্লিশা' উপলক্ষে যে ভোজনপর্বের ব্যবস্থা করা হয়, তার দৃশ্যও বড়ই করুণ। অন্নহীনে অন্নদান বড় ছওয়াবের কাজ। কিন্তু এতে দাওয়াত দিয়ে যাদেরকে ভুরিভোজ করে খাওয়ানো হয়, তাদের অধিকাংশ আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজন ও মুখ চেনা বন্ধু-বান্ধব। আর এমনিতেই যেসব ফকীর- মিসকীন জুটে যায়, তারা গাছতলায় বসে প্রহর গুণতে থাকে। ভদ্রলোকদের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে ফকীর-মিসকীনদের ভাগে কোনরূপে ডাল ভাতটা জোটে। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যদি 'খানা' দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হয় তাহ'লে এ খানার প্রধান মেহমানই তো ফকীর মিসকীন সবটুকু তাদেরই পাওনা। স্বচ্ছল ব্যক্তির এতে কোনই 'হক' নেই। অথচ এ ধরণের কোন অনুষ্ঠানের দলীল ইসলামী শরীয়তে নেই।

তাছাড়া এটা 'রিয়া' বা প্রদর্শনেচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রকাশ থেকেও মুক্ত নয়। আর এমনটা হলে, এও তো নিষ্ফল। মোট কথা শরীয়তে, চল্লিশা অনুষ্ঠানের কোন উৎসই নেই। দেখাদেখিই সমাজে এটা চলে আসছে।

পুরোহিত তন্ত্রঃ

ইসলামে পুরোহিত তন্ত্রের কোন স্থান নেই। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছার জন্য তথা তাঁর নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম হ'ল কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী আমল করা। অথচ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি সাধক বেশে রীতিমত ব্যবসাকেন্দ্র খুলে ফাঁদ পেতে বসে আছে এবং শিকার ধরার জন্য জানাচ্ছে যে, পীর ধরা ফরয। পীরের মাধ্যম ছাড়া জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব। জনৈক ধড়িবাজ শিকারীর মন্তব্য-'প্রধান মন্ত্রীর দরবারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বা Proper

http://islaminonesite.wordpress.com

channel না গেলে গলাধাক্কা খেয়ে অপমান হ'তে হয়, এজন্য মাধ্যম যেমন দরকার, তেমনি আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছতে হ'লে পীরের মাধ্যম অত্যাবশ্যক।' কি আহাম্মকী! আল্লাহ্র দরবার আর মানুষের দরবার কি এক মানুষের দরবারে থাকে পর্দা ও প্রহরা। কিন্তু আল্লাহ্র দরবার প্রহরাবিহীন। প্রতিবন্ধকতার তো প্রশ্নই ওঠেনা সেখানে। তাঁর নিদ্রা ও তন্দ্রার কোনটাই নেই। তিনি মানুষের ঘাড়ের শাহ রগের চাইতেও নিকটে অবস্থান করেন। মানুষ ডাক দেয়া মাত্রই তিনি তার জবাব দেন। এমতাবস্থায় মাধ্যম ধরার প্রয়োজন কোথায়? সূরা আল-মায়েদার ৩৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ -এর অর্থ করা হয় তোমরা ওয়াসীলা বা মাধ্যম তালাশ কর'। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতের 'ওয়াসীলা' শব্দের অর্থ মাধ্যম নয়। বরং সমস্ত তাফসীর কারকের মতে 'ওয়াসীলা' অর্থ ইবাদত বা আনুগত্যের সাহায্যে নৈকট্য লাভ। আবার সূরা তওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ 'সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও' -এর দ্বারাও পুরোহিতবাদের প্রাচীর দাঁড় করানো নিরর্থক। সত্যপন্থীদের সংগ বা সাহচর্য লাভের ব্যাপারে তো কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু এভাবে একটি বিশেষ শ্রেণী (Class) সৃষ্টি করে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে দাঁড় করানোর যৌক্তিকতা কোথায়? এমন আক্বীদা রাখায় প্রকারান্তরে আল্লাহ্র মহোত্তম গুণাবলীকে খাটো করে দেয়া হ'ল।

মাযার পূজাঃ

এক শ্রেণীর লোক মাযার কেন্দ্রিক ব্যবসা খুলে বসেছে। বাস-ট্রাক চলার সময় এ বিশ্বাস রাখা হচ্ছে যে, মাযারের পাশ দিয়ে চলার সময় একটুখানি দাঁড়িয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কিছু পয়সা কড়ি দেয়া না হ'লে চরম বেআদবী হয়ে যাবে এবং পরক্ষণেই এর পরিণতিতে আকস্মিক দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। এমন আক্বীদা রাখা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? অলী আওলিয়াগণ তো চরম ধৈর্যশীল ও মানব হিতৈষী ছিলেন? আলমে বরযখে অবস্থান করে রুষ্ট আচরণ দেখানোর আক্বীদা তৈরী করে তাঁদের মর্যাদা ও ভাবমূর্তিকে বরং খাটো করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এ আক্বীদা ধারীরা অলী আওলিয়াদের বন্ধু নয় বরং শত্রু। এক শ্রেণীর অবুঝ লোক তো অলীর মাযারে হাযির হয়ে সন্তান-সন্তানাদি লাভ ও বিপদমুক্তির প্রত্যাশায় সরাসরি বলছে 'মাদাদ কুন্ ইয়া অলিআল্লাহ'; অর্থাৎ সাহায্য করুন হে আল্লাহ্র ওলী'। এটাতো প্রকাশ্যে শিরকের পর্যায়ে পড়ে গেল। সূরা ফাতিহায় নিত্তদিন অসংখ্য বার وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য চাই, বলে স্বীকৃতি দেয়ার পর অলী- আওলিয়ার দ্বারে ধরণা দেয়া কত বড় মুনাফেকী বা বৈপরীত্য মূলক আচরণ! কেউ তো আরও একটু অগ্রসর হয়ে মাযারে রীতিমত সেজদাই করছে। কবর পূজার আশঙ্কাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারতও নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে কবর যিয়ারত বৈধ করা হ'লেও মহানবী (ছাঃ) কবরকে বাঁধিয়ে স্মৃতি সৌধাগারে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন।

শবে বরাতের হালুয়া রুটিঃ

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে 'শবে' বরাত বলা হয়। এ রাতে ইবাদত বন্দেগী ও দিবাভাগে ছিয়াম রাখা সম্পর্কিত সবক'টি হাদীছই যঈফ বা দুর্বল। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি যঈফ হাদীছের অনুসরণ করতে চায়, তাহ'লে বড়জোর রাতে ইবাদত বন্দেগী ও দিবাভাগে ছিয়াম রাখতে পারে। কিন্তু এ উপলক্ষে হালুয়া রুটির ধুমধাম এল কোত্থেকে? তাদের কেউ কেউ বলে, মহানবী (ছাঃ) ওহুদের যুদ্ধে দান্দান মোবারক শহীদ হওয়ায় শক্ত খাবার খেতে অসমর্থ হ'লে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন। আমরা সেটারই অনুসরণ করে সুন্নাত পালন করি। কত বড় জালিয়াতি! শা'বান মাসে শবেবরাত আর শা'বান মাসের পর রামাযান, তারপর শাওয়াল। এ শাওয়াল মাসেই ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহ'লে কি আগেই হালুয়া-রুটি খেয়েছেন, তারপর দাঁত ভেঙ্গেছেন? এ যুক্তি কি ধোপে টিকলো? এরপরও যদি কিছুক্ষণের জন্য এ অসার যুক্তি মেনে নেওয়া হয়। তাহ'লে আসুন! আমরা দ্বীনের জন্য আগে দাঁত ভাঙ্গি, তারপর হালুয়া-রুটি খাই। কিন্তু এখানে আর কারো পাত্তা মিলবে না। কথায় আছে 'বিল্লী শাখ্তি জাগা পার নেহি হাগ্তি' অর্থাৎ বিড়াল শক্ত জায়গায় মল ত্যাগ করে না। তার মানে হচ্ছে- আমরা আছি মিষ্টি খাওয়ার সুন্নাত পালনে, কিন্তু দ্বীনের জন্য সামান্যতম ক্ষতি স্বীকারেও আমরা প্রস্তুত নই।

অন্ধ অনুকরণের ফলাফলও বড় মারাত্মক। কিয়ামতের মহা সঙ্কটময় দিবসে প্রিয় নবী(ছাঃ) যখন হাওযে কাওছারের পানি বিতরণ করবেন, তখন অন্ধানুকরণের ছত্রছায়ায় বিদ'আত পালনকারীদেরকে 'সুহকান' 'সুহকান' বলে তাড়িয়ে দেবেন। নবী (ছাঃ) -এর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নছীবে কাওছারের পানি ও শাফা'আত জুটবে না। এমতাবস্থায় করণীয় কি তা সহজেই অনুমেয়। মহান আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা, প্রভূ হে! হক আমাদেরকে সঠিকরূপে দেখাও এবং বাতিলকে তার প্রকৃত রূপেই দেখাও, ও তা থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফীক দাও। আমীন!!

✪ *সম্মানিত লেখক পত্রের শুরুতে ৭৮৬ লিখেছেন। এটি একটি বিদ'আতী রেওয়াজ। সংখ্যা বাদ দিয়ে বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ লিখা ওচিত।- সম্পাদক।*

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী *

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুফরীর নিয়ম পদ্ধতি ও শর্ত সমূহঃ কোন মুমিনের জন্য উচিৎ নয় যে, সে কুফরীর নিয়মাবলী জানার পূর্বে এবং তার শর্ত ও পদ্ধতি সমূহ তার সামনে প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কুফরীর মাস্‌আলার মধ্যে মনোনিবেশ করে। সে নিজেকে ধ্বংস ও পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে এবং আল্লাহ্‌র গযবের মধ্যে পতিত হবে। কারণ কুফরীর মাসআলাগুলো দ্বীনের বড় বড় মাসআলা সমূহের অন্যতম এবং বড়ই সুক্ষ্ম এগুলো বড় বড় আলেম ও বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ছাড়া বুঝতে পারেনা। তার নিয়মাবলী ও শর্ত সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) কুফরী শরীয়তের হুকুম এবং শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক বা প্রাপ্য। কোন সংগঠন বা দল এর মালিক নয়। এখানে কোন জ্ঞান বা পসন্দের দিকে দেখার অবকাশ নেই সীমা অতিক্রমকারী কোন আত্ম মর্যাদা অথবা প্রকাশ্য কোন শত্রুতা এখানে কোন কাজ করবে না। আর কোন যালেমের যুলম যা তাকে যুলম ও পথভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে, এই ফৎওয়া দিতে উৎসাহিত করবে না। অথবা বিরুদ্ধবাদী জোর-জবরকারীদের পাকড়াও যা পাকড়াও ও প্রতারণার শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যাদেরকে কাফের বলেছেন, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফের বলা যাবেনা।**

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (রঃ) বলেন, আবু ইসহাক ইসফারাইনি ও তাঁর অনুসারীগণ সহ কিছু সংখ্যক লোক এর বিরোধিতা করে বলে, আমরা তাদেরকে কাফের বলব, যারা আমাদেরকে কাফের বলবে। কিন্তু এটা তাদের হক বা অধিকার নয় বরং এটা আল্লাহ্‌র হক। একজন লোক যদি অন্য একজনকে মিথ্যাবাদী বলে তাহ'লে সে লোক প্রথম ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে না। যদি কেউ কারো পরিবারের সাথে অসদাচরণ করে তাহ'লে ব্যক্তি পাল্টা প্রথম ব্যক্তির পরিবারের সাথে অসদাচরণ করতে পারে না।..... কোন খৃষ্টান যদি আমাদের নবী (ছাঃ)-কে গালি দেয়, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা হযরত ঈসাকে গালি দেব। রাফেযীরা যদি আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে কাফের বলে,তাহলে আমরা হযরত আলীকে তা বলব না। জ্ঞানীগণ ও আহলে সুন্নাতগণ তাদের বিরোধীদেরকে কাফের বলতেন না, যদিও তাঁদেরকে ওরা কাফের বলত। কারণ কুফরীটা হচ্ছে শারঈ হুকুম। কাজেই কোন লোক কারুর নিকট প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অনুরূপ কাজ করতে পারে না।.....

কারাফ বলেন, কোন কাজের কুফরী হওয়াটা আক্বলী বা জ্ঞান নির্ভরশীল নয় বরং এটা শরঈ ব্যাপার। শারে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে কুফর বলেন, তাই কুফর, সেটা ইনশায়ী হউক বা খবরী হউক। অর্থাৎ কুফরীর নির্দেশ হবে বা কুফরী সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

ইমাম গাযযালী বলেন, কুফরীটা শরঈ হুকুম-যেমন গোলামী ও স্বাধীন। এর অর্থ হল, রক্ত হালাল হওয়া ও জাহান্নামে সদা-সর্বদা থাকা এর হুকুম শরীয়ত থেকেই পাওয়া যাবে। শরীয়তের নছ বা প্রকাশ্য দলীল অথবা উক্ত দলীলের উপর কেয়াস করে হবে।

ইবনুল ওয়াযীর বলেন, কুফরীটা শুধু (শরীয়ত হ'তে) শুনার উপরেই নির্ভর করে, এখানে জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার কোন দখল নেই। কুফরীর হুকুম নির্ভরযোগ্য ভাবে শুনার সাথেই সম্পৃক্ত, এতে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই।

হাফেয ইবনুল কায়িম তাঁর নূনী কাছীদায় বলেন,

الكفرُ حقُّ الله ثمَّ رسوله بالنصِّ يثبت، لا بقول فلانِ
من كان ربُّ العالمين وعبدُهُ قد كفَّراه فذاك ذو الكُفرانِ

'কুফরীটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক। আর এটা নছ বা কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা হ'তে হবে, কোন লোকের কথায় নয়। যাকে (আল্লাহ) রাব্বুল আলামীন ও তাঁর বান্দা (রাসূল ছাঃ) কাফের বলেছেন, কেবল সেই-ই কাফের'।

শায়খ ইবনে ওছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয় তাবীল কারীদেরকে আপনারা কি কাফের বা ফাসেক বলে থাকেন? তিনি উত্তরে বলেন, কুফরী ও ফাসেকীর ফায়ছালা আমাদের নিকট নেই। বরং এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) নিকট থেকেই আসবে। এটা শরীয়তের আহকাম-এর মধ্য হ'তে হয়, যার উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই যথা যথভাবে একে প্রমাণ করা উচিৎ হবে। অতএব কুরআন ও সুন্নাহ যাকে কাফের বা ফাসেক বলবে সেই শুধু কাফের বা ফাসেক হবে, অন্যেরা নয়।

প্রকৃত পক্ষে কোন মুসলমানের ইখলাছ ও ইনসাফ নষ্ট হবার জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসদাচরণ দলীল না পেলে তার ইখলাছ আদল ও ইনসাফ ঠিক আছে বলেই মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে এগুলো প্রমাণ হয়ে গেলে তাকে কাফের ও ফাসেক বলতে বিলম্ব করাও উচিৎ হবে না।..... ছহীহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন

---

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও সিনিয়র নায়েবে আমীর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'।

** প্রকাশ থাকে যে, 'বাংলাদেশ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' রাজশাহী জেলার পক্ষ থেকে জনৈক মুফতী বিগত ২১-১২-৯৭ইং স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদ নামক পত্রিকায় মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও তাঁর সংগঠনের সকলকে 'কাফির' শয়তান ইত্যাদি বলে দীর্ঘ ফৎওয়া প্রকাশ করেছেন। আমরা এই বন্ধুদের কোনরূপ জওয়াব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করিনি। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে সকলের 'হেদায়াত' প্রার্থনা করেছি। -নির্বাহী সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

লোক যদি তার কোন ভাইকে কাফের বলে ফৎওয়া দেয় তাহ'লে তাদের দু'জনের মধ্যে একজন কাফের হবে। (কারণ যাকে কাফের বলা হ'ল সে যদি কাফের হয় তো ভাল, আর যদি না হয়, তাহ'লে যে কাফের বলল, সে নিজেই কাফের)।

একারণে কাউকে কাফের ফৎওয়া দেওয়ার পূর্বে দু'টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।-

১. সেই ব্যক্তি যে কথাটি বলেছে বা যে কাজটি করেছে তা যে কুফরী বা ফাসেকী, তা কি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে?

২. যে কুফরী বা ফাসেকী হুকুম দেওয়া হচ্ছে, তা সঠিক হচ্ছে এবং শর্ত গুলি পূর্ণ হচ্ছে ও অন্যান্য দিক গুলি রহিত হয়ে যাচ্ছে।

আর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত গুলোর মধ্যে এটাও আছে যে, যে বিরোধিতার কারণে সে ব্যক্তির কাফের বা ফাসেক হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়, তা জানতে হবে। আল্লাহ বলেন,

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

'কোন লোকের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হবার পরেও যদি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিরোধিতা করে আর মুমিনদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্যদের পথ অনুসরণ করে। আমি তাকে সে পথেই চালাই যে পথে সে চলেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা জঘণ্যতম আবাস স্থল' (নিসা-১১৫)।

আল্লাহ আরোও বলেন, وما كان الله ليضلّ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شئ عليم

'আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়াত করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কার ভাবে বলে দেন সেসব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার (তওবা১১৫)। এজন্য আলেমগণ বলেছেন যে, নূতন মুসলমানদেরকে যারা এখনও ফরয সমুহ ও সুন্নাত সমূহ জানতে পারেনি, তারা যদি ফরয কাজ গুলোকে অস্বীকার করে, তাহ'লে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না।

আর শর্ত যা শায়খ (ওছায়মীন) বর্ণনা করেছেন যে, ওখানে অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কোন কথা, কাজ বা এঁতেকাদ বিশ্বাসের কারণে কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে কোন দলীল পাওয়া যাবে এবং তার ভিতরে যত সন্দেহ আছে সব দূরীভূত হবে। আল্লাহ বলেন, وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً 'কোন সম্প্রদায়কে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব প্রদান করিনা যতক্ষণ তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ না করি' (ইসরা ১৫)। আল্লাহ আরো বলেন, 'আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়াত করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ তাদেরকে সে সব বিষয় বলে দেওয়া হয় যা থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকা উচিৎ (তাওবা-১১৫)। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আরো বলেন,

ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى (طه ١٣٤)

'আমি যদি তাদেরকে ইতিপূর্বেই কোন আযাব দ্বারা ধ্বংশ করে দিতাম-তবে-তারা বলত, হে আল্লাহ আপনি আমাদের নিকট কেন রাসূল পাঠান নাই। আমরা যালেম ও অপদস্ত হবার পূর্বেই আয়াত সমুহের অনুসরণ করতাম (ত্বাহা ১৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كلّما ألقى فيها فوجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شيئ إن أنتم إلا فى ضلال كبير (الملك ٨-٩)

'যখন এক একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নামের দ্বার রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শন কারী আসেননি? তারা বলবে হাঁ, অবশ্যই এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদেরকে মিথ্যুক ভেবেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা বড়ই গুমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ (মুলক ৮-৯)।

বরকতময় আল্লাহ আরো বলেন, 'কোন লোকের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হবার পরেও যদি সে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতা করে এবং মোমিনদের পথ ছেড়ে অন্যদের পথে চলে তাহ'লে আমি তাকে সে পথেই চালাব যে পথে সে চলতে চায়। আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তার আবাস স্থল অতীব জঘণ্য (নিসা ১১৫)। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে, যাদ্বারা এ বিষয়টি প্রকাশ্য বুঝা যায় এবং এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দলিল প্রমাণ দেওয়া বা বর্ণনা করা ও সন্দেহ দূরীভূত করা ছাড়া আল্লাহ কাউকে আযাব প্রদান করেন না, এ ব্যাপারে কোন গোপনিয়তা নেই। (বে দলিল প্রমাণ দেওয়া হবে) যাতে গুমরাহী হ'তে হেদায়াত এবং পথভ্রষ্টতা হ'তে সত্যের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

[চলবে]

http://islaminonesite.wordpress.com

চিকিৎসা জগত

ক্যান্সার

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক *

ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার বা কার্সিনোমা হচ্ছে প্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে নতুন এক ধরণের অস্বাভাবিক কোষের (cell) উৎপত্তি। এই অস্বাভাবিক কোষকে সকল প্রাণীতে স্বাভাবিক কোষের মত বিরাজ করতে দেখা যায় না। দৈহিক গঠন ও দেহ মধ্যস্থ সজীব উপাদানের রাসায়নিক কার্যক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করাটাই হচ্ছে ক্যান্সারের বিশেষত্ব। শরীরের সর্বপ্রকার কোষের চেয়ে ক্যান্সার কোষের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। দেহের মধ্যে সৃষ্ট এই নতুন কোষটিকে বলা হয় 'নিওপ্লাজম' (NEOPLASM)। এর অপর নাম 'নিওপ্লাষ্টিক গ্রানুলোমা' (Neoplastic Grnuloma)

এই নতুন পরজীবীটি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে শরীরের স্বাভাবিক কোষের মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুত অথবা ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যান্সার কোষ সমূহ শরীরের তন্তু ও কলা সমূহকে ক্রমান্বয়ে বিনাশ করে তথায় এক প্রকার মাংসাঙ্কুর (Grnula) জন্মায় বা অর্বুদের (Tumour) সৃষ্টি করে।, অতঃপর এটি ক্ষতে পরিণত করে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।[১]

ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ

ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে বহুকাল ধরে গবেষণা চলে আসছে। আমেরিকার প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ ইলি জি, জন্স দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত ক্যান্সারের উপর গবেষণা ও সাফল্যজনক চিকিৎসার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, উন্নত বিশ্বে দ্রুতগতিতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রধান কারণ হ'তে পারে।

১। **মানসিক যন্ত্রনাঃ**- মানসিক যন্ত্রনা ও উৎপীড়নের ফলে স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এরূপ দূরবস্থায় ক্যান্সার আক্রমনের রাস্তা খুলে যায়। যে সকল দেশে লোকের মানসিক উৎপীড়ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তথায় সহযোগী হিসাবে ক্যান্সার লুক্কায়িত থাকে।[২] মানসিক বিশৃঙ্খলাই যাবতীয় অসুস্থতার জন্য দায়ী। লোভ-লালসা, কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের মনে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান একে 'সোরা' দোষ নামে আখ্যায়িত করেছেন। সোরা-ই সকল রোগের জননী। যৌবন বয়সে সোরা মাথা চেড়ে উঠে। এতে অনেকে বিপথগামী হয়ে অপর ২টি প্রাচীন রোগবীজ 'সিফিলিস' অথবা 'গনোরিয়া'-য় আক্রান্ত হয়। এ সময় তড়িঘড়ি সারাবার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি চিকিৎসায় রোগ দু'টিকে চাপা দিলে এটি দোষে পরিণত হয়। চাপা দেওয়া গনোরিয়া-র নাম 'সাইকোসিস'। এ সমস্ত দোষের জন্য তখন শরীরটি রোগের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয় এবং নিজ জীবন অপেক্ষা বংশানুক্রমিক ভাবে সন্তান-সন্ততিদের উপর বহুগুণে প্রভাবিত হয়। বংশধরদের উপর একই শরীরে সোরা-র সাথে ১টি অথবা ২টি দোষের (সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস) সংমিশ্রণ হ'লে 'টিউবারকুলার' দোষে পরিণত হয়। এ টিউবারকুলার দোষেই এইড্স, আলসার, ক্যান্সার, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারাত্মক অবস্থার মধ্যে পতিত হয়।[৩]

২। **ভ্যাকসিনোসিসঃ** যে সমস্ত দেশে যেখানে ভ্যাকসিন বা টিকা-র প্রবর্তন বেশী সেখানে ক্যান্সার প্রবেশ করে থাকে।[৪]

টিকাকে লগ্ধ জাতীয় সাইকোসিস দোষ বলা যেতে পারে। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের ডাঃ জে, এইচ, এ্যালেন, ডাঃ জেমস্ টাইলার কেন্ট, ডাঃ কনষ্ট্যানটাইন হেরিং, ডাঃ বার্ণেট প্রমুখ পৃথিবী বিখ্যাত চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক সম্পাত করেছেন এবং তাঁরা সকলেই একমত যে, পুণঃ পুণঃ জান্তব বিষ থেকে উৎপন্ন টিকা গ্রহণের ফলে সাইকোসিস সমতুল্য একটি দোষ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।[৫]

৩। **মাংস ভোজনঃ** অতিরিক্ত মাংস আহার ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ। যে সকল দেশে খাদ্যরূপে শাক-সব্জি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেখানে ক্যান্সারের সংখ্যা খুবই কম। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৮৭৫ সালে বোম্বাই-য়ে প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র ১ জন, ইংল্যাণ্ডে প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা ৫.৫ জন। মিশরে যে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণের লোক নিরামিষ ভোজী, আরোবিয়ান ও ধর্মযাজক যারা ইউরোপিয়ানদের মত আহার করে থাকে

* ডি.এইচ. এম. এস (ঢাকা), হক হোমিও ক্লিনিক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. Homoeopathic Insight Into CANCER. page 1. New Delhi, Print)

২. CANCER. page 20. New Delhi print.

৩. NATURE OF CHRONIC DISEASES. Calcutta print.

৪. CANCER. page 20.

৫. পুরাতন দোষের পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা, ৬৯-৭০ পৃঃ, কলিকাতা ছাপা।

http://islaminonesite.wordpress.com

আত-তাহরীক ২৩

তাদের মধ্যে ক্যান্সার কখোনই দেখা যায় না।[৬]

৪। **চা ও কফিঃ** চা ও কফি পান করার ফলে পাকস্থলী ও স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা আসে এবং শরীরের মধ্যে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত দেশে লোকেরা চা ও কফি অতিরিক্ত পান করে সেখানে ক্যান্সার আক্রমণ করে থাকে। আমেরিকার একটি জাতি অতিরিক্ত চা ও কফি পানে অভ্যস্থ ছিল, তাদের মধ্যে শতকরা ৫ জন ক্ষুধামান্দ্য ও বদহজমের গোলমালে ভুগছিল। ১৮৫০ সালে তাদের প্রতি ৯১ জনের মধ্যে ১ জন এবং ১৮৯০ সালে প্রতি ১২ জনের মধ্যে ১জন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।[৭]

৫। **মাদক দ্রব্যঃ** মাদক জাতীয় তরল পানীয় সেবন ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ। যে সমস্ত দেশে মাদক দ্রব্য অধিকহারে ব্যবহার হয়, সেখানে ক্যান্সার প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যাণ্ডে যারা 'ওয়াইন' ও 'স্প্রিট' ব্যবসায়ী অন্যান্যদের চেয়ে তাদের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ গুণ বেশী।[৮]

তামাক বা দোক্তাঃ এটি একটি মারাত্মক বিষাক্ত উদ্ভিদ। তামাকের নির্য্যাস থেকে 'নিকোটিন' বিষ প্রস্তুত হয়, যার ১ ফোটাই ১ জনের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। জর্দা, গুল, চুন সহযোগে তামাক চূর্ণ (দোক্তা) সেবন ও ধূমপানে সুক্ষ্মভাবে নিকোটিন শরীরে নীত হয়। এতে তড়কা, মুখের বিস্বাদ, হৃৎপিণ্ডের গতির ক্ষীণতা, দৃষ্টিশক্তির গোলমাল, ইন্দ্রিয়ের গোলযোগ ইত্যাদি নানাবিধ বিপর্যয় ঘটায়। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু চলাচলের সুক্ষ্ম ছিদ্র গুলোতে ক্লেদ জমে যায়। ফলে ধীরে ধীরে ফুসফুসের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হয়। স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল হয় এবং অতি সহজে যক্ষা অথবা ক্যান্সার আক্রমনের পথ প্রশস্থ হয় ও মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ইসলামী বিধানে নেশা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। এখানে শুধু মদ, সুরা বা স্প্রিট-ই হারাম নয় বরং তামাক থেকে প্রস্তুত বিড়ি-সিগারেট, জর্দা, গুল, দোক্তাও সুক্ষ্মভাবে নেশা আনয়ন করে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এগুলো হারাম পর্যায় ভুক্ত। অথচ এক শ্রেণীর আলেম কেবল মাত্র ধূমপানকে নাজায়েয বলে থাকেন ও ঘৃণার চোখে দেখেন। অপর দিকে জর্দা, তামাক (দোক্তা) কে মাকরূহ বলে থাকেন। এমনকি নিজেরাও খেতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে তাঁর শ্বাশত বিধান অনুযায়ী সংযত জীবন যাপন করার এবং ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকার তাওফীক দিন। আমীন!!

৬. CANCER. p. 21.
৭. ibid p. 21.
৮. ibid p. 21.

ছাহাবা চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান *

সার সংক্ষেপঃ

[হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবীগণের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁকে তাঁর জীবদ্দশাতেই জান্নাতী বলে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তাঁর হস্তেই আল্লাহ্র যমীনে সর্বপ্রথম মুশরিকের লহু ঝরে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বদর, ওহোদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি ওহোদ যুদ্ধের দিন নিজের জীবন বাজী রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন রক্ষার্থে তিনি এগিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন।[২] তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ কাদেসিয়ার যুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং পারস্য মুসলমানগণের হস্তগত হয়। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর খেলাফত কালে সা'দ (রাঃ) -কে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সা'দ (রাঃ) একাধারে বীর, সেনাধ্যক্ষ, শাসক ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমন একজন ছাহাবীর জীবনালেখ্য চর্চা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) আছহাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে ছিলেন একজন উজ্জ্বল ভাস্কর। তাঁর প্রকৃত নাম সা'দ। কুনিয়াত আবু ইসহাক। পিতার নাম মালিক। পিতার কুনিয়াত আবু ওয়াক্কাছ। হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) পিতার কুনিয়াতে অধিক পরিচিত ছিলেন।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ সা'দ ইব্ন মালেক ইব্ন উহায়েব। কারও কারও মতে, মালেক ইব্ন ওহাব, কারও কারও মতে, উহায়েব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন যুহরা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াই ইব্ন গালেব ইব্ন ফিহর ইব্ন নযর ইব্ন

* এম, ফিল গবেষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইব্ন হাজার আস্কালানী, তাহযীব আত্ -তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ২৯৩।
২. মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, জামে আত্-তিরমিযী, ২য় খণ্ড (দেওবন্দঃ মুখতারা এণ্ড কোম্পানী, তাঃ বিঃ), পৃঃ ২১৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুশরিকদের মুখে ইসলামের বিদ্রূপ শ্রবণ করে এই সংকটময় মুহূর্তে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারলেন না। তিনি উটের এক মোটা হাড় উঠিয়ে সজোরে আঘাত হানলেন। ফলে জনৈক মুশরিকের মাথা ফেটে গেল এবং রক্তের স্রোত বইতে লাগল।[১৩] বলাবাহুল্য কোন মুসলমানের হাতে কোন মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম, যা সা'দ (রাঃ)-এর হাতে ঘটেছিল।[১৪]

হযরত সা'দ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত অবধি মক্কাতেই ছিলেন। যদিও তথায় তিনি অপরাপর মুসলমানের ন্যায় মুশরিকদের যুলূম-অত্যাচারের কবলে পতিত হন; কিন্তু তার অবিচলতা তাঁকে অন্যত্র গমন করার অনুমতি প্রদান করে নাই।[১৫] অতঃপর মুশরিকদের অত্যাচারে মক্কায় মুসলমানদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দান করেন। সা'দ ও তাঁর ভাই উমাইর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে তাদের অন্য এক ভাই উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করেন। কয়েক বৎসর পূর্বেই উতবা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।[১৬]

মদীনায় পৌঁছে মুসলমানগণের নিরাপত্তা লাভ হ'ল তবুও প্রতিটি মুহূর্তে কুরাইশ বংশীয় মুশরিকদের আক্রমনের আশঙ্কা ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুপক্ষের অবস্থাদি অবগত হওয়ার জন্য হযরত আব্দ বিনুল হারেছকে ষাট কিংবা আশি জন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। সা'দ (রাঃ) এ দলের সদস্য ছিলেন। এ দলটি চারিদিকে খবর নিতে গিয়ে হেজাযের সমুদ্র তীরবর্তী যে এলাকায় গিয়ে পৌঁছল, সেখানে তারা কুরাইশ বংশীয় একদল মুশরিকের মুখোমুখি হ'ল। কিন্তু মুসলমানগণ শুধু হাল-হাকীকত অবগতির জন্য আগমন করেছিলেন বিধায় কোন যুদ্ধ হ'ল না।[১৭]

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারী ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলামের দুশমনদের মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সা'দ (রাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমান, যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেন। এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عن قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله،

'হযরত কাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সা'দ (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র পথে তীর নিক্ষেপ করে'।[১৮]

হযরত সা'দ (রাঃ) বীর বিক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বদর, ওহোদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন।[১৯] সা'দ (রাঃ) বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দান করেন। বদর যুদ্ধে সা'দ (রাঃ)-এর ভাই উমাইর (রাঃ)ও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। তারা প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করেন। উমায়ের (রাঃ) বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

সা'দ (রাঃ) মুশরিকদের বীর সরদার সা'ঈদ ইবনুল আছকে হত্যা করেন।[২০]

সা'ঈদ ইবনুল আছ -এর যুল-কোতাইফা নামক একখানা তরবারি ছিল। তরবারি খানা সা'দ (রাঃ)-এর খুব পসন্দ হ'ল। যুদ্ধে জয় লাভের পর সা'দ (রাঃ) উক্ত তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ইহা আমারও নহে তোমারও নহে। যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও'।

---

১৩. আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১।

১৪. আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩; ইবনুল আছীর বলেন,

فكان أول دم أهريق في الإسلام ،

দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১।

১৫. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৪২।

১৬. তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩।

১৭. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৪২।

১৮. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিব সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।

১৯. ইবনুল আছীর বলেন,

"شهد بدر او أحد و الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০; K.V. Zettersteen বলেন, "He took part not only in the battles of Badr and uhud but also in the campaigns that followed."

cf: Encyclopeadia of Islam, Vol. 6, p-29.

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে উঠে কিছু দূর যেতে না যেতেই সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত সা'দকে (রাঃ) ডেকে বললেন, তুমি আমার নিকট তরবারি চেয়েছিলে তখন উহা আমার ছিল না। এখন উহা আমার জন্য হয়ে গেছে। এখন তুমি তরবারি নিতে পার।[২১]

তৃতীয় হিজরী সনে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সা'দ (রাঃ) দুর্বার চিত্তে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তীরন্দাজগণের সামান্য ভুলের কারণে মুসলমানগণের নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয় এবং অতর্কিত আক্রমনে অধিকাংশ মুজাহিদ বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন। সা'দ (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[২২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ) -কে তীর চালানোর জন্য উৎসাহ দিয়ে বলেন, (হে সা'দ) তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক! তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।[২৩]

বুখারী শরীফে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ এসেছে। যেমন-

১. সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) -কে বলতে শুনেছি যে, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী করীম (ছাঃ)

আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।[২৪]

২. আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে নবী করীম (ছাঃ) -কে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে কুরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনিনি।[২৫]

৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইব্ন মালেক ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে নবী করীম (ছাঃ) -কে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে কুরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনিনি। কারণ ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম (ছাঃ) -কে বলতে শুনেছি, হে সা'দ, আমার পিতা-মাতা তোমার উদ্দেশ্যে কুরআন হোক, তুমি তীর বর্ষণ করতে থাক।[২৬]

যুদ্ধের সময় জনৈক মুশরিক মুসলমানদের উপর বীর বিক্রমে আক্রমণ করছিল। তার আক্রমণে সমস্ত মুসলমান হতভম্ব হয়ে পড়ছিল। তাকে নিশানা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ (রাঃ) -কে নির্দেশ দান করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তীর শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র একটা অকেজো তীর নিয়ে উক্ত মুশরিকের কপাল নিশানা করে এমন সুন্দর ভাবে তীর ছুঁড়লেন যে, তীর যথাস্থানে লাগল এবং সে অত্যন্ত দিশাহারা হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উলঙ্গ অবস্থায় নীচে পড়ে গেল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বিপদের সময়ও হেসে ফেললেন।[২৭]

ওহোদ যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি বলেন, আমি ওহোদের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে দেখলাম। তাঁর সাথে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখলাম। তাঁরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর) প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ড ভাবে লড়াই করছে। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখিনি কিংবা পরেও কোনদিন দেখিনি।[২৮] পঞ্চম হিজরী সনে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং একজন চতুর কাফির ঘোড় সওয়ারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ এমনভাবে এফোড় ওফোড় করেন যে, তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে উঠেন।

খন্দকের যুদ্ধে এক উপত্যকায় রাসূলের (ছাঃ) জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এক ঠান্ডার রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাবুর মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর পেলেনঃ সা'দ, আবু ওয়াক্কাছের পুত্র। কি জন্যে এসেছ? বললেন, সা'দের সহস্র প্রাণ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হচ্ছেন সা'দের নিকট প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হ'ল।

তাই পাহারার জন্য হাযির হয়েছি। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)

---

২০. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৪৩।

২১. নাছিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-বায়যাভী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, ১ম খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কতুবুল ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৯৮৮/১৪০৮), পৃঃ ৩৭৪; কুরতুবী, আল-জামে'উ লি আহকামিল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম জুয (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫) পৃঃ ৩২৪।

২২. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৪৩।

২৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু ইয হাম্মাত ত্বা-ইফাতা-নে মিনকুম আন্‌-তাফশালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮০; জামে আত্‌-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল মানাকিব, মানাকিব সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ, পৃঃ ২১৬।

২৪. বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮০।

২৫. বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১।

২৬. বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১।

২৭. মুসলিম, আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৪৩-২৪৪।

২৮.বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইয হাম্মাত ত্বা-ইফাতানে মিনকুম আন্‌-তাফশালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮০।

http://islaminonesite.wordpress.com

বললেন, সা'দ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোন নেককার বান্দা আমার হিফা ত করত।[২৯]

ইসলামের দ্বিতীয় রণ ঝঞ্ঝা ওহোদ যুদ্ধ হ'তে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই সা'দ (রাঃ) অসীম সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৩০] মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি ওহোদে যুদ্ধের ন্যায় বীরত্ব ও অবিচলতার পরিচয় দেন। তিনি তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধেও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৩১]

দশম হিজরী সনে সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জে গমণ করেন। মক্কায় পৌঁছার পর সা'দ (রাঃ) অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে দেখার জন্য আগমণ করলে তিনি জীবন হ'তে নিরাশ হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি অধিক সম্পদশালী। কিন্তু আমার একটি মাত্র মেয়ে আছে। সেই আমার একমাত্র ওয়ারিছ। তাই আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহ'লে আমি আমার সমুদয় সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে যাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন, দুই তৃতীয়াংশ না হ'লে অর্ধেকের অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও নিষেধ করে বললেন, অবশ্য এক তৃতীয়াংশ দান করতে পার। তবে উহা বেশী হয়ে যায়। তুমি স্বীয় ওয়ারিছের জন্য এই পরিমাণ সম্পদ রেখে যাও, যাতে তোমার পরে তারা অপরের মুখাপেক্ষী না হয়। তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করবে তার বদলা পাবে। এমনকি নিজের স্ত্রীর মুখে এক লোকমা ভাত তুলে দিলে তাতেও ছওয়াব হবে।[৩২]

হযরত সা'দ (রাঃ)-এর অন্তরে মদীনার প্রতি এত বেশী ভক্তি জন্মেছিল যে, তিনি মক্কায় ইন্তেকাল পসন্দ করছিলেন না। একবার তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর দুশ্চিন্তা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কাঁদছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মাতৃভূমিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) মহব্বতের খাতিরে ত্যাগ করেছিলাম, সে মাতৃভূমির মাটি আমার ভাগ্যে আছে বলে আশংকা করছি। অথচ আমি মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আশা রাখি। এ কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং তাঁর বুকে হাত মোবারক রেখে আল্লাহ্র নিকট তিনবার দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! সা'দকে শেফা দান করুন। হে আল্লাহ! সা'দ কে শেফা দান করুন। হে আল্লাহ! সা'দ কে শেফা দান করুন। তাঁর হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন'! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ সা'দ (রাঃ) -এর জন্য অমৃততুল্য প্রমাণিত হ'ল। সা'দ (রাঃ) আরোগ্য লাভ করলেন। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে সুসংবাদ জানালেন যে, সা'দ! তুমি ঠিক ততদিন পর্যন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হবে না, যতদিন না তোমার হাতে একটি জাতির উপকার এবং একটি জাতির ক্ষতিসাধন না হয়।[৩৩]

হযরত সা'দ (রাঃ)-এর বিজয়াভিযানেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দ্বারা আরব জাতি উপকৃত এবং ভিন্নজাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মক্কা হ'তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পরের বছরই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন। এর পর হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা মনোনীত হন। তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩৪]

হযরত আবুবকর (রাঃ) দুই বৎসর খলীফা থাকার পর ইন্তেকাল করেন। অতঃপর উমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। উমর (রাঃ) খলীফা হয়ে সমগ্র আরবে জিহাদের প্রেরণা দিয়ে আরবদেরকে উৎসাহিত করেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের পর মুসান্না ইব্ন হারিছ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে খলীফা 'উমর (রাঃ)-এর নিকট অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রার্থনা করেন। তিনি নিজেই মুসান্নার সাহায্যে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু মজলিশে শুরার অনুমতি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত খলীফা নিজে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ না করে সা'দ (রাঃ) -কে সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। সা'দ (রাঃ) মদীনা থেকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারস্য বাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং পারস্য ও আরবের সীমান্ত অঞ্চল কাদেসিয়ায় শিবির স্থাপন করেন।[৩৫]

---

২৯. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, আছহাবে রাসূলের (ছাঃ) জীবন কথা, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় সং, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৮৪।

৩০. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০।

৩১. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৪৪।

৩২. ইব্নু মাজাহ, সুনান (ইউ পিঃ আশরাফ বুক ডিপু, ১ম সং, ১৯৮৫), আব্ওয়াবুল ওছা-য়া, বাবুল ওছিয়্যাহ বিছছুলুছ, পৃঃ ১৯৪; তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৭; সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১।

৩৩. তাবকাবুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

৩৪. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৪৫।

৩৫. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১; Encyclopeadia of Islam, vol.6, p-29.

http://islaminonesite.wordpress.com

১৬ হিজরীর প্রথমার্ধে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বিশাল এক পারস্য বাহিনীর সাথে মুসলমানদের এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ কয়েকদিন যাবৎ চলতে থাকে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। অসুস্থতার কারণে সা'দ (রাঃ) নিজে রণক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারেননি। কিন্তু এক উচ্চ মঞ্চ হ'তে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ ধরণের যুদ্ধ পরিচালনা অবশ্য প্রাচীন আরব যুদ্ধরীতি বিরুদ্ধ।[৩৬]

সাসানীয় বীর রুস্তম যুদ্ধে পরাজিত হ'লে পারস্য সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে এবং সা'দ (রাঃ) সমগ্র ইরাক দখল করেন। পারসীকগণ তাইগ্রীস নদীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের রাজধানী মাদাইনও রক্ষা করতে পারেনি। সাসানীয় সম্রাট ইয়াজদিগারদ বাধ্য হয়ে স্বীয় রাজধানী সা'দের হস্তে ফেলে পলায়ন করেন। নগরীতে প্রবেশ করে সা'দ (রাঃ) অগণিত ধন-সম্পদ লাভ করেন। মাদাইন তখনকার মত তাঁর সরকারী কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩৭]

হযরত সা'দ (রাঃ) কুফায় একটি সুদৃঢ় সামরিক শিবির নির্মাণের কৃতিত্ব লাভ করেন। কালক্রমে কুফা একটি প্রসিদ্ধ নগরী রূপে গড়ে উঠে। খলীফা উমর (রাঃ) সা'দ (রাঃ) -কে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় কুফাবাসীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত পদ থেকে সা'দ (রাঃ) -কে ২০ হিজরী (৬৪০/৬৪১) সনে পদচ্যুত করেন।[৩৮] ইব্নু হাজার -এর মতে সা'দ (রাঃ) -কে ২১ হিজরীতে পদচ্যুত করা হয়।[৩৯] কুফায় সা'দ (রাঃ) নিজের জন্য যে প্রসাদটি তৈরী করেছিলেন উমর (রাঃ)-এর নির্দেশে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা উক্ত প্রাসাদ আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন।[৪০] অস্থিরচিত্ত দুর্দান্ত কুফাবাসীগণ তাঁকে অন্যায় প্রবণ ও অত্যাচারী বলে অভিযুক্ত করে। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা যখন খলীফার নির্দেশে কুফায় উপস্থিত হয়ে সা'দের সরকারী অফিসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করেন, তখন কিন্তু দুই একজন ব্যতীত কেহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি।[৪১]

হযরত উমর (রাঃ) সা'দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন তা কিন্তু ঠিক নয়। তিনি বলেন, "আমি সা'দ (রাঃ) -কে রাষ্ট্র প্রশাসনে অযোগ্য বা তার প্রতি আস্থাহীনতার কারণে বরখাস্ত করিনি।" পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাঃ) সা'দের সামরিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর যোগ্য স্বীকৃতি দান করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে ছয়জন অতি বিশ্বস্ত ছাহাবীকে তিন দিনের মধ্যে একজন নতুন খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পন করেন। তাঁর মধ্যে হযরত সা'দ (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে যে বাণীটি বলেন তা ছিল এই, যদি খেলাফতের দায়িত্ব সা'দ (রাঃ) পেয়ে যান, তাহ'লে তিনি উপযুক্ত। আর তা যদি না হয়, তবে যিনি খলীফা হবেন তিনি যেন তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।[৪২]

হযরত উমর (রাঃ) -এর কাফন-দাফন শেষে পরামর্শ সভা কর্তৃক হযরত উছমান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। খলীফা হওয়ার পর ২৫ হিজরী (৬৪৫/৬৪৬) সনে সা'দ (রাঃ) -কে পুনরায় কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুদিন উক্ত পদে সমাসীন থাকার পর পুনরায় তাঁকে পদচ্যুত করেন।[৪৩] বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উছমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর সা'দ (রাঃ) -কে খলীফা পদের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন।[৪৪]

হযরত উছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর সা'দ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি।

হযরত আলী (রাঃ) যখন হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর মোকাবিলার জন্য সৈন্যসহ রওয়ানা হন, তখন অনেকেই হযরত সা'দ (রাঃ) -কে হযরত আলীর সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এই বলে সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন যে, আমাকে এমন কোন যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলিও যে যুদ্ধ মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে সংঘটিত হয়।[৪৫]

---

৩৬. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-29.

৩৭. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৩৮. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১; তাহযীর আত্-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯; Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৩৯. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৪০. আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

৪১. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৪২. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৫৬; Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৪৩. আবুল হাসান বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান (মিশরঃ মাকতাবাতুল নাযারিয়াতুল কুবরা, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৩১৫।

৪৪. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৪৫. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৫৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত উছমানের(রাঃ) শাহাদাতের পর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। একদা হযরত সা'দ (রাঃ) মাঠে উট চরাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর ছেলে উমর ইব্ন সা'দ এসে বলল, সমস্ত মানুষ বড় বড় সরকারী পদ লাভের জন্য নিজ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করছে, আর আপনি এখানে উট চরাচ্ছেন, এটা কি ভাল দেখাচ্ছে? হযরত সা'দ (রাঃ) পুত্রের বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (ছাঃ) বলতে শুনেছি, আল্লাহপাক পরহেযগারকে ভালবাসেন এবং সেই ব্যক্তিকে পসন্দ করেন, যে পরের মুখাপেক্ষী নয়।[৪৬]

হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে দুইশত সত্তরটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) উভয়ই পনেরটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আর ভিন্ন ভাবে বুখারীতে পাঁচটি ও মুসলিমে আঠারোটি হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে।[৪৭]

হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট থেকে অনেক ছাহাবী ও তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে-মেয়ে যেমন- ইবরাহীম, 'আমের, মুছ'আব, 'উমর, মুহাম্মাদ, আয়েশা, ইব্নু আব্বাস, ইবনু উমর, জাবের ইবনে সামুরাহ, সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ, কায়েস ইব্ন উবাদা, আব্দুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা (রা), তাবেঈদের মধ্যে যেমন- সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আবু উছমান আন-নাহদী, আবু আব্দুর রহমান আস্-সালামী, আলকামা ইব্ন কায়েস, কায়েস ইব্ন আবী হাযেম, আহনাফ ইব্ন কায়েস (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবী ও তাবেঈগণ হাদীছ বর্ণনা করেন।[৪৮]

হযরত সা'দ (রাঃ) মদীনা থেকে সাত মাইল দূরে আকীকে ইন্তেকাল করেন।[৪৯]

ইব্ন সা'দ -এর মতে, মদীনা থেকে দশ মাইল দুরে আকীক উপত্যকায় ইন্তেকাল করেন।[৫০] তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

অধিকাংশ জীবনী কারগণের মতে সা'দ (রাঃ) ৫৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন এবং এ অভিমতটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।[৫১]

প্রচলিত বিবরণ হ'তে জানা যায়, তিনি ৫০ (৬৭০/৬৭১) অথবা ৫৫ (৬৭৪/৬৭৫) হিজরী সনে ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫২]

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) মৃত্যুর সময় দু'লাখ পঞ্চাশ হাযার দেরহাম-এর সম্পদ রেখে যান।[৫৩] তা সত্ত্বেও তিনি একটি অতি পুরাতন পশমী জুব্বা চেয়ে নিয়ে বলেন, এ দিয়েই আমাকে কাফন দিয়ো। এ জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমার ইচ্ছা আমি এটা নিয়েই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হই।[৫৪]

মুছ'আব বিন সা'দ বলেন, আমার পিতার অন্তিম সময়ে তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর ছিল। তাঁর মুমূর্ষ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার এ অবস্থা দেখে। তিনি বললেন, আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহ কখনো আমাকে শাস্তি দিবেন না। আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ মুমিনদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান এবং কাফিরদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি হালকা করবেন।[৫৫]

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর মৃতদেহ আকীক উপত্যকা থেকে বহন করে মদীনায় আনা হয়।[৫৬]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাহ' বলে পাঠালেন যে, তাঁর লাশ মসজিদে আনা হউক, যাতে আমরা জানাযায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেয়া যেতে পারে কি-না এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। হযরত 'আয়েশা (রাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন, তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাও কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো সুহাইল ইব্ন বায়যার জানাযা এই মসজিদে আদায় করেছেন।

৪৬. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৫৬।

৪৭. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাঃ বিঃ), পৃঃ ১৯২।

৪৮. তাহযীব আত্-তাহযূব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; আল- ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২-২৯৩।

৪৯. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

৫০. তাবকাতুল কুরবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০; খতীব আল-বাগদাদী, তারীখে বাগদাদী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬।

৫১. তাকরীর আত-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১।

৫২. Encyclopedia of Islam, vol-6, p-30.

৫৩. তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।

৫৪. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

৫৫. তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

৫৬. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

অতঃপর লাশ উম্মাতুল মুমিনীনের হুজরার নিকটে আনা হ'ল এবং তাঁরা জানাযা আদায় করলেন।[৫৭] মদীনার গভর্ণর মারওয়ান বিনুল হাকাম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।[৫৮] অতঃপর তাঁকে 'বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৫৯] সা'দ (রাঃ) আশারা মোবাশ্‌শারা ছাহাবীগণের মধ্যে সবশেষে ইন্তেকাল করেন।[৬০]

উপসংহারঃ

ইসলামী শক্তি আল্লাহ্‌র যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য মুশরিকের গাত্র হ'তে প্রথম রক্ত ঝরান ব্যক্তি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। কুরাইশদের অন্তর যখন স্বার্থান্ধতার রোগে আক্রান্ত, জাতির বিবেক যখন বিবর্জিত, সমাজ কাঠামো যখন পঙ্কিলতার গহবরে নিমজ্জিত, ঠিক তখনই নীল-সীয়া আঁধারের বুকে আলোর ঝলকানি দিয়ে ঝলসে উঠেন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)। তাঁর জীবন চরিত আদর্শবাদী মুমিনের জন্য আলোর দিশারী হ'বে এটাই আমাদের কাম্য।

---

৫৭. তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯।

৫৮. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

৫৯. তাযকেরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩; উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

৬০. ইব্‌ন হাজার বলেন, "و هو آخر العشرة وفاة"

দ্রঃ তাকরীব আত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

এপ্রিল '৯৮ সংখ্যার উত্তরঃ

আহমাদ ১০০ টাকা দিয়ে আয়নাটি ক্রয় করেছিল। আয়নার মাধ্যমে রাজকুমারীকে দেখায় আয়নার কোন ক্ষতি হয়নি। তাই কাযী ছাহেব আহমাদকে আয়নার মূল্য সম ১০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

অপরদিকে মুহাম্মাদ ১২০ টাকা দিয়ে গালিচা ক্রয় করেছিল। গালিচারও কোন ক্ষতি হয়নি। কাজেই কাযী ছাহেব মুহাম্মাদকেও ১২০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

কিন্তু আবেদীনের লেবুটি কেটে ফেলা হয়েছিল, যা আস্ত করে ফেরৎ দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। আর এই যাদুর লেবু আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সঙ্গত কারণেই কাযী সাহেব আবেদীনের সাথেই রাজকুমারীর বিয়ের ফায়সালা দেন।

সঠিক উত্তর দাতাগণ হলেনঃ

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ আব্দুল আহাদ, আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, হোসায়েন আল-মাহমূদ, মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ, মুহাম্মাদ আলমাস, আব্দুছ ছামাদ, জিয়া, মামুন, নাজিব, হাশেম, হাসমত, মুহাম্মাদ, জিয়াউর রহমান, ইকবাল, আরাফাত, আব্দুল হাসিব, কাওছারুল বারী, আব্দুল মাজেদ, আব্দুল আহাদ, শহীদুয্‌যামান, মুহাম্মাদ বদরুল ইসলাম, আফযাল বিন আব্দুস সাত্তার, ঈমান বিন আব্দুর রশীদ, আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা, জিয়া বিন আব্দুল গণী, আব্দুর রশীদ বিন আলফায, আরিফ, আব্দুল্লাহ শাহীন, মাহবূব আলফায ও পিয়ার সাঈদ।

ভালুকগাছী, পাঁচানীপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ মুসাম্মাৎ উম্মে মোত্ত্বাহিরা মালেক।

উপরবিল্লী, রাজশাহী থেকেঃ আব্দুল বারী বিন যিল্লুর রহমান, আলমাস আরাফাত, ওবায়দুল্লাহ, এনামুল হক, নাজমুল হক, ফাতেমা, ফাহিমা, সুরমা, ফেরদৌসি, সুমাইয়া, শরীফুল ইসলাম, উজ্জল হোসায়েন, আফযাল হোসায়েন ও আব্দুর রহমান।

পবা, রাজশাহী থেকেঃ আব্দুল জলীল, পাপড়ি, মাছুম, লিপি, মাসুদা, সালমা, নাজমা, মুনীরা, রুনিয়া, রাযিয়া, গোলশানা, মুস্তাক, রফীকুল, জিয়া, তাহের, রবীউল, সেলিনা, নূরজাহান ও রুবিনা।

মৌপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ মুহাম্মাদ খুরশীদ আলম।

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর থেকেঃ মুসাম্মাৎ মাছুমা খাতুন।

বড়বাজার, খুলনা থেকেঃ মহসীন হাওলাদার।

চোরকোল, ঝিনাইদহ থেকেঃ হারূণুর রশীদ, আযীযুর রহমান, রবীউল, রাশেদ, আসাদ, রাফে, বকুল, লালটু, মনীরুল ইসলাম, শাহজাহান, খাইরুল, তুহিন, জহুরা খাতুন, নাসরীন, টুকু ও শারমীনা।

গাইবান্ধা থেকেঃ আব্দুল মাজেদ বিন জুনাব আলী, আব্দুল্লাহিল কাফী, রায়হান, মুসলীমা খাতুন ও লীমা।

ঢাকা থেকেঃ মাস'উদ আলম মাহফূয।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছের গল্প

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম **

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। হঠাৎ পথিমধ্যে তাদেরকে বৃষ্টিতে পেল। তারা একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল । যখন তারা গুহার ভিতরে প্রবেশ করল, তখন পর্বত হ'তে একখানা প্রকান্ড পাথর এসে উক্ত গুহার মুখটি বন্ধ করে দিল। তখন তারা একে অপরে বলাবলি করতে লাগল, তোমরা তোমাদের কোন নেক কাজকে স্মরণ করো, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আর সে কাজকে ওয়াসীলা বা উপলক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের কাছে এই আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করো। এমনও হ'তে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এর ওয়াসীলায় এ পাথর তথা বিপদ দূর করে দিবেন।

অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং কয়েকজন ছোট ছোট বাচ্চাও ছিল। আমি মেষ-দুম্বা চরাতাম। সারা দিন এদেরকে চরায়ে ঘরে ফেরার সময় এদের দুধ দোহন করে প্রথমে আমার বাবা-মাকে পান করাতাম, পরে আমার ছেলে-মেয়েকে দিতাম। এ ছিল আমার নিত্যকার অভ্যাস ও নীতি। কিন্তু একদিন আমি পশু চরাতে চরড়াতে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। ফলে ঘরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আমি ঘরে এসে দেখি আমার মা-বাবা আমার অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিদিনের মত আজও দুধ দোহন করে দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অপরদিকে আমার সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। কিন্তু আমি আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান করানোর পূর্বে বাচ্চাদের পান করতে দেওয়া পসন্দ করলাম না। অপরদিকে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানোও ভাল মনে করলাম না। অবশেষে সকাল হওয়া পর্যন্ত আমি একই ভাবে দুধের বাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর বাচ্চাগুলো একইভাবে কাঁদতেছিল। হে আল্লাহ! ঐ কাজটি যদি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি তাহ'লে তুমি -এর ওয়াসীলায় আমাদের জন্য এ গুহার পথ এতটুক খুলে দাও যেন আমরা আলো ও আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরটি এতটুকু সরায়ে দিলেন যাতে তারা মুক্ত আকাশ দেখতে পায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমার এক চাচাত বোনের প্রতি আমি চরম আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাকে যে কোন উপায়ে উপভোগ করাই ছিল আমার একমাত্র কামনা। কিন্তু সে এ কাজে অস্বীকার করল, যে পর্যন্ত না আমি তাকে একশত দীনার প্রদান করি। আমি বহু চেষ্টা করে একশত দীনার হাতে নিয়ে তার কাছে গেলাম। দীনারগুলি তাকে দিয়ে আমার বাসনা পুরণের অত্যন্ত নিকটবর্তী হ'লাম। এমন সময় সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দাহ! আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার মহর খুল না। তখনই আমি উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার ভয়েই এবং তোমাকে রাযী খুশি করার জন্য করে থাকি তবে আমাদের জন্য এর ওয়াসীলায় কিছু পথ খুলে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথর খানা আরও কিঞ্চিত সরায়ে দিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি এক ব্যক্তিকে কিছু খাদ্যের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। লোকটি অর্পিত কাজ সমাধা করে আমার নিকট এসে তার পারিশ্রমিক চাইল। আমি তার পারিশ্রমিক প্রদান করলাম। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে রেখে চলে গেল। অতঃপর আমি তার ঐ প্রাপ্য দ্বারা চাষাবাদ করতে লাগলাম। ফলে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে এর দ্বারা অনেকগুলি ষাড়, গরু ও রাখাল যোগাড় করে ফেললাম। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ একদিন লোকটি এসে আমার কাছে তার পারিশ্রমিক চাইল, যা সে একসময় ফেলে গিয়েছিল। সে বলল, আল্লাহ্র আযাবকে ভয় কর! আমার পাওনা আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই ষাড়, গরুর পাল এবং এই সমস্ত রাখাল সবগুলিই তোমার। তুমি সবগুলো নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। বরং আমার পাওনাটা চুকিয়ে দাও। উত্তরে আমি পুনরায় বললাম, আমি সত্যি তোমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছি না বরং এ সবগুলিই তোমার। তোমার এক ফরক পারিশ্রমিক থেকে আমি এত সব বৃদ্ধি করেছি। কাজেই এ সমস্তই তোমার। তুমি সব নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সবকিছু নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি এর ওয়াসীলায় এখনও গুহার মুখটি যতটুকু বাকী রয়েছে তা খুলে দাও। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পাথর খানা সরায়ে তাদের বের হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। -বুখারী।

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, গাংণী কলেজ, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

জিহাদের ডাক

এস, এম, আমজাদ হোসায়েন
বুলারাটি, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ্‌র নামে ঝাঁপি' পড়ো সবে
হাতে নিয়ে কালেমার অসি।
মরিলে শহীদ বাঁচিলে গাজি
এইটুকু শুধু মনে স্মরি।
কভু হটিব না পিছে জীবনতো মিছে
সমুখে থাকিতে যতেক অরি।
শেষ বিচারে মহান আল্লাহ যবে
শুধাইবেন তার বান্দা সকলে
পার্থিব জীবনে আমার লাগিয়া
কি কাজ করিয়া আসিলে?
জবাবে তাহার নত মুখী হয়ে
যেন পারিগো বলিতে
ওগো করুনময় বিধাতা যেটুকু মমতা
দিয়েছিলে মোদের বাহুতে।
তোমার দ্বীনের লাগিয়া কিঞ্চিত তার
অকাতরে করিয়াছে ব্যয়।
লয়ে আশা মনে শেষ বিচার দিনে
মোরা পাইব তোমার অভয়।
তাই বলি ভাই! অন্তরে সবাই
শপথ করিয়া লও ঠিক।
দ্বীনের লাগিয়া জিহাদের পথে
ডাক দিতেছে আত-তাহরীক।

***

প্রার্থনা

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
রাজাবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

তিমির রাতি একাকি ছুটেছি
দিতে হবে দুর্গম মরুপথ পাড়ি
বল, তুমি ছাড়া কে হবে আর
এ পথিকের দিশারী?
যদি কভু ভুলে যাই গহন পথ
এ নিবিড় কাল রাতি,
সাথী হয়ো তুমি দেখায়ো পথ
জ্বালিয়ে শশাঙ্কের জ্যোতি।
তা নাহ'লে কেমনে বল
নিদানে দেব পথ পাড়ি
কৃপা করিও যেন না ভুলি পথ
ওগো নিখিল কান্ডারী।

বিপ্লবী ঝান্ডা

-হোসনেআরা আফেরোযা
বোহাইল, বগুড়া।

আত-তাহরীক! এক ইসলামী বিপ্লবী ঝান্ডা
অনাদিকাল ধরে চলবে পৃথিবীর পথে,
অন্ধ প্রদেশে জ্বালাবে অনির্বাণ শিখা।
অন্ধকারের অতল সমুদ্রে সাহসী ডুবুরীর মত।
প্রচার করবে সত্যের দুর্লভ পান্না প্রবাল।
অন্ধকার পৃথিবীর সব বেড়াজাল পেরিয়ে
চলবে যুগ যুগ ধরে।
অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনবে তাওহীদের পথে।
মানব মুক্তির অন্বেষায়, চলবে নিশিদিন।
কিছুতেই নিথর হবেনা, হবেনা নীরব।
কুসংস্কারের সব বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে,
তাওহীদের বলে হবে বলীয়ান।
আত-তাহরীক এক ইসলামী বিপ্লবী ঝান্ডা।

***

ডিমান বা যৌতুক

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
ভোলাবাড়ী, থানাঃ আদিতমারী
লালমনিরহাট

ডিমান ডিমান করে আলেম,
ডিমান তবু ছাড়ে না।

http://islaminonesite.wordpress.com

ডিমান না দিতে পারলে
বিবাহ আর হবে না।
এতে বুঝা যায় মেয়ে নয়
টাকা বিবাহ করা হয়।
ডিমান হারাম ওহে যুবক তোমরা কেন বুঝনা।
ডিমান কেহ নিয়োনা।
ডিমান কাউকে শান্তি দিতে পারে না।

***

মেয়াদী জীবন

-আব্দুল হাকীম গোলদার
৮১ মুরাদপুর, চট্টগ্রাম

খাইখালাসী জমিটারে কৃষক যেমন
অধিক ফসল ফলিয়ে নেয়
তুমিও তেমন মেয়াদী জীবন
আখেরের কাজে কর ব্যয়।
মেয়াদ ফুরালে যমীন যেমন
আসল মালিক ফিরে পায়
মোয়াদী জীবন ফুরালে তেমন
আল্লাহর দিকে দ্রুত ধায়।।
ঘুরে ফিরে কালের ঋতু
আসে ফিরে জীবনে
মোর জীবনের ভরা যৌবন
হারিয়ে গেল কোনখানে?
জোয়ার ভাটা নদীর খেলা
আসে আর যায়
কাল স্রোতের জোয়ার ভাটা
একই দিকে ধায়।।

***

ফুল

এস, এম আমজাদ হোসায়েন
বুলারাটি, সাতক্ষীরা।

দেখ, দেখ ভাই ওই ফুল বাগিচায়
ফুটিয়াছে কত ফুল।
কিবা সুন্দর কি যে মনোহর
সুবাসে করেছে আকুল।
যত মৌমাছি আর অলিকুল আসি
চারিদিকে তার খুরিছে অনুক্ষণ
হাসিতে খুশীতে ফুল যেন তাদের
গন্ধ সদা করিছে বিতরণ।
এহেন ফুল ধরার মাঝে
যেমন সমান আদর পায়
সকলেই তাদের আপন করিয়া
নিজেদের কাছে রাখিতে চায়।
সেইরূপ মোরা নিখিল জাহানে
কচি-কাঁচা শিশু আছি যত।
আমাদেরও তাই হ'তে হবে ভাই
ওই সুবাসী ফুলেরই মত।
নিজ নিজ গুণে হইয়া গুণবান
লভিব সবার আদর ও সম্মান।
সহায় থাকিও আল্লাহ তুমি
গড়িতে জীবন ওই ফুলেরই মতন।

***

হাম্দ

-ছিদ্দীকুর রহমান
জামলই, তাহেরপুর, রাজশাহী

হে গফুর ও গোফেরান, হে হান্নান ও মান্নান
তোমারই সৃষ্টি জগত ও আসমান।
কিবা খানা খাব ভারী, কি আশ্চার্য তৈয়ারী।
সব দিকে তাকাইয়া দেখি, তোমারি, কারিগরী।
হে মাওলা আলম পানাহ, তুমি যে সকলের বীণা।
সর্বত্র বাজিতেছে তোমারি বাজনা।
তাহাজ্জুদের সময়েতে কত কান্দি সিজদাতে
এ পর্যন্ত না শিখিনু তোমায় আমি ডাকিতে।
হে গফুর ও গোফেরান.....।।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

এপ্রিল'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **নওদাপাড়া মাদরাসা থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হোসায়েন আল মাহমূদ, মাস'ঊদ আলম মাহফূয, গোলাম রববানী ও আব্দুল হামীদ।

❒ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** অলিউর রহমান, জাহিদ হাসান, রাশেদুল ইসলাম, নাহিদ হাসান, যয়নব, যুলফিয়া নাসরীন, নিতু সুলতানা, ছুফী সুলতানা, শারমীন আখতার, শামীমা সুলতানা, সাব্বির, জান্নাতুন নাহার, শাহাবুল, শোহান, জাকির হোসাইন, পারভেজ, জামিল আখতার, সুপ্তিয়ারা, শারমীন আখতার ও জুবাইদা শাহীনুর।

❒ **শেখপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, হালিমা ফেরদৌস, মাহফূযা ফেরদৌস, মারূফা আখতার, শামীমা পারভীন, সহিদাতুন নেসা, জেসমিন নাহার, কমেলা খাতুন, রাহেলা ফেরদৌস, রেহেনা খাতুন, রহীমা খাতুন, আরজিনা খাতুন, সানজিদা খাতুন, শারমীন ফেরদৌস, ইসমাঈল হোসায়েন, মোমিনুল ইসলাম, হারূন অর-রশীদ, ছিদ্দীকুর রহমান, এন্তাজুল ইসলাম, যাকারিয়া মোল্লা ও সালাউদ্দীন।

❒ **ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** ফারযানা রহমান ও ফাহমিদা রহমান।

❒ **মোল্লাপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** সারোয়ার কালাম, আশিকুর রহমান, আখতারুযযামান, মেহেদী হাসান, ইবরাহীম খলীল, রাফেয়াদুল ইসলাম, জান্নাতুন নাইম, শারমীন আখতার, মাকসুদা আখতার, ওয়াহিদা আখতার, লুবানা ইয়াসমীন, জেসমিন আখতার ও জলি খাতুন।

❒ **হড়গ্রাম আমবাগান রাজশাহী থেকেঃ** মোস্তাকীমা শারমীন, জেসমিন আযাদ, আয়েশা খাতুন, ফাতেমা খাতুন ও তানিয়া খাতুন।

❒ **নগরপাড়া হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস, মুসলিমা খাতুন, খালেদা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, শরীফা খাতুন, মমতা খাতুন, আব্দুল্লাহ আল-খালেদ, সামাউন ইমাম, আব্দুল আউয়াল, বুলবুল আহমাদ ও আল-আমীন।

❒ **হাড়ুপুর, রাজশাহী থেকেঃ** গোলাম শাহরিয়া, শাখিরুল ইসলাম, শরিফুল ইসলাম ও আরিফুল ইসলাম।

❒ **হড়গ্রাম পূর্বপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** তাহেরা খাতুন, কামরুন নেসা, নুরুন্নাহার, শারমীন খাতুন, রহীমা খাতুন, বিজরী খাতুন, মিনু আখতার, আব্দুল হাই, আবু সাঈদ ও বেবী নাজনীন, স্বাধীনা খাতুন, আনোয়ারা খাতুন ও তাহমিনা খাতুন।

❒ **মহিষবাথান, রাজশাহী থেকেঃ** খালেদা ফেরদৌস ও আরিফুর রহমান।

❒ **হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গাফ্ফার, রেযাউল করীম, আব্দুল মতীন, তোফায্যল, যাকির আলী, জেসমিন আখতার ও আনজু খানম।

❒ **মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** বেলাল হোসায়েন, মুকছেদ আলী, বাবর আলী, রইস উদ্দীন, আলেপ আলী, বাবুল হোসায়েন, আবুল হোসায়েন, জয়নাল, আফরোযা খাতুন, জাকিয়া খাতুন, খাদীজা খাতুন, ডালমি খাতুন, রাশিদা খাতুন, নিলুফা খাতুন, বিলকিস আখতার, পারুল খাতুন, শেফালী খাতুন, মিনারা খাতুন ও রুজুফা খাতুন।

❒ **ঠাকুরমারা কলোনী, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** ইবরাহীম বিন শামসুল, ইউনুছ বিন শামসুল ও রাবিয়া সুলতানা।

❒ **শিলিন্দা বারইপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** আবু জামিল ও এনামুল হক।

❒ **হাতেম খা, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** শারমীন সুলতানা।

❒ **বহরমপুর, রাজশাহী থেকেঃ** কাবীর হোসায়েন।

এপ্রিল '৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের উত্তরঃ

১। পাঠকরা/ পড়া, ৭টি মঞ্জিল, ৩০টি পারা, ১১৪ টি সূরা, ৫৪০/ ৫৫৮ টি রুকু, ৬২৩৬/ ৬৬৬৬ টি আয়াত। (রুকু এবং আয়াতে মতভেদ আছে)।

২। সূরা কাফিরূনে ৯টি মীম এবং সূরা কাওছারে মীম নেই।

৩। পবিত্র কুরআনে হাদীছ শব্দটি ১৪ টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- (১) নিসা-৭৮ (২) নিসা-৮৭ (৩) আরাফ-১৮৫ (৪) ইউসুফ-১১১ (৫) ক্বাহাফ-৬ (৬) ত্বাহা-৯ (৭) যুমার-২৩ (৮) জাছিয়াহ-৬ (৯) ত্বূর-৩৪ (১০) নজম -৫৯ (১১) ওয়াক্বিয়া-৮১ (১২) ক্বালাম-৪৪ (১৩) মুরসালাত ৫৩ (১৪) গাশিয়াহ-১।

৪। আউযুবিল্লাহ.....সূরা নহল-৯৮ এবং বিস্‌মিল্লাহ.....সূরা নমল-৩০ আয়াত।

৫। আন্‌কাবুত- মাকড়শা ও নমল- পিপঁড়া যথাক্রমে ২৯ ও

http://islaminonesite.wordpress.com

২৭ নং সূরা।

এপ্রিল '৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষার উত্তরঃ

১। A Quick brown fox jumps over the lazy dog.

২. ইংরেজী অক্ষর I (আই), city, town, village, country.

৩. চারদিক থেকে (N- North, E- East, W- West, S-South).

৪. শব্দ তিনটি- Fear, Four, & Fair.

৫. ইংরাজী অক্ষর- E- (Please, Thank, Welcome, Excause).

মে'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. আমাদের মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ঘটনা যা প্রথমে নারী জাতি জেনেছিল- ঘটনা দু'টি কি কি?

২. মহানবী (ছাঃ)-এর তৈরী প্রথম ও দ্বিতীয় মসজিদ দু'টির নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?

৩. হিজরী সনের প্রবর্তক কে? কখন থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়?

৪. 'বায়তুল মামুর' কি এবং কোথায় অবস্থিত?

৫. কোন পর্বতের কোন গুহায় মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট প্রথম অহি (কুরআন) অবতীর্ণ হয়?

মে'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

১। শ্বেত পাথরের তৈরী সেথা ধব ধবে সে পুরী,
সাদা বরণ সাদা গড়ন নেই কোন কারিগরি।
দরজাও নেই, জানালাও নেই, কোথাও নেই খোলা
বদ্ধ ঘরে পানির পরে ভাসে সোনার গোলা।
ক'দিন পরে হঠাৎ দেখি প্রাসাদ খানি টুটে
বদ্ধ গোলা ছিন্ন করে বাইরে গেল ছুটে।

২। "কল" এর মধ্যে দিলে পা, ভাগ্যের লিখন হবে তা।

৩। এমন এক প্রকার জীব আছে পৃথিবীর বুকে
হাযার খানেক ঘর আর একটি ভিটা, থাকে গাছে লুকে।

৪। উড়ে এসে জুড়ে বসে, দেখতে পাহাড়, করে ধান্দা
শত শত জীবন মারে করে না আহার, লেজ থাকে বাঁন্ধা।

৫। শুন হে সোনামণি, বল তার জন্মকালের কথা
এক হাযার তেঁতুল গাছে কত হাযার পাতা।

আত-তাহরীক

-শারমীন ফেরদৌস
নগরপাড়া, রাজশাহী।

মনে মনে ভাবি আমি
আত-তাহরীকের কথা,
আত-তাহরীক আসতে দেরী হ'লে
মনে লাগে ব্যথা।
আত-তাহরীকের ছড়াগুলো
লাগে আমার ভালো।
আনন্দ আর মজা লাগে
ধাঁধাঁ কুইজ গুলো।
আরো ভাল লাগে মোর
সোনামণিদের নাম গুলো।
আমি এক সোনামণি আল্লাহ আমার সহায়
দো'আ করি তাহরীক যেন দীর্ঘজীবী হয়।

***

জিহাদী পথ

-মুহাম্মাদ ইমরুল কায়েস
চিতলমারী, বাগেরহাট।

অহি-র বিধান কায়েম করতে
সব মানুষকে ডাকবো।
সাহস ভরে বলীয়ান হয়ে
জিহাদী পথে হাঁকবো।
সত্যের কাজে ন্যায়ের মাঝে
অবদান মোরা রাখবো।
বাতিলের বিরুদ্ধে মোরা সবে
এক সাথে লড়বো।

***

ছোট সোনামণি

-মুহাম্মাদ হাফিযুর রহমান
নওদাপড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

একটু আগে হেসে ছিল
ছোট্ট সোনামণি,
কিছুক্ষণ পর দেখা যায়

http://islaminonesite.wordpress.com

তার চোখে পানি।
মা জননী ডেকে বলেন
কাঁদছো কেন মণি
তাহরীক পেলে খুশী হব
এ কথাটাই জানি।
সোনার মত মন আমাদের
আমরা সোনামণি
সবকিছু ছেড়ে মোরা
রাসূলের কথা মানি।

***

আহবান

-আশরাফুল ইসলাম, (৭ম শ্রেণী)
দোগাছি, লক্ষী চামারী, নাটোর।

এসো, এসো, এগিয়ে এসো
বাংলাদেশের যুবক দল,
সত্য বাণীর পতাকা নিয়ে
চলরে তোরা সামনে চল।
কেমন আছে তোদের সত্যের বল
সত্য দিয়ে মিথ্যাকে কর পদতল।
অহি-র বিধান চালু কর দেশে,
প্রতিফল পাবে বিচার শেষে।
মতভেদ ভুলে এগিয়ে এসো
বাংলাদেশের যুবক ভাই,
আমরা হ'লাম মুসলিম
আমাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই।

***

সুন্দর জীবন

-মুসাম্মাৎ মুমতাহিনা,
ভালুক গাছী দাখিল মাদরাসা,রাজশাহী।

জিহাদের হাতিয়ার হ'ল
কথা, কলম আর সংগঠন,
মোদের জীবন গড়াবো শুধু
আল্লাহ্র বিধান মতন।
কথা দ্বারা হক্ক বুঝানো
নরম ভাষাতে,
কলম দ্বারা লিখবো সব
কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে।
সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে নূতন বিশ্ব আনব,
শিরক্ বিদ'আত মুক্ত করে
সমাজটাকে গড়বো।
অহি-র সমাজ কায়েম হ'লে
শান্তি রবে সর্বক্ষণ,
ফুলের মতো গড়ে উঠবে
সবার সুন্দর জীবন।

***

সোনামণি

-মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা।

আত্-তাহরীক পড়ব
সোনামণি করব।
সোনামণির দশটি গুণ
মেনে আমি চলব।
সোনামণির সংলাপটি
হয়েছে কত সুন্দর।
এই দেখে দেশের শিশুরা
সোনামণি করছে,
সব সংগঠন ছেড়ে দিয়ে
সুন্দর জীবন গড়ছে।

***

সোনামণিদের প্রশ্নের উত্তর এবং লেখা পাঠানোর নিয়মাবলীঃ

১। সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় নিজ হাতে লেখা উত্তর পাঠাবে। ছোট ছোট টুকরা কাগজে লিখিত উত্তর গৃহীত হবে না।

২। নিজ ঠিকানা (নাম, শ্রেণী, রোল নং, বয়স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা) স্পষ্ট অক্ষরে লিখবে।

৩। একটি উত্তর পত্রে একজনের অধিক নাম গৃহীত হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। প্রশ্নের ক্রমিক নং অনুসারে উত্তর পত্রের ক্রমিক নং -এর মিল থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাবে।

৬। সাধারণ জ্ঞান, ধাঁ ধাঁ, কুইজ, কবিতা, সোনামণিদের জন্য জাগরণী, ইসলামী গান এবং শিক্ষামূলক কৌতুক, নাটক, ছোট গল্প ইত্যাদি লিখে পাঠাবে।

প্রাণ প্রিয় সোনামণি ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আশা করি তোমরা সবাই মহান আল্লাহ্‌র রহমতে কুশলে আছ। তোমাদেরকে জানাই বাংলা এবং আরবী নব বর্ষের প্রাণঢালা লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। প্রতি মাসেই তোমাদের সোনা হাতের লেখা অসংখ্য পত্র পেয়ে থাকি। গত মার্চ'৯৮ সংখ্যার প্রশ্নের উত্তরে সর্বমোট ৩৮০টি পত্র পেয়েছিলাম যা তাহ্‌রীকের সঙ্গে জড়িত সকলকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করেছে। তোমরা সবাই নিয়মিত পড়াশুনা করবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবে। মার্চ'৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত "সোনামণি" সংলাপটি সবাই মুখস্থ করবে এবং নিজ নিজ শাখায় পরিবেশন করবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে তোমাদের সোনা হাতের আরও সুন্দর সুন্দর লেখার অপেক্ষায় থেকে এখানে সমাপ্তি টানছি।

ওয়াসসালাম

তোমাদের ভাইয়া

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

পরিচালক

সোনামণিদের পাতা

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল আমশূন্য হওয়ার আশংকা

❑ **সাতক্ষীরা থেকে মুহাম্মাদ মতীউর রহমানঃ** দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মওসুমের শুরুতেই আমের বাম্পার ফলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও গুটি আসার আগেই মুকুলে দেখা দিয়েছে পোকার ব্যাপক আক্রমণ। তাছাড়া ঘন কুয়াশা, কালবৈশাখী ঝড় ও কয়েক দফা শিলা বৃষ্টিতে ব্যাপক হারে আম গাছের মুকুল বিনষ্ট হয়েছে। এতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকা। ফলে আম চাষীরা হতাশাগস্থ হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, এ বছর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া, তালা, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, আশাশুনি, শ্যামনগর এবং খুলনা জেলার কপিলমনি, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা ও যশোর জেলার নাভারণ, শার্শা, বেনাপোল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি আম গাছেই প্রচুর মুকুল এসেছিল। বিগত বছর গুলোর মত এবছরও আম উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। আম চাষীদের ধারণা ছিল বিগত বছর গুলোর তুলনায় এবছর আম উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু গুটি আসার আগে পোকার ব্যাপক আক্রমণ এবং ঘন কুয়াশার কারণে নষ্ট হয়েছে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমের মুকুল। বাকী মুকুলে আমের গুটি দেখে দিলেও ইদানীং বেশ কয়েক দফা শিলা বৃষ্টির ফলে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে হাযার হাযার ইটের ভাটার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়া পড়ছে অর্থকরী আম ফসলের উপর। এ সব ইটের ভাটায় সরকারী আইন অমান্য করে পোড়ান হচ্ছে খেজুর, বাবলা, আম সহ বিভিন্ন প্রকারের কাঠ। এগুলো পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া নির্গত হয়, তা বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষিত করছে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গাছ যথোপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। তাতে গাছ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফলে সহজেই পোকা মাকড় গাছে আক্রমণ করছে। অকালে ঝরে পড়ছে আমের মুকুল।

ঔষুধ স্প্রে করার পরও আমের মুকুল ঝরে যাচ্ছে। ফলে আশায় বুক বেঁধে যারা লাখ লাখ টাকা দিয়ে আমের বাগান ক্রয় করেছিল তারা এখন হা-পিওেস করছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

উদ্বোধনের ১ম দিন থেকেই যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল করলেও তা সরাসরি ঢাকা যাবে না

❑ আগামী ২৩ শে জুন '৯৮ উদ্বোধনের প্রথমদিন থেকেই যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল করলেও তা সরাসরি ঢাকা যাবে না। উত্তর দক্ষিণাঞ্চলের ট্রেনগুলোর যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ইব্রাহীমাবাদ স্টেশন পর্যন্ত চলাচল সীমিত থাকবে।

পশ্চিমাঞ্চল রেল ভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে পশ্চিম রেলের জেনারেল ম্যানেজার জনাব সৈয়দ হোসেন এ তথ্য প্রদান করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা হ'তে ইব্রাহীমাবাদ পর্যন্ত আপাততঃ ট্রেন চলবে। জয়দেবপুর পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ সম্পন্ন হ'তে আরো তিন বছর সময় লাগবে। পার্বতীপুর হ'তে ইব্রাহীমাবাদ পর্যন্ত ডুয়েল গেজের ব্যবস্থা রাখা হলেও আপাততঃ ব্রডগেজ লাইনটি চালু রাখা হবে। ঢাকা পর্যন্ত যাওয়া-আসার ব্যাপারে ট্রেনের সাথে সংযোগ রক্ষা করে ৮৫ কিলোমিটার রাস্তা উন্নতমানের বাস সার্ভিস দ্বারা ইব্রাহীমাবাদ-ঢাকা সমন্বিত ভ্রমণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জেনারেল ম্যানেজার জানান, ইব্রাহীমাবাদ ষ্টেশনটি মাল বুকিং ও খালাসের জন্য খোলা রাখা হবে। বাংলাদেশী ওয়াগনে পশ্চিমাঞ্চলের যে কোন ষ্টেশন হ'তে ইব্রাহীমাবাদ পর্যন্ত মালামাল বুক করা যাবে। এখান থেকে ট্রাকযোগে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে মালামাল পরিবহন করা হবে। তিনি জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ শাখা লাইনটি বেসরকারী খাতে সফলতা আসায় পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি ট্রেনের যাত্রী ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আপাততঃ সান্তাহার -লালমনিরহাট রুটের 'পদ্মরাগ,' গোয়ালন্দ-খুলনা রুটের 'নক্‌শী কাঁথা' এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ-খুলনা রুটের 'মহানন্দা' এক্সপ্রেস- এই তিনটি ট্রেন রয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিরাপত্তা, ক্যাটারিং ও ক্লিনিং বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলেও কয়েকটি ট্রেনের এসব সার্ভিস বেসরকারী খাতে ন্যাস্ত করার বিষয় বিবেচনাধীন আছে। যশোর-বেনাপোল রেলপথ পুনঃ নির্মাণের কাজ চলছে বলে তিনি জানান।

পশ্চিমাঞ্চল রেল বিগত বছরগুলোর তুলনায় যাত্রী মালামাল পরিবহন ও অন্যান্য খাতে এবার অনেক এগিয়ে আছে বলে উল্লেখ করা হয়।

রাতের ঢাকাঃ বিভীষিকাময় এক মহানগরী

❑ হাসান মাহমুদঃ দিনের ঢাকা নগরবাসীর কাছে কতটুকু নিরাপদ? পাশাপাশি রাত্রে ঢাকার চিত্র কেমন হয়? প্রতি রাতেই ঢাকা পরিণত হয় বিভীষিকাময় এক নগরীতে। সাধারণতঃ মানুষ রাত ১০/১১টার মধ্যে বাড়ী ফিরে। কিন্তু তারপর ঢাকার রাজপথ, আবাসিক এলাকার রাস্তাঘাট, বাসষ্ট্যান্ড, হোটেল, ক্যাম্পাস, পার্ক, উদ্যান, অভিজাত এলাকার বিভিন্ন স্পট কাদের দখলে চলে যায়? রাত ১২টার পর মহানগরীতে রিক্সায় বা স্কুটারে বেড়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাজধানীর উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহে ও মোড়ে মাড়ে পাহারায় থাকে বিভিন্ন থানার পুলিশ। চলতে গেলেই থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাতে হাসপাতালে যরূরী রোগী দেখতে যেয়েও পুলিশী জেরার সম্মুখীন হ'তে হয়। কিন্তু পুলিশী জেরার মুখে রাজধানীবাসীর বৈধ ও সঠিক পরিচয়পত্র কি? ফলে অনুরোধ-উপরোধ করে কিংবা ম্যানেজ করে চলতে হয় গভীর রাতে সাধারণ মানুষদের। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেলেও বিভিন্ন স্থানে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পুলিশ ও এই উভয় সংকটের মধ্যেই যরূরী পর্যায়ে নাগরিকদের ঘরের বের হ'তে হয়। এমনকি দিনের বেলায় ঢাকায় চলাচল করাও নিরাপদ নয়। ছিনতাই রাহাজানি, প্রতারণা নিত্যদিনকার ঘটনা। সেই সঙ্গে জীবনের ঝুঁকিতো আছেই।

রাতে নগরবাসীর নিরাপত্তা

মহানগরীর বিভিন্ন মোড়ে রাতে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকলেও নিরাপত্তাকর্মীরা কেউ পাশের রাস্তায় বসে, কেউবা পিকআপের ভেতরে ঘুমিয়ে 'দায়িত্ব' পালন করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

হঠাৎ কোন রিক্সা যাত্রী বা স্কুটার দেখলে তা আটকানো হয় এবং পালাক্রমে প্রশ্ন করে জর্জরিত করা হয়। পাশাপাশি রোমিওরা গাড়ী হাঁকিয়ে, মিউজিক বাজিয়ে চলন্ত গাড়ীতে মদ্যপান করে চলে। কিন্তু সেই সব গাড়ী কখনোই দৃষ্টি আর্কষণ করে না। রাতের ঢাকায় এরা হলো আতংক। বেপরোয়া গাড়ী চালান ও সুবিধাজনক স্থানে ছিনতাই কর্ম সংঘটিত করাই তাদের লেট নাইট ট্যু'র বলে জানা যায়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পাশেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকা। রাতে এই এলাকাটি যতটা নীরব ততটা নিরাপদ অপরাধীদের জন্য। শহীদ মিনারের উত্তর পাশে পুলিশ থাকলেও পিকআপের ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তারা দায়িত্ব সম্পন্ন করে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ রকম রাত্রের চিত্র শহরের বিভিন্ন এলাকায়ই দৃষ্টিগোচর হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

পার্ক এলাকা

❑ রাত বাড়ার সাথে সাথে রাজপথে তিন ধরণের লোক বেশী দেখা যায় বলে প্রকাশ। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় রিক্সাযোগে ঘুরে বেড়ায় ভাসমান পতিতা। তাদের সাথে থাকে অপরাধী গোষ্ঠী ও সন্ত্রাসীরা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ। নীরব নিস্তব্ধ পার্ক এলাকাও রাতে নিরাপদ নয়। রমনা পার্ক, গুলিস্তান পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ওসমানী উদ্যান এবং শেরাটন হোটেলের দক্ষিণ পার্শে রমনা পাকে ও ঢাকা আউটার স্টেডিয়াম এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভীড় জমে পতিতাদের। ক্যাম্পাস এলাকায়ও তাদের তৎপরতা খুব বেশী। প্রায় সময়ই তাদের সাথে পুলিশের কথোপকথনের অভিযোগ রয়েছে। দিনের নগরীর চেয়ে রাতের নগরীতে তারা বিভিন্ন স্পটে খরিদ্দারের জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। মূলতঃ ঢাকা মহানগরী পরিণত হয় এক অপরাধ নগরীতে। এদের পূণর্বাসন নেই। আটক নেই। বিচার নেই। মাথাব্যথা নেই কোন প্রশাসনের।

আবাসিক এলাকা

❑ রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় রাত নামার সাথে সাথে নেমে আসে অন্য এক জগত। অভিজাত এলাকার কোন কোন স্পটে সন্ধ্যার সাথে সাথেই শুরু হয় তরুণদের মদ্যপানের আসর। পুরনো ঢাকার লালবাগ, মনেশ্বর লেন, ভাগলিপুর, মোহাম্মদপুর ভেড়িবাঁধ এলাকার এক শ্রেণীর সন্ত্রাসীদর উদ্যোগে জমে ওঠে মাদক ব্যবসার রাজ্য। মাতালদের পদভারে প্রকম্পিত হয় রাতের ঢাকার জনপদ।

নিরীহ নাগরিকরা দরজা এঁটে ঘরে বসে প্রহর কাটায়। ঢাকার ভেড়িবাঁধে এবং বস্তি এলাকায় এক শ্রেণীর মানুষের উদ্যোগে নেমে আসে নরক। সাধারণ মানুষরা ভয়ে আতঙ্কে পারিবারিক মান-সম্মান রক্ষার্থে সব দেখেও না দেখার ভান করে। এমনকি নানাবিধ অত্যাচার থানা পুলিশকে জানাতেও তারা ভয় পায়। এভাবেই রাত আসে ঢাকায় এবং ভোরের আলোর প্রত্যাশায় থাকে শান্তিপ্রিয় মানুষ।

রাতের মতিঝিল

❑ দিনের মতিঝিল এবং গভীর রাতের মতিঝিলের সাথে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। দিনের মত রাতেও এমনকি গভীর রাতেও মতিঝিলের বিশাল যানজটের কবলে পড়ে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। প্রায় দিনই গভীর রাতে মতিঝিলের এই অবিশ্বাস্য যানজটের কোন প্রতিকার মেলেনি। এছাড়া রাতের মতিঝিলে পতিতাদের উৎপাত ও পুলিশী ধরপাকড়ও চলে। তবে দিনের মতিঝিলকে রাতের মতিঝিল থেকে আলাদা করার উপায় নেই।

রাজধানী ঢাকা প্রতিদিনই নাগরিক জীবনে নেমে আসে বিভীষিকার অভিশাপ নিয়ে। কোথায় নগরকর্তা, কোথায় নিরাপত্তা? বিদ্যুৎবিহীন ঢাকা কখনো মনে হয় এক ভূতুড়ে ভয়ার্ত মহানগরী। তবুও হ'তে কি পারে না আমাদের প্রিয় রাজধানী ঢাকা রাতের অটোয়া, প্যারিস বা রোমনগরী?

আদালতপাড়ার মানুষের বিচিত্র পেশা

❑ রাজধানীর সদরঘাটস্থ আদালতপাড়ায় আছে এক ধরণের আজব পেশার মানুষ। এসব ব্যক্তির অসাধু কাজকর্মের জন্য নিরীহ জনগণের জীবন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। নানান রকম প্যাঁচে ফেলে জনগণকে আর্থিক ক্ষতির মাঝে ঠেলে দিচ্ছে তারা। জানা যায়, প্রতিদিন ৫৪ ধারার 'পাচানী' মামলায় রাজধানীতে ৩০/৩৫ জন আসামী গ্রেফতার হয়। আইন অনুযায়ী এই আসামীদের ৩ থেকে ১০ দিনের জেল অথবা সামান্য জরিমানা হয়। যদি জরিমানার টাকা জমা দেয়া হয়, তাহ'লে সাথে সাথে আসামী ছেড়ে দেয়া হয়। উকিল নিয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। এই হ'ল পাচানী মামলার নিয়ম। কিন্তু গ্রেফতারকৃতদের থানা থেকে কোর্টে চালান দেয়ার পর কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে একদল দালাল আসামীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে খুব বড় করে জেল-জরিমানা এবং বিপদের কথা উল্লেখ করে। তখন আসামীদের ছাড়িয়ে আনতে অভিভাবকেরা বা বাড়ীর লোকজন ভয়ে প্রচুর টাকা দেয় খবরওয়ালাকে কিংবা খবরওয়ালার নির্দেশিত উকিলকে। খবরওয়ালা নিজেকে খুব উপকারী ব্যক্তি হিসেবে জাহির করে। ঐ টাকা এরপর নানা ভাগ হয়। অথচ গ্রেফতার কৃতরা মুক্তি পায় আইনের স্বাভাবিক নিয়মে। জেল খাটতে না চাইলে জরিমানার সামান্য টাকা ছাড়া আর কিছু লাগে না। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হলে এমনিতেও ছাড়া পায়।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে গত মাসে। হবিগঞ্জের তিন বন্ধু জনৈক আরশাদ, বিপ্লব আনসারী ও রজব আলী ঢাকায় বেড়াতে এসে গুলশান বাঁশতলার সামনে দিয়ে গত ২৩ মার্চ মাগরিবের পরে হাঁটাহাঁটি করছিল। এই সময় পুলিশ ৫৪ ধারায় সন্দেহবশতঃ ধরে তাদের আদালতে পাঠায় পাচানী মামলা দিয়ে। অতঃপর বে।র্ট এলাকার সেই বিচিত্র পেশার মানুষেরা বাড়ীতে গিয়ে খবর দেয় তাদের লোক জেলে আছে। এতে বাড়ীর লোকজন খবরওয়ালার হাতে ২২শ' টাকা তুলে দেয় আসামীদের ছাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ঐ লোক পরদিন একজন আসামীকে ছাড়িয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর অভিভাবক আরেকজন উকিলকে ৯শ' ৫০ টাকা দেয় অন্য ছেলেদের ছাড়িয়ে দেবার জন্য। উক্ত উকিল তাদের ছাড়াবার ওয়াদা দেন। কিন্তু পরে উক্ত উকিলকেও তারা আর খুঁজে পায়নি। ফলে পুরো ৭ দিন বিপ্লব আনসারী এবং আরশাদকে জেল

http://islaminonesite.wordpress.com

খেটে বের হ'তে হয়েছে। উল্লেখ্য, আদালতের রায়ে তাদের সর্বসাকুল্যে ৭ দিন জেল অথবা তিন জনের ৩০০ টাকা জরিমানা হয়েছিল। ঐ টাকা জমা দিলে তারা আপনিতেই সাথে সাথে ছাড়া পেত। কিন্তু মাঝ পথে কিছু ব্যক্তি মিথ্যা ভয়ভীতি দেখিয়ে ওদের ছাড়াবার কথা বলে দু'দফায় তিন হাযার একশ' পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। গ্রামের সহজ সরল সাদাসিধে লোকজন কিংবা শহরে বাস করা শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকেরাও আইন না জেনে এমনিভাবে প্রতারিত হচ্ছে।

অনার্স ও মাষ্টার্স ক্লাস থেকে ইসলামী শিক্ষা তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া একটি ষড়যন্ত্র

❑ বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ আলী আকবর ও ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী প্রিন্সিপাল এ কে এম ফরীদ উদ্দিন খান এক যুক্ত বিবৃতিতে অনার্স ও মাষ্টার্স ক্লাস থেকে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষা তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরুর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামিক স্টাডিজের মত জনপ্রিয় দু'টি বিভাগ খোলার ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন কলেজকেই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, প্রিভিয়াস ও মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের আসন সংখ্যা ১ হাযার ১শ' থেকে কমিয়ে ৬শ' করা হয়েছে, যা একটি ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের ইঙ্গিত বহন করে। এহেন হীন পদক্ষেপ গ্রহণ হবে অপরিনামদর্শী ও আত্মঘাতি। অতএব শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্য বিরোধী ষড়যন্ত্র মূলক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

পুলিশ বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছেঃ বাড়ছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

❑ ইনকিলাব রিপোর্টঃ রাজধানীসহ সারাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে অবনতি হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে নীরবতা অপরাধীদের উস্কে দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন ভাল করেই জানে কেন এমনটি হচ্ছে এবং এর সমাধান কোথায়? তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় পুলিশ যে জনগণের বন্ধু এই ব্যাপারে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার মতে, পুলিশ প্রশাসনে চেইন অব কমান্ড যদি সবাই মেনে চলত তাহ'লে অবস্থার অবনতি হ'ত না। চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ার ফলে এর প্রভাব পড়ছে সর্বক্ষেত্রে। অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের হোতা অর্থাৎ গড ফাদারদের তৎপরতায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আর এতে করে জনমনে উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে।

গত মার্চ মাসের প্রথম দিকে পুলিশ সপ্তাহ'৯৮ উদযাপিত হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মকর্তার আচরণে ফুটে উঠেছে যে, চেইন অব কমান্ড নেই। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈঠকে উচ্ছৃংখল আচরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উচ্ছৃংখল আচরণ যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কোন কোন কর্মকর্তা পুলিশ প্রধানকে পর্যন্ত ধমক দিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলোতে চেইন অব কমান্ডের অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এর সূত্রপাত হয়েছে গত বছর থেকেই। এই প্রক্রিয়া এখনো চালু রয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে কর্মরতরা সাধারণ লোকের মতো আচরণ করতে পারে না। তাদের মধ্যে শৃংখলা থাকাই হচ্ছে প্রথম শর্ত। একাধিক কর্মকর্তার মতে, চেইন অব কমান্ড ভাঙ্গার পরও কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। যারা চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করেছে তারাই বর্তমানে দাপটের সাথে চলাফেরা করছে। কিন্তু এই অবস্থা গোটা জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর তা এখনো ভেবে দেখা হচ্ছে না।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে যদি রাজনীতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তাহ'লে শৃংখলা থাকার কথা নয়। পুলিশের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। সরকারী দলের বা বিরোধী দলের নেতার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ফলে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা তার নীচের স্তরের কর্মকর্তাকে কোন কিছু বলতে সাহস পান না। এই অবস্থা থানার ওসি পর্যন্ত রয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সরাসরি মাখামাখি করার ফলে বড় কর্মকর্তা ছোট কর্মকর্তাকে তোষামোদ করে চলেন। আর এইসব কারণে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদেরকে তোষামোদীতে ব্যস্ত থাকতে হয়।

যে সব পুলিশ কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মতো 'বিগত ২১ বছরে কথা বলতে পারিনি। আমরা যুদ্ধ করেছি। কিন্তু কিছুই পাইনি' ইত্যাদি বলে বেড়াচ্ছেন যে, তাদের বুঝতে হবে তারা রাজনীতি করতে চাইলে পুলিশের লেবাস খুলে চাকুরী ছেড়ে তা করতে পারেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হয়ে জনগণের পয়সায় বেতন নিয়ে এমন কিছু করতে পারেন না যে কারণে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হবে। জনগণকে পোহাতে হবে অসহনীয় দুর্ভোগ।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

বিশ্বে ৩৬ টি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশী

❑ বিশ্বের ৩৬টি দেশের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যু হার যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ বৃহস্পতিবার একথা জানান। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরণের মৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৪.২৪ ভাগ। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা এবং খুনও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জরিপে ৩৬টি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। সবচেয়ে কম মৃত্যু হার জাপানে-প্রতি লাখে সেখানে ০.০৫ ভাগ মৃত্যু ঘটে। আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা ও খুনের ঘটনাও যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী। তবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় এবং মেক্সিকো প্রথম।

যুক্তরাষ্ট্রের পর ব্রাজিলের স্থান। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যু হার প্রতি লাখে ১২.৯৫ ভাগ। এরপর মেক্সিকো এবং এস্তোনিয়ার স্থান। এ দু'টি দেশেও প্রতি লাখে মৃত্যু হার ১২ অথবা তার বেশী।

গবেষকরা জানান, আমেরিকার ৫টি দেশের মৃত্যু হার ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর চেয়ে পাঁচ-ছয় গুণ বেশী। আমেরিকা মহাদেশের পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছেঃ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা।

জরিপে ৩৬ টি দেশে এক বছরে আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৮ হাযার ৬৪৯ জন বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, শুধু '৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যুর সংখ্যা হ'ল ৩৯ হাযার ৩৯৫ জন।

বিশ্বে এখনো ৩৬ হাযার পরমাণু বোমা রয়েছে

❑ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর এখন অবধি সারা বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদের স্থান চার পঞ্চমাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্বে পারমাণবিক বোমার পরিমাণও কমিয়ে আনা হয়েছে অর্ধেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল -এর এক জরিপে একথা বলা হয়েছে। তবে খবরটা সুসংবাদের মতো শোনালেও এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। কেননা অর্ধেকে কমিয়ে আনার পর এখনো পৃথিবীতে যে পরিমাণ পারমাণবিক বোমা রয়েছে, তার সংখ্যা ৩৬ হাযার। আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৭০ হাযার।

অবশেষে স্বীকারোক্তিঃ যুক্তরাষ্ট্রেও শিশু শ্রমিক

❑ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শিশুশ্রম কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে শিশু শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যে এ কথা জানা যায়।

গত শুক্রবার মার্কিন শ্রম দফতর থেকে বলা হয়, অঙ্গরাজ্য টেক্সাসের কৃষি খামারগুলোতে ছয় বছর বয়সী শিশুদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানোর ঘটনা সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন খামার মালিককে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশেষে শ্রম দফতর শিশু শ্রমিক থাকার কথা স্বীকার করলো।

পর্যবেক্ষকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে শিশু শ্রমের অস্তিত্ব ওয়াশিংটনকে মারাত্মকভাবে বিচলিত করবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর শিশুশ্রম আইন আরোপে তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব করবে।

সম্প্রতি গঠিত 'চাইল্ড লেবার কোয়ালিশনে'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডার্লিন এডকিন গত শনিবার বলেন, মার্কিন শ্রম দফতর থেকে কয়েক বছর ধরে বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে কোন শিশু শ্রমিক নেই। এ কারণে টেক্সাসের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এক খবরে জানা যায়, খামার ঠিকাদাররা এ মাসের প্রথমদিকে রিও গ্রাণ্ডজ্যালিতে অবৈধভাবে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে। তারা ছয় বছর বয়সী শিশুদের পেয়াজ তোলার কাজে লাগায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

ভারতের সিকিম দখল

-সাদেক খান

[ভরতের সিকিম দখলের ২৩তম বার্ষিকীতে বিশেষ নিবন্ধ। নিবন্ধকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সচেতন নাগরিকদের ও রাজনীতিকদের সতর্ক করার জন্য আমাদের এ পরিবেশনা।- সম্পাদক]

২৭৮৩ বর্গমাইল আয়তনের ছোট্ট দেশ সিকিম। ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মত তিনদিক দিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা। তারই ফাঁকে ফাঁকে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে যোগাযোগ উত্তরে মহাচীনের তিব্বত স্বায়ত্তশায়িত্ব অঞ্চল, পশ্চিমে নেপাল আর পূর্বে ভূটানের সঙ্গে। পাহাড়ী দেশটার তিনভাগের দুই ভাগ সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, নিয়মিত কোন বসতি সেখানে নেই। পাহাড়ের গায়ে, তরাই বনাঞ্চলে আর কয়েকটি উপত্যকায় মানুষের বাস। মোট লোকসংখ্যা আড়াই থেকে তিন লাখের মত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তিস্তা অববাহিকার এই 'রূপকথার রাজ্যে' ব্যাধ, কৈবর্ত আর বন্য ফল-মূল সন্ধানী মানুষের আনাগোনা। মাগার ওৎসং উপজাতীয় বাসিন্দারা হয় আদিবাসী না হয় প্রাগৈতিহাসিক আগন্তুক। নাওং, চাং ও মন উপজাতিগুলোও এসেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। লেপচারা আসে তার পরে ঐতিহাসিক কালে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূটিয়ারা এসেছে চুমি উপত্যকা থেকে। পশু পালন আর জুম চাষের প্রবর্তন করেছে তারা। তারাই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতন উদার চিন্তা নিয়ে এসেছে। কালক্রমে এই লেপচা-ভুটিয়া জনসমাজে মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির সর্বাত্মক প্রভাব পড়ে। অবশ্য আদি লেপচা ধর্ম-বর্ণ এরও কিছু সংস্কার বজায় থেকেছে সিকিমের আঞ্চলিক বৌদ্ধ ধর্মাচারণে। আর সেই আঞ্চলিক মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই নৈতিক প্রভাব বলয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সিকিমের নিয়মানুগ সামন্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় যুগপৎ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত চোগিয়াল আধিপত্যে। ১৬৪২ সালে চোগিয়াল হিসেবে পেঞ্চু নাংগিয়ালের অভিষেক করলো মাগার যোদ্ধারা। সিকিম নামটা মূলতঃ ওৎসং শব্দ 'সুক্কিম' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'সুখের নিবাস'।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই নাংগিয়াল পরিবারেরই এক রাজপুরুষ তিব্বতী ভাষাভাষী ভূটিয়াদের সিকিম যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে চাগডোর নাংগিয়াল লেপচা ভাষারও বর্ণাক্ষর প্রবর্তন করলেন।

সিকিম ছিল বাস্তবিক সুখের নিবাস। মাথার উপর প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজংঘা। সমুদ্রবক্ষের মাপে ২০০০ ফিট থেকে ৬০০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত সিকিমের স্বল্প জনবসতি ভোগ করে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। তিস্তা নদী চীন সীমান্তে তার উৎস থেকে সিকিমে ১৫০০০ ফিট নেমেছে রংপু পর্যন্ত ৬৫ মাইলের ব্যবধানে। সিকিমের পশ্চিমে সিংগাই লীলা পর্বতমালার গা ঘেঁষে তিস্তা উপত্যকা সবচেয়ে বড় উপত্যকা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ তিস্তা উপত্যকায় এবং গ্যাংটকে তৎকালীন চোগিয়াল নেপাল থেকে নেওয়ারদের এসে বসবাসের অনুমতি দেন। নেওয়াররাও সিকিমের অন্যান্য উপজাতির মত তিব্বতী-ব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তারা ছিল ধাতু ব্যবহারে পারদর্শী। সিকিমের নিজস্ব মুদ্রার টাকশাল তৈরীর প্রয়োজনে তাদের ডেকে আনা হল।

তাদের অনুসরণ করে নেপাল থেকে আরও আসলো গুরুং, তামাং, রাই আর শেরপারা। তারাও তিব্বতী-ব্রহ্ম নরগোষ্ঠীভুক্ত। তারা নিয়ে আসলো পাহাড়ের উৎরাই-এর ধাপে ধাপে চাষাবাদের প্রযুক্তি। তখন থেকে নেপালী আগন্তুকের স্রোত অব্যাহত থেকেছে সিকিমে। নেপালী আর্য জনগোষ্ঠীর ছেত্রী, বাহু, বিশুকর্মা এরাও অনেকে এসেছে। এদের সবারই ভাষা গর্বালী। হিন্দু ধর্মম্বালম্বীর সংখ্যা বেড়েছে। কিছু খৃষ্টান ও মুসলিম আগন্তুকও সিকিমে বাসা বেঁধেছে।

নেপাল আর ভূটান থেকে আগ্রাসনের পীড়াও সিকিমকে বরদাশত করতে হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, আর প্রায় পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে। বাহু বলে আর কৌশলে সিকিম তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছে গিরিপথ যুদ্ধে দু'দিক থেকে আক্রমণের মোকাবিলা করে। সিকিমের নিম্নাঞ্চলের একাংশ নেপাল দখল করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু প্রথম দফায় ১৭৯৩ সালে আর তারপর ১৮১৬ সাল নাগাদ তার সবটাই ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে হয়েছে আক্রমণকারী নেপালীদের। কিন্তু ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দার্জিলিং দখল করে নিল সিকিমের কাছ থেকে। তারপর নেপাল পরিত্যক্ত নিম্নাঞ্চলও দখল করে নিল দশ বছর পরে। বস্তুতঃ বঙ্গীয় সমতল ভূমি থেকে সিকিমের কোন প্রাকৃতিক রক্ষাব্যূহ ছিল না। কিন্তু স্বভাবতই নিম্নাঞ্চল থেকে সিকিমের বনরাজি আর পর্বতসংকুল জনবিরল পল্লীগুলোকে বিব্রত করতে সমতলের সমৃদ্ধ রাজশক্তির আগ্রহের কারণ ছিল না। একশ' বছরেরও বেশী দিন ধরে গিরিপথ যুদ্ধ করে নেপাল-ভূটানকে ঠেকিয়েছে সিকিম। সুবে বাংলা থেকে তার আক্রমণের আশংকা ছিল না। তবে ব্রিটিশদের নজর তার উপর পড়েছিল। কারণ সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বত ও মহাচীনের বিকল্প বাণিজ্য পথ খুঁজছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এজন্য শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাই ভাল

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে মনে করে ১৮৬১ সালে অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধ পরবর্তী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে সই হ'ল ইঙ্গ-সিকিম চুক্তি। সিকিমের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পেল ব্রিটিশের কাছে। আর বৃটিশরা অনুমতি আদায় করল সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বতে যেতে সড়ক তৈরী। যদিও সে সড়ক তৈরী বেশীদূর এগোয়নি। ১৮৯০ সালে ইঙ্গ-চীন কনভেনশনের মধ্য দিয়ে সিকিমের সঙ্গে চীন তথা তিব্বতের সীমানা বির্ধারণ হ'ল। সেই মোতাবেক চীন সিকিমের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষ সম্পর্কের স্বীকৃতি দিল। যার আওতায় চোগিয়ালকে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার জন্য একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি গ্যাংটকে আস্তানা গাড়লো। তবু সাধারণভাবে ব্রিটিশ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাফার রাজ্য হিসেবে সিকিমের স্বাধীন মর্যাদার অবমাননা করেনি ব্রিটিশ রাজশক্তি। আর এভাবেই ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলে সিকিম। অতঃপর ভারত সরকার ভুটানের মত সিকিমের কাছেও দাবী করলো বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগের দায়িত্ব থাকবে ভারত সরকারের হাতে। ১৯৫০ সালে ভারত-সিকিম চুক্তি সই হ'ল সেই দাবীর ভিত্তিতে। আর ভারত সরকারের যে প্রতিনিধি গ্যাংটকে বহাল হ'ল, একই সঙ্গে তিব্বতেও তাকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেয়া হ'ল। বলা যায়, তখন থেকেই শুরু হ'ল তিব্বতের দালাইলামাকে নিয়ে ভারতের দাবা খেলা। ভারত মুখে পঞ্চশীলার কথা বললেও তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইন পর্যন্ত তার সামরিক অবস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে গুটি গুটি করে এগুতে থাকলো তিব্বত সীমান্তে। পরিণতিতে হলো ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ। ভারতকে পিছু হটতে হ'ল। চীনের লালফৌজ প্রায় আসাম পর্যন্ত এসে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল তার পূর্ব অবস্থানে। এর পরেও কিন্তু সিকিমের সার্বভৌমত্বের ত্রিশংকু অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যখন শক্তিদর্পের উচ্চ শিখরে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুন চোগিয়াল কেন যেন ভাবলেন নেপাল, সিকিম, ভূটান মিলে পার্বত্য রাজ্যগুলোর ফেডারেশন গঠন করলে তাদের সীমিত সার্বভৌমত্ব আরও জোরদার হবে। ইন্দিরা গান্ধী এই উদ্যেগকে সুনজরে দেখলেন না। নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গের গুর্খা এলাকা থেকে সিকিমের পথে শুরু হ'ল আরও বেশী করে গুর্খালী ভাষাভাষী জন সমাগম। আর ভারত সরকারের প্রতিনিধি গ্যাংটকে বসে বিশেষ করে গুর্খালী ভাষাভাষীদের মধ্যে শুরু করলেন চোগিয়াল বিরোধী তৎপরতা। ভারতীয় মদদ ও প্ররোচনায় নেপালী আর লেপচা-ভূটিয়া উভয় জনগোষ্ঠীর দুটো দল নিয়ে তৈরি হ'ল 'সিকিম জাতীয় কংগ্রেস'। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তারা জিতলো বটে। তবে চোগিয়াল ও তার সমর্থকরা ছিল তখনও শক্তিধর। শুরু হ'ল সিকিম জাতীয় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ। চোগিয়াল ভারতকেই শালিশ মানতে বাধ্য হ'লেন। চোগিয়ালের ক্ষমতাকে খর্ব করে নতুন সংবিধান তৈরী হ'ল ভারতেরই পরামর্শে। ১৯৭৪ সালে নতুন নির্বাচন হ'ল ভারত রচিত সিকিম শাসন আইনের আওতায়। তাতে বাছাই করে যাদের নির্বাচিত করে নিয়ে আসা হ'ল তাদের বিপুল ভোটাধিক্যে ১৯৭৫ সালের ১০ই এপ্রিল সিকিমের ভারতভুক্তির প্রস্তাব পাশ হ'ল। ১৪ এপ্রিলএকটা গণভোটের মহড়া করে তাকে জন সমর্থণের সীলমোহরও দেয়া হ'ল। ২৬ এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্ট সংবিধানের ত্রিশ নম্বর সংশোধনী পাস করে সিকিমের ভারত ভুক্তিকে অনুমোদন করলো। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই সিকিম বিলে সম্মতি স্বাক্ষর দিলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ মে। *(প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী হলের অনুপস্থিতিতে এবং আরেকটি বিরোধী দলের প্রকাশ্য বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সরকারী দলের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল গত ৫ই মে'৯৮-তে কণ্ঠ ভোটে পাশ হয়ে গেল। জানিনা এর দ্বারা দেশ বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হ'ল কি-না! -সম্পাদক)।* তখনও ইন্দিরা গান্ধী যরূরী অবস্থার ঘোষণা দেননি। এ ভাবেই ৩৩৩ বছর ধরে স্বাধীন একটি রূপকথার রাজ্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হারিয়ে ভারতের ২২ তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত হ'ল।

খোলা মুখ ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার মত পর্বতের খাপের মধ্যে গুটিয়ে থাকা সিকিম কি ফিরে পাবে তার আত্মগৌরব? সম্পদে সে দরিদ্র নয়। বনসম্পদ, পশুসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ফল-মূল, গৃহশিল্প সম্পদ ছাড়াও মূল্যবান খনিজ সম্পদের অধিকারী সিকিম। চোগিয়ালের পার্বত্য ফেডারেশনের স্বপ্ন যদি উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত বোন রাজ্যের *(আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল)* বিদ্রোহীদের মনেও দানা বাঁধে, তবে হয়তো একদিন আরও বড় হয়ে সেই স্বপ্ন ফল লাভ করবে।

[সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব, ঈষৎ সংক্ষেপায়িত]

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নে পাক প্রেসিডেন্টের আহবান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ রফিক তারার দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরো অধিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নে পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবানে জানিয়েছেন। সরকারী এপিপি সংবাদ সংস্থা গত ১৯ এপ্রিল এ খবর দিয়েছে। জনাব তারার গত ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানের জাতীয় কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক এক ওয়ার্কশপে ভাষণ দানকালে একথা বলেন। সংবাদ সংস্থা এপিপি তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে এসব ক্ষেপণাস্ত্রের নাম রাখা হবে মাহমূদ গযনবী, যহীর উদ্দীন বাবর এবং আহমদ শাহ আবদালীর মত উপমহাদেশের বিজয়ী ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম শাসকদের নামে। চলতি মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তান মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘোরীর সফল পরীক্ষা চালায়। এই ক্ষেপণাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে দ্বাদশ শতকের ভারত বিজয়ী সুলতান মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন ঘোরীর নামানুসারে। 'ঘোরী ক্ষেপণাস্ত্র ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য এবং ১৫'শ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। জনাব তারার বলেছেন, ঘোরী, গযনবী, বাবর ও আবদালী ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়ন ভবিষ্যতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অজেয় করে তুলবে এবং এর বিরুদ্ধে যে কোন চাপকে আপনাদের অগ্রাহ্য করতে হবে।'

পাকিস্তানের প্রধান পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খানের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদ সংস্থা এপিপি গত ১৫ এপ্রিল জানিয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ কোন ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থাই ঘোরীকে আঘাত করতে পারবে না। পাকিস্তান বলেছে, ভারতের অস্ত্রসজ্জা নিরুৎসাহিত করতেই তাদের এই ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী। বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট তারার বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বের সম্পদ ও সমন্বিত স্বার্থের কথা পাকিস্তানের বিবেচনায় রাখতে হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বার্থের কথা চিন্তা না করলে আমরা আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হব।

হজ্জ পালন কালে মিনাতে ১৮০ জন হাজী নিহত

এ বছর হজ্জ পালনকালে মিনায় পদতলে পিষ্ট হয়ে ১৮০ জন হাজী নিহত হন। সরকারীভাবে নিহতের সংখ্যা ১১৮ জন বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশী হাজীও রয়েছেন।

সউদী সরকার হজ্জের সময় পদতলে পিষ্ট হয়ে আর যাতে কোন হাজীর মৃত্যু না হয় এবং অন্য কোন মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটে, সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সউদী কর্মকর্তা বলেন, হজ্জ পালনকালে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে ভিড় যাতে কম হয় সে জন্য পন্থা খুঁজে বের করতে সউদী কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেছে।

ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ইসরাঈলী লেখিকার প্রাণনাশের হুমকি

একজন ইসরাঈলী লেখিকা বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসী বলে মনে করেন না। তিনি আরো জানান যে, ইসরাঈলের ইতিহাসের উপর তার লেখা একটি টেলিভিশন সিরিজের জন্য চরমপন্থী ইসরাঈলীরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

ইসরাঈলের ৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২২ খণ্ডে লেখা 'তকুমা' বা পূণর্জন্ম শীর্ষক একটি টিভি সিরিজের সহ লেখক ও পরিচালক রনিত ওয়েইস বার্কউইজ এ অভিযোগ করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে লেখিকা ওয়েইস-বার্কউইজ বলেন, 'এই সিরিজটি সন্ত্রাসের ওপর সংলাপ আকারে নির্মিত। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, আমি ফিলিস্তিনী যোদ্ধাদের ভূমিকাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেছি। কিন্তু আমি একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলাম'।

রয়টারকে দেয়া এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি ফিলিস্তিনী যোদ্ধাদের যোদ্ধা বলেই মনে করি, সন্ত্রাসী নয়। এ বিষয়টা ইসরাঈলী সমাজ মেনে নিতে পারছে না। তিনি বলেন, গত ১১ মার্চ থেকে আমার বিরুদ্ধে এই হুমকি প্রদান শুরু হয়। ঐ দিন ইয়েহোরাম গাওনের এই সিরিজটি উপস্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু আমি ফিলিস্তিনীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি- এই অভিযোগে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে পত্রিকাকে জানান। ৪৪ বছর বয়স্কা লেখিকা বলেন, 'সেই দিনই আমি আমার বাড়ীতে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি পাই।' তিনি জানান, 'টেলিফোনে চরমপন্থীরা আমাকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয় এবং আমাকে কট্টর বামপন্থী বলে গালমন্দ করে।'

তিনি বলেন, ইসরাঈলী সমাজে ইদানীং যে অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে, এটা তারই ফল। তিনি বলেন, এই অসহিষ্ণুতার শিকার হয়েই ১৯৯৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবিন নিহত হন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, 'এই পরিস্থিতি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা জানি না।'

http://islaminonesite.wordpress.com

আরব দেশগুলোর ঋণের বোঝা ১৬ হাযার কোটি ডলার

আরব রাষ্ট্রগুলোকে তাদের ১৬ হাযার কোটি ডলার বিদেশী ঋণের জন্য বছরে প্রয়োজনীয় সেবা খাতে এক হাযার ৩শ' কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়। আরব অর্থ তহবিলের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এ কথা জানান।

আবুধাবী ভিত্তিক আরব অর্থ তহবিল (এএমএফ) চেয়ারম্যান জসীম আল মানারী বলেন, আরব ঋণের পরিমাণ ১৬ হাযার কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং সেবা খাতের ব্যয় প্রায় ৬ হাযার ৩শ' কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এএমএফ হচ্ছে আরব লীগের প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আল ম্যানারী সাংবাদিকদের বলেন, সব দেশই ঋণ গ্রহণ করে এবং তাতে কোন সমস্যা নেই। একটি দেশকে কতটা ঋণের বোঝা বইতে হবে তা নির্ধারণ করাই হলো আসল সমস্যা। তিনি আরব ঋণের ওপর এক সেমিনার উদ্বোধনের পর একথা বলেন।

মানারী আরব ঋণের দেশওয়ারী কোন হিসেব দেননি। তবে এএমএফ-এর এক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়- মিসর, মরক্কো, আলজেরিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া এবং জর্ডান ২২ সদস্যের আরব লীগের মোট ঋণের দুই-তৃতীয়াংশের বোঝা বইছে।

কসোভোর মুসলমানরা আর দাস হয়ে থাকতে চায় না

কসোভো লিবারেশন আর্মির একজন কমাণ্ডার বলেন, 'প্রতিদিনই আমরা হামলার আশংকায় থাকি'। কসোভো লিবারেশন আর্মি কসোভোর স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের একটি সশস্ত্র সংগঠন। কসোভোর দ্রিনিকা অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রাম এখন মুজাহিদদের দখলে রয়েছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সার্বিয়ার সরকারী বাহিনীর হামলায় দ্রিনিকার অন্ততঃ ৮০ জন মুসলমান নিহত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গ্রামেও সার্বীয় বাহিনীর হামলা ও মুজাহিদদের পাল্টা অভিযানের প্রেক্ষিতে বলকান অঞ্চলে আবারো সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই হামলায় অন্ততঃ ৫ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

সার্বিয়ার কসোভো প্রদেশের আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদের উপর নিপীড়নের জন্য যুগোশ্লাভ সরকারকে শাস্তি দানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়া সংক্রান্ত ৬ জাতি যোগাযোগ গ্রুপ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ গ্রুপের বৈঠকে মুজাহিদদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার জন্য কসোভো লিবারেশন ফ্রন্টের একজন মুজাহিদ বলেন, তারা যোগাযোগ গ্রুপকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখেন।

সামরিক পোশাক পরিহিত পিস্তল সজ্জিত প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক উক্ত মুজাহিদ বলেন, 'আমরা ভীত নই'। তিনি বলেন, 'আবার যদি প্রিকাজের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তাহ'লে আমরা বীর বিক্রমে প্রতিহত করবো'। এদিকে কসোভোর মুসলমানেরা জানিয়েছে আমরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা আর দাস হয়ে থাকতে চাই না।

কাশ্মীর বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে ভারতের সঙ্গে আর কোন সংলাপ নয়

কাশ্মীর প্রশ্নে একটি 'সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসূ' আলোচনা না হলে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কোনরূপ সংলাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার বিষয়টি বস্তুতঃ নাকচ করে দিয়েছে।

৩১ মার্চ পাকিস্তান টেলিভিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গওহর আইয়ূব খান বলেন, 'কাশ্মীর বিষয়কে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত না করা হ'লে ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা কষ্টকর'। তিনি আরো বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসূ আলোচনার ব্যাপারে আমাদের যে দৃষ্টিভিঙ্গ রয়েছে, সে ব্যাপারে যদি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সংলাপ পুনরায় শুরু করবে না'।

কাশ্মীরকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার 'ভূখণ্ডগত বিরোধ' হিসাবে উল্লেখ করে জনাব খান কাশ্মীরে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের দাবীর কথা পূণর্ব্যক্ত করেন। নতুন দিল্লী ইসলামাবাদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করতে রাযী আছে- এই মর্মে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী লোকসভায় মন্তব্য করার কয়েক দিনের মধ্যে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই উক্তি করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কাশ্মীর প্রশ্নে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করে বলেন, ওআইসি এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

তিন বছর বিরতির পর ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে পাক-ভারত দ্বিপক্ষীয় সংলাপ শুরু হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে নতুন দিল্লীতে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের তৃতীয় দফা বৈঠকে কাশ্মীর বিষয়টিকে কি ভাবে নেয়া হবে সে প্রশ্নে মতবিরোধের ফলে বৈঠক ভেঙ্গে যায়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কার্বন দিয়ে তৈরী মটরযান
প্রতি লিটার পেট্রোলে ২,৫০০ মাইল চলবে

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে গ্রাহাম পল ও তাঁর সহকর্মীরা এমন এক অসাধারণ মোটরযান তৈরী করেছেন যা প্রতি লিটার পেট্রোলে ২,৫০০ মাইল চলবে। তাঁদের গাড়ির চেসিজ বা অবকাঠামো কার্বনতন্তু দিয়ে তৈরী। কার্বনতন্তু অতি হালকা ও মযবুত যন্ত্রপাতি তৈরীতে ব্যবহার হয়। এই চার স্ট্রোকের ইঞ্জিনযুক্ত গাড়িতে এখন মাত্র একজন বসতে পারে। এটি সীসাবিহীন পেট্রোলে চলে এবং ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার যায়। এর উদ্ভাবক পল গ্রাহাম বলেছেন, তাঁরা এই গাড়িটিকে সহজেই সাধারণ যাত্রীবাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

গাড়িতে পরিণত করতে পারবেন। আগামী এক বছরে তাঁরা এর কর্মক্ষমতা দ্বিগুণ করার চেষ্টা করছেন।

বিশ্বে প্রতি মিনিটে দু'বার ভূ-কম্পন

বিশ্বে প্রতি বছর দশ লাখ বার ভূমিকম্প হয়। এ হিসেবে প্রতি মিনিটে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে প্রায় দু'টি। কিন্তু বেশির ভাগ ভূ-কম্পনের মাত্রা থাকে মৃদু যা শুধুমাত্র ভূ-কম্পন যন্ত্রে অনুভূত হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামিলুর রেযা চৌধুরী ভূ-কম্পন বিষয়ক এক সেমিনারে এ তথ্য তুলে ধরেন।

ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, তিন লাখের মতো শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যার মধ্যে অতিমাত্রায় শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় ২০টি। এ ধরনের একটি ভূমিকম্পই একটি নগরী বিলীন করে দিতে পারে। কিন্তু বিশ্বে এ যাবত এ ধরনের ভূমিকম্পগুলো ঘটেছে কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে একটি অতি উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা আটের ওপরে। রিখটার স্কেলে ছয় মাত্রার ওপরে দশ থেকে সাতটি বড় ধরনের ভূমিকম্প এবং একশটির মতো মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

অধ্যাপক চৌধুরী আরও বলেন, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। গত একশ' বছরে এ অঞ্চলে সাতটি বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যার মধ্যে রয়েছে ১৮৬৯ সালে কাছাড় ভূমিকম্প, ১৮৮৬ সালে বাংলার ভূমিকম্প, ১৮৯৭ সালে সর্বভারতীয় ভূমিকম্প, ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প, ১৯৩০ সালে ধুবড়ি ভূমিকম্প, ১৯৩৪ সালে বিহার-নেপাল ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্প।

স্তন ক্যান্সরে আক্রান্তদের জন্য সুখবর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা বলছেন যে, তারা মহিলাদের নিজেদের দেহ থেকে কোষ নিয়ে তার সাহায্যে স্তনের টিস্যু নির্মাণ করার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। গবেষকরা বলছেন, একজন নারীর উরু অথবা পশ্চাদ্দেশের চর্বি এবং রক্তবাহী জীবকোষের ক্ষুদ্র একটি নমুনা দিয়ে স্তন তৈরীর পদ্ধতি শুরু করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দি সানডে টাইমস' পবেষকদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই তারা এভাবে স্তনের বোঁটা এবং বোঁটার নীচের টিস্যু বানিয়েছেন। এ বছরের শেষ দিকে এসব তারা রোগীদের দেহে প্রতিস্থাপন এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তারা পূর্ণাঙ্গ স্তন প্রতিস্থাপন করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, নতুন এ আবিষ্কারের ফলে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত লাখ লাখ মহিলা যাদের অস্ত্রোপচার করে স্তন বা এর অংশ সমূহ কেটে ফেলতে হয়, তা রোধ করা যাবে। একই সাথে যে সব মহিলা দেহের সৌন্দর্য বাড়াতে স্তনের আকার সম্প্রসারণের জন্যে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন, তারাও এ নতুন আবিষ্কারের ফলে উপকৃত হবেন।

সিগারেটের ধোঁয়া বুকের মধ্যে টেনে নিলে ক্যান্সার হয়

কম টারযুক্ত সিগারেট নতুন করে ক্যান্সার মহামারী সৃষ্টি করবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। যারা সিগারেটের ধোঁয়া গভীরভাবে বুকে টেনে নেন, তারাই ক্যান্সারের শিকার হন। বৃটিশ ও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, ফুসফুসের ছোট ছিদ্রের গভীর কোষে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। তারা বলেন, যে সব ধূমপায়ী গভীরভাবে ধোঁয়া টেনে নেন, তাদের ফুসফুসে অনেক বেশি কোষ ক্যান্সার এজেন্ট দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির মহামারী সংক্রান্ত বিভাগের পরিচালক মাইকেল খান বলেন, কম টারযুক্ত সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য কম ক্ষতিকারক বলে যে ধারণা আছে, তা বিভ্রান্তিকর। কেননা লোকজন কম টারযুক্ত সিগারেট খাওয়ার সময় ধরণ পাল্টে ফেলে।

বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন

জাপানে গত ৫ এপ্রিল বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে। সেতুটির নাম আকাশি কাইকিও। ৯৭০ কোটি ডলার ব্যয়ে দশ বছরে সেতুটি নির্মাণ করা হয়। জাপানের প্রধান দ্বীপ হনশু এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শিকোকু দ্বীপের মধ্যে এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি ৩ হাযার ৯১১ মিটার দীর্ঘ।

কর্তৃপক্ষ বলেছেন, কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ৫ এপ্রিল সেতুটি জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুবরাজ নারুহিতো এবং প্রিন্সেস মাসাকো উপস্থিত ছিলেন।

১৯৮৮ সালে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেতুটি নির্মাণে ১ লাখ ৯৩ হাযার ২শ' টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ২৯৭ মিটার উঁচু দু'টি টাওয়ার রয়েছে। এগুলোর নীচ দিয়ে যে কোন ধরনের জাহায সহজে চলাচল করতে পারে।

বেঁটে মেয়েদের লম্বা করতে

হরমোনের অভাবে মেয়েরা বেশীরভাগ সময়ে বেঁটে হয়। হরমোন ইনজেকশন দিলে এদের উচ্চতা তিন ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। অনেক সময় যে সব মেয়েদের শরীরে হরমোন স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে তারাও বেঁটে হয়। ডাক্তার এলিজাবেথ ম্যাককাউকে ও তার সঙ্গীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল ল্যান্ডস্যাট মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বেঁটে মেয়েদের লম্বা করার প্রক্রিয়া খুবই ব্যয়সাধ্য। এক ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চতা বাড়ানোর জন্য ব্যয় হবে ৩০ হাযার ডলার।

ডাক্তার ম্যাককাউকে লন্ডনের সাউথ হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। তার নেতৃত্বে গবেষক দল ১০ জন বেঁটে অথচ সুস্থ বালিকার উপর গবেষণা চালান। এতে বেশ কিছু ভাল ফলাফলও পাওয়া গেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সংগঠন সংবাদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা জেলা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা '৯৮ -এর বিভিন্ন গ্রুপে অংশ গ্রহণ করে স্থানীয় দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ ও ইয়াতীমখানার ৭ জন ছাত্র ৮টি পুরস্কার লাভ করে। গত ৩১-০৩-৯৮ ইং তারিখে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদের নামের তালিকা নিম্নরূপঃ

প্রতিযোগীদের নাম	গ্রুপ	বিষয়ের নাম	অধিকৃত স্থান
নূরুল ইসলাম	'খ'	ক্বিরা'আত	৩য়
নূরুল ইসলাম	'খ'	আযান	১ম
শরীফুয্যামান	'খ'	আযান	২য়
মতীউর রহমান	'খ'	উপস্থিত বক্তৃতা	১ম
মাহফূযুর রহমান	'খ'	উপস্থিত বক্তৃতা	২য়
আব্দুর রকীব	'খ'	কবিতা আবৃত্তি	১ম
নাজমুল আনাম	'খ'	রচনা প্রতিযোগিতা	৩য়
আব্দুছ ছামাদ	'ক'	আযান	২য়

শিক্ষা সফর'৯৮

বিগত ১৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ ও ইয়াতীমখানা বাঁকাল, সাতক্ষীরা থেকে সুন্দরবনে এক 'শিক্ষা সফর' অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা সফরে ৪ জন শিক্ষক, ৬৫ জন ছাত্র ও একজন সাংবাদিক অংশ গ্রহণ করেন। এ সফরে 'আমীর' নিযুক্ত হন, জনাব আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার।

সুন্দরবনে পৌছানোর পর সেখানকার মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন উক্ত মাদ্রাসার সম্পাদক জনাব এ, কে, এম, এমদাদুল হক।

সুন্দরবন ছাড়াও ফেরার পথে মোগল আমলের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত বংশীপুর শাহী জামে মসজিদে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ করে। ফিরে এসে শিক্ষা সফরের উপর রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে মুহাম্মাদ আব্দুর রকীব (৭ম শ্রেণী), ২য় স্থান অধিকার করে মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (৬ষ্ঠ শ্রেণী) এবং তৃতীয় স্থান করে মুহাম্মাদ মতীউর রহমান (৮ম শ্রেণী)। ধর্মীয় ভাবধারার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সফর শেষ হয়।

নওগাঁ জেলা সম্মেলন

গত ২৪শে মার্চ মঙ্গলবার, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নওগাঁ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে স্থানীয় বাজে ধনেশ্বর স্কুল প্রাঙ্গণে বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আক্বীদাগত বিভ্রান্তির কারণে আজ একই বনী আদম বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে আছে এবং আল্লাহ প্রেরিত প্রকৃত ধর্ম হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তিনি বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা হিন্দু ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন ও সকলকে ইসলামে দাখিল হওয়ার আহবান জানান। অতঃপর মুসলমানদেরকে ধর্মের নামে প্রচলিত মাযহাবী ও তরীকাগত দলাদলি ভুলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহা জাতিতে পরিণত হওয়ার আহবান জানান। তিনি বাদ মাগরিব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধী বৈঠকের মাধ্যমে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আন্দোলনের অগ্রগতি নিয়ে মত বিনিময় করেন। সম্মেলনে জনৈক স্কুল শিক্ষক 'আহলেহাদীছ' হন। ফজর পর্যন্ত সম্মেলন চলে।

নওগাঁ জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা রুস্তম আলী, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুর হাট)। শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় 'সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

বগুড়া জেলা সম্মেলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ বগুড়া সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে স্থানীয় আলতাফুননেসা ময়দানে গত ২৮শে মার্চ শনিবার বগুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্দুস সামাদ সালাফী -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

মাননীয় প্রধান অতিথি আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) নির্মিত নাড়ুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পরদিন বাদ ফজর দায়িত্বশীল ও সুধী বৈঠকে বিদায়ী বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের পরপরই জনৈক ব্যক্তি আমীরে জামা'আতের

http://islaminonesite.wordpress.com

হাতে বায়'আতের মাধ্যমে আহলেহাদীছ হন। স্থানীয় লোকদের মন্তব্য অনুযায়ী এ বারের সম্মেলনে গত বারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও দূর দূরান্ত হ'তে বহু লোকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাহিত্য সম্পাদক মাওলানা মুসলিম, সিরাজগঞ্জ জেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ, সাতক্ষীরা

গত ৯ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মৌলভী আব্দুল্লাহিল বাকী, জনাব এমদাদুল হক প্রমুখ।

সাতক্ষীরা জেলার বিশিষ্ট বাগ্মী ও সমাজকর্মী সাবেক মুসলিম লীগ নেতা, জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসাবে সরকারী পুরস্কার প্রাপ্ত মৌলবী আব্দুল্লাহিল বাকী বলেন যে, জীবনে বহু সংগঠন করেছি। জীবন সায়াহ্নে এসে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ও উপস্থিত সাতক্ষীরা-খুলনার জনগণকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা করতে চাই যে, আজ থেকে আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর একজন খাদেম হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সংগঠনে যোগদান করলাম। যে পথে আমার পিতা জীবনপাত করেছেন, যে পথে আমার একমাত্র ভাই (আমীরে জামা'আত) তাঁর জীবন ওয়াকফ করেছেন, যার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশ ব্যাপী জামা'আতী চেতনার যে উন্মেষ আমি স্বচক্ষে রাজশাহীর নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় দেখে এসেছি, আমি সেই গতিশীল আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তিনি সমবেত সাতক্ষীরা বাসীকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য খেদমত করেছি। আপনারাও সর্বদা স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে আমার পাশে থেকেছেন। আজ আমি আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দাওয়াত নিয়ে আপনাদের দুয়ারে দুয়ারে যেতে চাই। আপনারা আমার সাথে থাকতে রাযী আছেন কি? সমবেত জনমণ্ডলী মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বণির মাধ্যমে তার এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে মূল্যায়ন করার জন্য এবং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সমাজ নেতা, আলেম সমাজ ও সর্বশ্রেণীর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান মৌলভী আব্দুল্লাহিল বাকী ছাহেবের আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-য়ে যোগদানকে স্বাগত জানিয়ে এক আবেগময় বক্তব্য পেশ করেন।

সমাবেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা কর্ম পরিষদ এবং বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সাতক্ষীরা জেলা কর্ম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ছাড়াও প্রায় দেড় হাযার নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদ উদ্বোধনঃ পরদিন ১০ই এপ্রিল তওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীবৃন্দ কলারোয়া থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী গ্রাম রাজপুর আগমন করেন। আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও সোনামণি সদস্যরা এবং স্থানীয় সোনাবাড়িয়া এলাকার আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় দেড় কিলোমিটার দূর থেকে মিছিল সহকারে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানান। অতঃপর দ্বিতল মসজিদের উপচে পড়া মুছল্লীদের বিরাট সমাবেশে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। ছালাত শেষে মুছল্লীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান। অতঃপর উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন, অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, আন্দোলনের জেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, মৌলভী আব্দুল্লাহিল বাকী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদ আবাদকারী হিসাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত গুণাবলী অর্জনের জন্য এবং জানমাল, সময় ও শ্রম দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি অত্র মসজিদকে এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন -এর মারকায হিসাবে কবুল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর পাথরে খোদাইকৃত ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত এই মসজিদের স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন সাতক্ষীরা জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও সোনাবাড়িয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এলাকা সভাপতি জনাব আব্দুল লতীফ এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান।

রাজপুর থেকে সাতক্ষীরা ফেরার পথে তিনি রোগ শয্যায় শায়িত আন্দোলনের কর্মী, চান্দা গ্রামের আলহাজ্জ আব্দুল গফূরের বাড়ীতে যান এবং তাকে সান্ত্বনা দেন ও রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স কার্যকরী পরিষদ সদস্য, কলারোয়া শহরের ঐতিহ্যবাহী 'কুরআন মঞ্জিল' লাইব্রেরীর মালিক আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ কারী জনাব আব্দুর রহমান -এর কবর যিয়ারত করেন এবং তার আত্মীয়-পরিজনদের সান্ত্বনা দেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা সম্মেলন

গত ১২ ই এপ্রিল রবিবার স্থানীয় কামারখন্দ হাজী বাড়ীতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর সিরাজগঞ্জ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা আল্লাহ্র উলূহিয়াতের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান-ই যে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং তার, নিরপেক্ষ অনুসরনের মাধ্যমেই যে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ আনয়ন সম্ভব, তার পক্ষে তিনি বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন।

বক্তব্যের শেষ দিকে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং দেশের মুসলিম রাজনীতিক ও সমাজ নেতৃবৃন্দকে পাশ্চাত্যের প্রচলিত বিভেদাত্মক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শন পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শূরা পদ্ধতির রাজনীতি প্রবর্তনের উদাত্ত আহবান জানান। পর দিন সকালে তিনি আন্দোলন ও যুবসংঘের জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াতী বক্তব্য পেশ করেন।

বিশেষ অতিথি শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী গীবতের অপকারিতা -এর উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা রুস্তুম আলী, মাওলানা ইবরাহীম হোসাইন প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের ময়মনসিংহ সফর

৩রা এপ্রিল'৯৮ শুক্রবার আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ সাংগঠনিক জেলার আহবায়ক জনাব শেখ আব্দুল আউয়ালের আমন্ত্রণক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ময়মনসিংহ সফর করেন। ঢাকা থেকে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), ঢাকা জেলা সহ-সভাপতি জনাব ছাদেকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ মাহমূদ আলম, গাজীপুর জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন ও জনাব আব্দুল হাফীয প্রমুখ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বেলা ১১টায় ময়মনসিংহ পৌঁছে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ্জ মালিক মুহাম্মাদ হোসায়েন-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। সেখানে জেলা আহবায়ক শেখ আব্দুল আউয়াল, জনাব আব্দুল মজীদ চৌধুরী, জনাব আব্দুল খালেক, জনাব আব্দুল জব্বার সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে প্রাথমিক আলোচনায় মিলিত হন। অতঃপর স্থানীয় গোলপুকুর পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে জেলা সংগঠনের প্রচার সম্পাদক জনাব মাওলানা ইউসুফ আলী খান, আহলেহাদীছ যুবসংঘ ময়মনসিংহ জেলা আহবায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক ও যুগ্ম আহ্বায়ক আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র জনাব তারেক হাসান-এর নেতৃত্বে যুব নেতৃবৃন্দ ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত গুরুত্বপূর্ণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন ও বাদ জুম'আ মসজিদ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় জেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশে ভাষণ দান করেন।

তিনি স্বীয় ভাষণে জিহাদ আন্দোলনে ময়মনসিংহ-এর অতীত গাযী ও শহীদানকে স্মরণ করেন এবং তাঁদের উত্তরসূরী হিসাবে বর্তমান আহলেহাদীছ ভাইদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বৈপ্লবিক আন্দোলনে সকলকে শরীক হওয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ সাংগঠনিক জেলার আহবায়ক জনাব শেখ আব্দুল আউয়াল ও পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদের খতীব, সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসার আরবী প্রভাষক জনাব ইউসুফ আলী খান। সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে বিকেল ৫টায় ঢাকার পথে রওয়ানা হন।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছহীহ হাদীছের অনুসরণে প্রথম ঈদের জামা'আত

গত ৮ই এপ্রিল রোজ বুধবার কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার গাযীপুর গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী প্রথম ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুহাম্মাদ ফারূকের নেতৃত্বে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে সকাল ৭.২০ মিনিটে অত্র ঈদগাহে এই প্রথম ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলাদেশ -এর কুমিল্লা জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে জামা'আতে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ফাইযুল আমীন সরকার, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ ঢাকা'র হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয মুছলেহুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের 'কর্মী' মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, ঐ দিন একই স্থানে সকাল ৯.০০ টায় হানাফী মতাবলম্বীদের অপর একটি জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে দেবিদ্বার থানার জগন্নাথপুর গ্রামেও ১২ তাকবীরে ঈদুল আযহার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর ও তার সাথীদের দাওয়াতের ফলেই এই সফলতা সম্ভব হয়েছে। উক্ত জামা'আতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার দফতর সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মাদ শামসুল হক।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ '৯৮ সম্পন্ন

গত ২৬ ও ২৭ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জেলার উদ্যোগে সাভার নাল্লাপোল্লা বাজার মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ'৯৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছ। প্রশিক্ষণ শিবিরে কুরআন তিলাওয়াত করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ কুরবান আলী। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য জান্নাত পাগল কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার সেক্রেটারী মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন- (১/৮১)ঃ ব্যাংকে টাকা রেখে টাকার লাভ নিজে ভোগ করতে পারব কি? ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মনীরুয্যামান
কুমিল্লা সেনানিবাস
কুমিল্লা

উত্তরঃ বাইয়ে মুযারাবা বা শরিকী কারবার অর্থাৎ একজনের অর্থে অন্যজনের ব্যবসার লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে, এইরূপ ব্যবসা ইসলামী শরীয়তে জায়েয আছে। আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাকে মুযারাবার উপর মাল দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে আর মুনাফা উভয়ে ভাগ করে নিবে। *-মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৮৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৫ম খণ্ড ২৬৭ পৃঃ; বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ; হাদীছটি ছহীহ।* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়। সে হিসাবে উক্ত লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।

প্রশ্ন-(২/৮২)ঃ আমি হানাফী ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করি। মুছল্লীরা কেউ রাফউল ইয়াদায়েন করেন না এবং আমীন জোরে বলেন না। আমি একাই এই আমল করি। ইমাম ছাহেব অন্যান্য মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ওনারটা উনি আমল করুন, আপনাদেরটা আপনারা আমল করুন। দু'টোই ঠিক আছে। কথাটি কি সঠিক?

লুৎফর মন্ডল
নায়েক এ্যাসিসট্যান্ট
বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের 'দু'টোই ঠিক আছে' কথাটা আদৌ সঠিক নয়। রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। না করলে ছালাত সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকুতে যেতেন ও যখন রুকু থেকে

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাথা উঠাতেন, তখন দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ; নাসাঈ ১ম খন্ড ১১৭ পৃঃ; আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪ ও ১০৬ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৫ পৃঃ; ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ; মালেক ২৫ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মোহাম্মাদ ৮৯ পৃঃ; ত্বাহাভী ১ম খণ্ড ৯৬ ও ১০৯ পৃঃ।* ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত উল্লেখিত সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। *-বায়হাক্বী, নাছবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ।*

ইবনে মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় ১বার দুই হাত তুলতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, ছালাতে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় দু'হাত না তোলা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলিই বাতিল। তন্মধ্যে একটিও ছহীহ নয়। যেমন-ইবনে মাসঊদের হাদীছ'। *-মঊযুআতে কাবীর ১১০ পৃঃ; মঊযু'আতে ইবনিল জাওযী ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।*

'আমীন' জোরে বলতে হবে, এটাই সুন্নাত। ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে গায়রিল মাগযূবে আলায়হিম অলায-যাল্লীন পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি। *-তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ।* ইবনে যোবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে আমীন বলতেন যে, মসজিদে নববী গমগম করে উঠতো। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ।* জোরে আমীন বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং ছাহাবীদের তিনটি আছার পাওয়া যায়। *-নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ।* এমনকি হানাফী পন্ডিতদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন-আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রঃ) বলেন, নিরবে আমীন বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জোরে আমীন বলা'। *-শরহে বেকায়াহ ১৪৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/৮৩)ঃ আমার বাড়ীর নিকটবর্তী কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই। হানাফী মসজিদ রয়েছে। এখানে নিয়মিত জামা'আত হয়। আমি তাদের জামা'আতে শরীক না হয়ে আমার পরিবার সহ বাড়ীতে জামা'আত করি। এটা কি আমি ভুল করছি, না ঠিক করছি? কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী সমাধান জানতে চাই।

শফীকুল ইসলাম
এ এম আই, রাজশাহী

উত্তরঃ ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অন্ধ ব্যক্তিকেও জামা'আতে উপস্থিত হ'তে বলেছেন। *-মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তাঁরা ঠিক করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী। আর যদি ভুল করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য গোনাহ।-বুখারী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বয়ের আলোকে বলা যায় যে, হানাফী ভাইদের জামা'আতে আহলেহাদীছদের শরীক হওয়া জায়েয আছে। তবে ঐ ছালাত সাধারণতঃ দু'টি বড় হক থেকে বঞ্চিত হয়, যা আদায় করা আবশ্যক। (১) রুকু-সিজদা সুষ্ঠুভাবে ধীর ও স্থীরতার সাথে আদায় করার সুযোগ হয় না। আর ধীরস্থীরতার সাথে ছালাত আদায় করা অপরিহার্য। এক ব্যক্তি ধীরস্থীর ভাবে রুকু-সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার ছালাত হয়নি, পুনরায় ছালাত আদায় কর।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ। (২) হানাফী ভাইগণ কোন কোন ওয়াক্তে দেরী করে ছালাত আদায় করেন এবং রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত আউয়াল ওয়াক্তের উত্তম সময় পার করে দিয়ে অনুত্তম সময়ে আদায় করেন, যা ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। ছহীহ হাদীছে রয়েছে সমাজের নেতারা দেরী করে ছালাত আদায় করলে ঠিক সময়ে একাই ছালাত আদায় করে নিবে। যেমন- ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু যর! যখন তোমার উপর নেতারা ছালাতকে দেরী করে দিবে তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করে নিয়ো। পরে তাদের ছালাত অবস্থায় পেলে তাদের সাথে পড়। সেটা তোমার জন্য নফল হবে'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০।* অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমাজের লোক দেরী করে ছালাত আদায় করলে একাই সময়মত ছালাত আদায় করে নিতে হবে। পরে আবার জামা'আতে যোগ দিতে পারবে সেটা তার জন্য নফল হবে।

প্রশ্ন (৪/৮৪)ঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়া যাবে কি? যদি যায় তাহ'লে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

হাসানুয যামান
গ্রামঃ রাজপুর, পোঃ সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে অথবা দুই সালামে উভয় ভাবে পড়া যায়। তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতকে সালাম দ্বারা বিভক্ত করে পড়া অথবা এক সালামে পড়া কোন পক্ষেই কোন মরফূ ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি। ফলে কেউ এক সালামে পড়তে চাইলে পড়তে পারবে অথবা দুই সালামে পড়তে চাইলেও পড়তে পারবে'। *-তোহফা ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১১।*

ইমাম বুখারী (রাঃ) নফল বা সুন্নাত ছালাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ার প্রমাণে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল সমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ইয়াইহয়া ইবনে সাইদুল আনসারীর (রাঃ) কথা নকল করে বলেন, মদীনার সকল বিদ্বানগণ দিনের সুন্নাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-বুখারী, ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।* আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, জমহুর ওলামা রাত-দিনের নফল বা সুন্নাত ছালাতগুলি দু'রাক'আত করে পড়ার মত গ্রহণ করেছেন। *-ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৬৩ পৃঃ।*

প্রকাশ থাকে যে, কেউ যদি নফল বা সুন্নাত ছালাত এক সালামে ৪ রাক'আত পড়েন, তাহ'লে পরের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বেন। কারণ নফল হচ্ছে ফরযের শাখা। কাজেই কোন স্পষ্ট দলীল ব্যতীত ফরযের যাবতীয় পদ্ধতি সুন্নাতে অনুসৃত হবে। আর সাধারণভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাত আদায় করার নিয়ম হ'ল প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ ২টি সূরা পড়া ও শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করা। যেমন- আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, كان النبىُّ (ص) يقرأ فى الظهر فى الأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الكتابِ وسورتينِ وفى الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكتابِ... وهكذا فى العصرِ متفق عليه- 'রাসূল (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন.....। এভাবে আছরের ছালাতেও পড়তেন। *-মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; নায়ল ৩/৭৬।*

প্রশ্ন-(৫/৮৫)ঃ বিবাহ করা কি ফরয? বিবাহ তরক কারীর হুকুম কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী
জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
লালপুর,নাটোর

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির উপরে বিবাহ করা ফরয হওয়া বা না হওয়া এবং কখন বিবাহ করা ফরয এসব নির্ভর করে ব্যক্তির নিম্নলিখিত অবস্থার উপরে। যেমন-

১। কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে এবং দ্রুত বিবাহ না করলে যদি তার যৌন বিষয়ক গোনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক বিবাহ করা ফরয। এ সম্পর্কে রাসূলের পবিত্র বাণী হল- 'যে ব্যক্তি বিবাহের যোগ্যতা রাখে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ হচ্ছে সর্বাধিক দৃষ্টি নিম্নকারী ও লজ্জাস্থানের সর্বাধিক পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে না সে যেন ছাওম পালন করে। কেননা ছাওম যৌন উত্তেজনা অবদমন করে। *-বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল 'নিকাহ' অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯২ পৃঃ।* এখানে নবী (ছাঃ) বিবাহে সক্ষম ব্যক্তিকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, 'বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যে বিবাহহীন থাকাকে নিজের ও তার দ্বীনের জন্য ক্ষতির ভয় করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই ভয় দূর না হয়, তার প্রতি ঐ অবস্থায় বিবাহ করা ফরয, এতে কোন দ্বিমত নেই। *-নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১০৩-১০৪।*

২। বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যার যৌবন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যৌন বিষয়ক কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা নেই, এরূপ ব্যক্তির প্রতি বিলম্বে অবকাশ সহ বিবাহ ফরয। সে নিজের খুশী মত যখন ইচ্ছে বিবাহ করতে পারবে। তবে বিবাহ করার দৃঢ় নিয়ত অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা তার প্রতিও বিবাহ ফরয। রাসূল (ছাঃ) উছমান বিন মাযউন (রাঃ)-কে বিবাহহীন থাকতে নিষেধ করেন। *-মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায় পৃঃ ৪৪৯; বুখারী ঐ পৃঃ ৭৫৯।* হযরত আয়েশা (রাঃ) -কে বিবাহহীন থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনিও তাতে নিষেধ করেন। *-আল্ মুহাল্লা বিল আছার ৯ম খণ্ড পৃঃ ৪।* নবী (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হীন থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি বিবাহ করেছি। যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

অস্বীকার করবে সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৫৭।* এখানে বিবাহ হীন থাকার সিদ্ধান্তকে রাসূল (ছাঃ) তাঁর তরীকা অস্বীকারের পর্যায়ভূক্ত গন্য করেছেন।

৩। যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না, তার উপরে বিবাহ কর ফরয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে'। তবে সে যদি বিবাহ করতে চায়, কিংবা তার বিবাহ কেউ যদি দিতে চায়, তবে সে তা পারে। কেননা রাসূল (ছঃ) জনৈক নিঃস্ব ও সম্পদহীন ব্যক্তিকে কুরআনের সূরা শিখিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। *-বুখারী ২য় খণ্ড, 'নিঃস্ব ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৬১।* আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। ..... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন' (সূরা নূর ৩২)।

বিবাহ তরক কারীর হুকুমঃ

বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে যদি কেউ বিবাহ না করে, তবে এতে গোনাহ নেই। যৌন উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখতে তার জন্য মাঝে মধ্যে ছওম পালনই যথেষ্ট। আর যার বিবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ওযর ও অসুবিধার দোহাই দিয়ে বিবাহ তরক করে। তাহ'লে এটি নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ হবে। অবশ্য সে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হবে না।

আর যদি কেউ ইসলামী বিবাহ রীতিকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিবাহ তরক করে, তবে সে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে অগ্রাহ্য করল, সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী, ফাৎহুল বারী ৯ম খণ্ড পৃঃ ১৩১ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়।*

প্রশ্ন-(৬/৮৬)ঃ ছহীহ হাদীছ ছাড়া যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে কি?

আব্দুল জলীল
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফযীলত হোক কিংবা আহকাম হোক কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। হাদীছ বর্ণনা কারীদের যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকের হাদীছ গ্রহণ করা শরীয়তে একটি যরূরী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ কোন ফাসেক ব্যাক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা এর সত্যতা যাচাই করে নিও। অন্যথায় অজ্ঞতা বশতঃ কোন জাতির উপর বিপদ টেনে আনতে পার। ফলে তোমরা লজ্জিত হয়ে যাবে' (হুজরাত ৬)। দ্বীনি বিদ্বানগণের হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করে বলা আবশ্যক। হাফ্ছ ইবনে আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক শুনা কথা তদন্ত না করেই বলবে। *-মুসলিম ভূমিকা ৮ পৃঃ।*

হাদীছ বর্ণনাকারীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রহণ করা আবশ্যক। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তাবেয়ী বলেন, নিশ্চয়ই জেনে রেখো (হাদীছের) জ্ঞান ইসলামের মৌলিক ব্যাপার। অতএব তোমরা কার দ্বীন গ্রহণ করছ তা সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখে নাও। *-মুসলিম ভূমিকা ১১ পৃঃ।* মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন আরো বলেন, পূর্বে লোকেরা হাদীছের সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনা শুরু হ'ল তখন তারা বলল, তোমাদের বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদেরকে সঠিক হাদীছ ধারণকারী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো, আর বর্ণনাকারীদেরকে বিদ'আতী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো না। *-মুসলিম ১১ পৃঃ।* হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে বর্ণনাকারীদের পরকাল ভয়াবহ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার আশ্রয় স্থল জাহান্নামে করে নেয়। *-মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭।*

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে হাদীছ বলা যাবে না। সুফিয়ান সওরী বলেন, হাদীছের সূত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ঈমানদার লোকের হাতিয়ার। যদি তার নিকট হাতিয়ার না থাকে, তাহ'লে সে কি জিনিস নিয়ে যুদ্ধ করবে। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, -হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাদীছের সূত্র ব্যতীত হাদীছ সন্ধান করে অর্থাৎ হাদীছের সূত্রের বিশুদ্ধতা না দেখেই হাদীছ গ্রহণ করে, সে রাত্রে কাষ্ঠ আহরণকারীর ন্যায়। সে কাঠের বোঝা বহণ করে যার মধ্যে সাপ আছে। সাপ তাকে দংশন করে কিন্তু সে বুঝতে পারে না। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* আব্দুল্লাহ ইবনে

http://islaminonesite.wordpress.com

মুবারক বলেন, হাদীছের বর্ণনাসূত্র মৌলিক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি বর্ণনাসূত্র না থাকতো তাহ'লে যার যা ইচ্ছা সে তাই বলতো। *-মুসলিম ১২।*

ইমাম মুসলিম বলেন, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। *-মুসলিম ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।* মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। এ কথায় হাদীছের সকল ইমাম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। *-হাদীছ সংকলনের ইতিহাস ৪৪৫ পৃঃ।* সিরিয়ার মুজাদ্দেছ আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাযম ও ইবনে তায়মিয়া বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছ আমল যোগ্য নয়। *-ক্বাওয়ায়িদুত্ তাহদীছ ৯৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন-(৭/৮৭)ঃ ইসলামী দাওয়াত কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে একজন পীর গ্রাম এলাকায় তার বাড়ীতে মীলাদ উপলক্ষ্যে গিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী জালসা করেন এবং নামাজী ব্যক্তির দ্বারা খাবার আয়োজন করা হয়, এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও খাওয়া জায়েয হবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আফসার আলী
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
জেলাঃ নাটোর

উত্তরঃ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব অহি ভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এখানে অহি-র বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান স্থান পাওয়ার বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করবে তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।* মীলাদ যেহেতু দ্বীন ইসলামের মধ্যে ধর্মের নামে একটি নব আবিষ্কৃত রীতি মাত্র। কিতাব ও সুন্নাহ্র মধ্যে যার কোন স্থান নেই এবং এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত ও গোনাহের কাজ। অতএব উক্ত উপলক্ষ্যটি বিদ'আত হওয়ার কারণে উক্ত জালসাটিও তার পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে এরূপ জালসায় শরীক হওয়া ও সে জালসার কোন কিছু খাওয়া কোনটিই ঠিক নয়। কেননা এতে মীলাদের সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ বলেন, নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না (সূরা মায়েদা ২)।

প্রশ্ন-(৮/৮৮)ঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে থাকে, তারা মারা গেলে নাকি তাদের জানাযা হবে না? কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কতটকু সত্য? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মিসেস নূরুন নাহার
পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে তাদের জানাযা পড়া যায়। যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কঠিন গুনাহের কাজ। এইরূপ নারী ও পুরুষের তওবা করা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, খায়বার নামক স্থানে একটি লোক মৃত্যু বরণ করেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজে তার জানাযা না পড়ে ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। সে যুদ্ধে গণীমতের মাল হ'তে আত্মসাৎ করেছে। *-আবুদাঊদ, নাসাঈ ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৫০ পৃঃ।* হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি। *-মুসলিম ও সুনান, নায়ল ৫/৪৮।*

প্রকাশ থাকে যে, কালেমা পাঠকারী সকল মুসলমানের জানাযা পড়া যায়। *-তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড ৪৭ পৃঃ।*

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয, আহলে রায়েত, ইমাম আওযাঈ প্রমুখ ফাসেক ও কবীরা গোনাহগারের জানাযা পড়া জায়েয মনে করতেন না। তবে কলেমাগো যেকোন মুসলমানের জানাযা পড়ার বিষয়ে রাসূলের (ছাঃ) সাধারণ নির্দেশের প্রেক্ষিতে জমহুর বিদ্বানগণ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জায়েয বলেন।

আত্মহত্যাকারী ও গণীমতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে পড়েননি বরং অন্যদেরকে পড়তে বলেছিলেন। সেই হিসাবে অনুরূপ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জামে মসজিদের ইমাম বা কোন বড় আলেমের পক্ষে না পড়াই সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী বলে অনুমিত হয়।

প্রশ্ন-(৯/৮৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা, গান, জাগরনী, গজল ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয কি-না? কোনটি জায়েয ও কোনটি না জাযেয। এসবের কি কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

নির্দিষ্ট শারঈ সুর রয়েছে? মসজিদে ইসলামী কবিতা পড়া যায় কি? কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ উবাইদুর রহমান
গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর
পোঃ ইনছাফ নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ছন্দাকারের কথার দু'টি দিক রয়েছে এবং সে ভিত্তিতেই এর জায়েয হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। যেমন-

১। ছন্দ যদি এমন কথা দ্বারা গঠিত হয় যেগুলো শারঈ দৃষ্টিতে আপত্তিকর। যথা- যৌন উত্তেজনাকর, বেহায়াপনা, অশ্লীল, শারীয়ত বর্জিত কথা, শিরক-বিদ'আত যুক্ত কথা ইত্যাদি। তবে এরূপ কথা দ্বারা গঠিত ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। এরূপ ছন্দকারীকে আল্লাহ 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে' বলে ভর্ৎসনা করেছেন (শু'আরা ২২৪)। অনুরূপভাবে ছন্দের কথা যেমনই হোক ও ছন্দের নাম যাই হোক বাদ্যযন্ত্র সহ কোন ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা বাদ্যযন্ত্র শরীয়তে হারাম। নাফে (রাঃ) বলেন, 'আমি রাস্তায় ইবনু উমরের সাথে ছিলাম তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনে তাঁর দু'কানে দু'আঙ্গুল রাখলেন এবং রাস্তা থেকে অন্য ধারে সরে পড়লেন। অতঃপর দূরে চলে যাওয়ার পর বলেন নাফে তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ? (নাফে বলেন) আমি বললাম, না। তখন তিনি তার কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, আমি একদা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনে এরূপ করেছিলেন। *-আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত, 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* মোটকথা বাদ্যযন্ত্র বিহীন ছন্দের কথা যদি ভাল হয় তবে তা ভাল এবং তা পাঠ করাও জায়েয। আর যদি মন্দ হয় তবে না জায়েয। রাসূলের (ছাঃ) নিকট কবিতার বিষয় তুলে ধরা হ'লে তিনি বলেন, সে তো কথা, যার ভালটি ভাল ও মন্দটি মন্দ। *-দারাকুতনী, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কবিতা জিহাদের মারাত্মক অস্ত্র হিসাবেও ভূমিকা রাখে। নবী (ছাঃ) বলেন, মুমিন নিঃসন্দেহে জিহাদ করে তরবারী ও কবিতার ভাষা দ্বারা। কসম আল্লাহ্র তা দ্বারা তোমরা তীরের নিশানার মত তাদের আঘাত হান। *-শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ৪১০ পৃঃ সনদ ছহীহ।* তিনি কবিতার মাধ্যমে কুরায়শদের দুর্নীতি বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তা তাদের জন্য তীরের ফলা অপেক্ষা কঠোর। *-মুসলিম, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪০৯।* আর এজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে ও ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের কবিতা পাঠ সুপ্রসিদ্ধ।

২। ছন্দ ও কবিতার সূর এবং রাগের ব্যাপারে দ্বীন ইসলামের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি। কবিতা সম্পর্কিত যতটুকু বিধি-নিষেধ এসেছে তা উপরে উল্লেখিত হ'ল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সূরের ব্যাপারে শারীয়তের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সূরের দিক-নির্দেশনা না দিয়ে বরং জাহেলি যুগে কাফিরদের তৈরীকৃত ও পঠিত কবিতা শোনার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, শুনে এমনকি তাদের ভাল কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভাল কবিতা ও সূরের ব্যাপকতার অবকাশ রেখে গেছেন। যেমন- জাহেলি যুগের কবি লাবীদ ও উমাইয়্যা বিন আবী ছালত উল্লেখযোগ্য। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৪০৯; হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহি।* এছাড়া তিনি রাখালিয়া উট চালকের কবিতা (এক প্রকার গান) শ্রবণ করার মাধ্যমে ও ছাহাবাগণের রাখালিয়া কবিতা (এক প্রকার গান) জায়েয করার মাধ্যমে সূরের আরো ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪১০ তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড ৬৬৫ পৃঃ।*

ফল কথা উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কে কবিতার লেখক? কে পাঠক? কি সূর? এসব শরীয়তের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হ'ল কবিতার কথা ও কবিতার সাথে হারাম এবং নিষিদ্ধ বস্তু সংযোজিত হয়েছে কি-না? যদি না হয়ে থাকে ও কথা ভাল হয়, তবে যেকোন সূরের কবিতা পাঠ জায়েয। তবে সূরের নামে যেন বেহায়াপনা ও কু-রুচির প্রকাশ না হয়।

৩। বিশেষ ভাবে ইসলামী ও জিহাদী কবিতা যে মসজিদে পাঠ করা যায়, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উমর (রাঃ) একদা মসজিদ হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলের (ছাঃ) সভাকবি হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। তিনি উমর (রাঃ) -কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি মসজিদে কবিতা পড়তাম এবং সেখানে তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন (অর্থাৎ নবী (ছাঃ)। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর দিকে ফিরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন, 'তুমি কি সে সময় নবী (ছাঃ) -কে আমার ক্ষেত্রে বলতে শুনেছ 'কাফিরদের জবাব দাও (কবিতায়)'। হে আল্লাহ তুমি তাকে (হাস্সানকে) জিব্রাঈলের মাধ্যমে সাহায্য কর'। উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন হাঁ। -*বুখারী হাদীছ নং ৪৫৩, ৩২১২, ৬১৫২।*

এছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাস্সানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে হাস্সান (রাঃ) রাসূলের পক্ষে গর্বের কবিতা সমূহ পাঠ করতেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উদ্দেশ্যে বলতেন, আল্লাহপাক হাস্সানকে জিব্রাইল দ্বারা সাহায্য করেন যতক্ষণ তিনি রাসূলুল্লাহ্র পক্ষে কবিতা পাঠ করেন। -বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়। কবিতা পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন,

هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، 'উহা কথা মাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর খারাপগুলি খারাপ'। -দারা কুতনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; সনদ হাসান, আলবানী।

প্রশ্ন-(১০/৯০)ঃ ছালাতের মধ্যেকার দো'আ সমূহ একবচনের জায়গায় বহুবচন পড়া যাবে কি? যেমন 'আল্লাহুম্মাহদীনী' এর স্থলে 'আল্লাহুম্মাহদীনা' পড়া হয়ে থকে।

ছিদ্দীকুর রহমান
গ্রামঃ জামলই
পোঃ তাহেরপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত দো'আ সমূহের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এরূপ পরিবর্তন নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) -কে বিছানায় শয়নের দো'আ শিক্ষা দেন। উক্ত দো'আটি পুনরায় নবী (ছাঃ) -এর সামনে পাঠ করতে গিয়ে এক জায়গায় নিজ থেকেই তিনি 'বি নাবিয়্যিকা'র পরিবর্তে 'রাসূলিকা' বলে শুনান। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাৎক্ষনিকভাবে 'রাসূলিকা' শব্দ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর শিখানো শব্দ 'নাবিয়্যিকা' পড়তে বলেন। -*বুখারী 'ফাযলু মাম বাতা আলাল অযূয়ে' অধ্যায় হাদীছ নং ২৪৭, পৃঃ ৩৮; অন্যান্য অধ্যায় হাদীছ নং ৬৩১১,৬৩১৩,৬৩১৫,৭৪৮৮।*

উল্লেখিত হাদীছ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আর কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি কেউ কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আ ব্যতীত নিজস্ব কোন দো'আ পাঠ করতে চান তবে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত সাধারণ নির্দেশের আওতায় তিনি যেভাবে ইচ্ছা দো'আ করতে পারেন।

আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল '৯৮ -এর (১৫/৮০) নং প্রশ্নোত্তরের ভূল সংশোধন

প্রশ্নঃ বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরে চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

-মুযাফ্ফার হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আম বিক্রয় করার নামে কয়েক বছরের জন্য আমের পাতা বিক্রয় করা শারীয়াত সম্মত নয়। কেন না নবী করীম (ছাঃ) কয়েক বছরের জন্য এক যোগে গাছ অথবা ফল বিক্রয় নিষেধ করেন। জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة رواه مسلم-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাক্বালা, মুযাবানা, মু'আওয়াম... থেকে নিষেধ করেছেন'। -*ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১।*

উক্ত হাদীছেই হাদীছে উল্লেখিত 'মু'আওয়ামা' শব্দের অর্থে বলা হয়েছে بيع السنين هى المعاومة অর্থাৎ একাধিক বছরের জন্য ক্রয় বিক্রয়ই হচ্ছে 'মু'আওয়ামা'। ইমাম নববী বলেন, গাছের ফল কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করাকে শারীয়তে 'মু'আওয়ামা' বলা হয়। -*নববী, মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১০।*

النهاية গ্রন্থে জাযারী বলেন, 'মু'আওয়ামা' হচ্ছে গাছে ফল আসার পূর্বেই দুই/তিন ও তদধিক বছরের জন্য খেজুর গাছের ফল অথবা গাছ বিক্রয় করা এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। - *তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং ১৩২৭ পৃঃ ৪৫১।* অতএব এরূপ ক্রয় বিক্রয় থেকে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যক।

[অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -পরিচালক, দারুল ইফতা]

http://islaminonesite.wordpress.com